রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট

উইলিয়ম শেক্সপিয়ার

www.boiRboi.net

রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েত

নাটকের চরিত্র

কোরাস দল
এসক্যালাস, ভেরোনার যুবরাজ
প্যারিস, জনৈক সামন্তযুবক ও যুবরাজের আত্মীয়
মন্তেগু, ক্যাপুলেত — দুই বিবদমান পরিবারের কর্তা
ক্যাপুলেত পরিবারের জনৈক বৃদ্ধ
রোমিও, মন্তেগুর পুত্র
মার্কিউশিও, রোমিওর বন্ধু ও যুবরাজের আত্মীয়
বেনভোল্লো, মন্তেগুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও রোমিওর বন্ধু
টাইবল্ট, ক্যাপুলেতের স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র
ফ্রায়ার লরেন্স, ফ্রায়ার জন — গুহাবাসী যাজক
ব্যালথাসার, রোমিওর ভৃত্য
স্যাম্পসন, গ্রেগরী — ক্যাপুলেত পরিবারের ভৃত্য
পিটার, জুলিয়েতের ধাত্রীর ভৃত্য
এ্যাব্রাহাম, মন্তেগুর ভৃত্য
জনৈক বৈদ্য
তিনজন গায়ক
জনৈক অফিসার
লেডি মন্তেগু, মন্তেগুর স্ত্রী
লেডি ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতের স্ত্রী
জুলিয়েত, ক্যাপুলেতের কন্যা
জুলিয়েতের ধাত্রী
ভেরোনার নাগরিকবৃন্দ, দুই পরিবারের আত্মীয় পরিজনবর্গ, মুখোসনৃত্যকারী, মশালধারী, রক্ষীদল ও প্রহরী

ঘটনাস্থল : ভেরোনা ও মাঞ্চুয়া।

ভূমিকা

কোরাস দলের প্রবেশ

ভেরোনা শহরের সম্ভ্রান্ত ও সমমর্যাদাসম্পন্ন দুটি পরিবারই হলো এই নাটকের ঘটনাস্থল। এক প্রাচীন বিবাদে ও বিদ্বেষে ফেটেপড়া এই দুটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত হয়ে আছে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। পরস্পরের রক্তে বারবার কলঙ্কিত করে এসেছে তাদের হাত। এই দুই বিবদমান পরিবারের মাঝেই একসময় জন্মগ্রহণ করে ভাগ্যবিড়ম্বিত আশাহত দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা, যাদের ভ্রান্তিজনিত এক করুণ দুর্ঘটনা এবং অকালমৃত্যু পরিশেষে অবসান

ঘটায় তাদের সুপ্রাচীন পারিবারিক বিবাদের। তাদের এই মৃত্যু ছাড়া কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি এ বিবাদের অবসান ঘটানো। অকালমৃত্যুর দ্বারা পরিসমাপ্ত ও পরিচিহ্নিত তাদের এই অমর প্রেম আর তার বক্রকুটিল গতি ও পরিণতিই হলো এ নাটকের বিষয়বস্তু যা এখন দুটি ঘণ্টা ধরে মঞ্চস্থ হবে আপনাদের সামনে। নাটকের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে আমরা তা পূরণ করে দেবার চেষ্টা করব আমাদের শ্রম আর সাধনা দিয়ে।

□ প্রথম অঙ্ক □

প্রথম দৃশ্য। ভেরোনা নগর। বারোয়ারীতলা।

ঢাল তরোয়াল হাতে স্যাম্পসন ও গ্রেগরী নামে ক্যাপুলেত পরিবারের দুজন ভৃত্যের প্রবেশ

স্যাম্পসন। দেখ গ্রেগরী, আমি কিন্তু তোমায় বলে দিচ্ছি, আর আমি কয়লা বইতে পারব না। পরের জন্যে যত সব ভূতের বোঝা বইতে পারব না আমি।

গ্রেগরী। না, কিছুতেই না। তাহলে লোকে আমাদের কয়লাখনির লোক বলবে।

স্যাম্পসন। আমি বলতে চাইছি যে আমি খুব রেগে গিয়েছি। এবার আমি আমার অস্ত্র বার করব।

গ্রেগরী। অস্ত্র বার করবে পরে। এখন আপাততঃ জামার কলার থেকে তোমার ঘাড়টা বার কর।

স্যাম্পসন। আমি বিচলিত হলেই খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্র চালিয়ে দিই।

গ্রেগরী। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি রাগই না তা আবার অস্ত্র চালাবে।

স্যাম্পসন। না না তুমি জান না। মন্তেগুবাড়ির একটা কুকুর আমাকে সত্যিই বিচলিত করে তুলেছে।

গ্রেগরী। দেখো যেন বিচলিত হয়ো না। বিচলিত হওয়া মানেই নড়াচড়া করা। যারা সাহসী তারা ত এক জায়গায় খাড়া হয়ে থাকে। নড়েচড়ে না। সুতরাং তুমি বিচলিত হলেই ছুটে পালিয়ে যাবে।

স্যাম্পসন। কী, ও বাড়ির সামান্য কুকুরের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব খাড়া হয়ে! তার চেয়ে আমি মন্তেগুবাড়ির দেওয়াল ভেঙ্গে ওদের অন্ততপক্ষে একজনকে ঘায়েল করবই।

গ্রেগরী। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তুমি দুর্বল। কারণ একমাত্র দুর্বলরাই দেওয়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

স্যাম্পসন। কথাটা সত্যি। মেয়েরা পুরুষদের থেকে বেশী দুর্বল প্রকৃতির বলে তারাই বেশী দেওয়াল খোঁজে। সেইজন্যে আমি মন্তেগুবাড়ির লোক-গুলোকে দেওয়াল থেকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোকে দেওয়ালে ঠেলে ধরব।

গ্রেগরী। কিন্তু মনে রেখো, ঝগড়াটা হচ্ছে আমাদের মালিকদের সঙ্গে। আমরা সামান্য কর্মচারি মাত্র।

স্যাম্পসন। একই কথা হলো। আমি কিন্তু নির্মম প্রতিশোধ নেব। আমি লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করব আর মেয়েগুলোর মাথা কেটে ফেলব।

গ্রেগরী। সেকি! মেয়েগুলোর মাথা কাটবে?

স্যাম্পসন। মেয়েগুলোর মাথা অথবা তাদের সতীত্ব বা শালীনতার মাথা যা খুশি বলতে পার।

গ্রেগরী। তারা তোমার কাছ থেকে যেমন ব্যবহার পাবে সেইভাবে তোমার কথাটাকে নেবে।

স্যাম্পসন। আমি যখন তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াব তখন হাড়ে হাড়ে তারা বুঝবে আমি কে। তবে আমিও ত রক্ত মাংসের মানুষ।

গ্রেগরী। যাকগে তবু ভাল। তুমি মানুষ, মাছ নও। মাছ হলে সাধারণ গোবেচারীর মত ছুটে পালাতে। যাক্ এবার তরবারি খোল। এই দুজন মন্তেগুবাড়ির লোক আসছে।

এ্যাব্রাহাম ও ব্যালথাসার নামে দুজন ভৃত্যের প্রবেশ

স্যাম্পসন। আমার তরবারি মুক্ত আছে। যদি একটা কথা বলবে ত তোমাকে একেবারে ঘরে ঢুকিয়ে দেবো।

গ্রেগরী। তুমি আবার নিজেই পিঠটান দিয়ে ছুটে পালাবে না ত।

স্যাম্পসন। আমাকে যেন ভয় করো না।

গ্রেগরী। তোমাকে ভয় করব!

স্যাম্পসন। ঝগড়াটা ওরাই আগে শুরু করুক। তাহলে আইন আমাদের দিকে থাকবে।

গ্রেগরী। আমি যেতে যেতে ভ্রূকুটি করব। তাতে ওরা যা মনে করে করবে।

স্যাম্পসন। না। আমি ওদের লক্ষ্য করে আমার বুড়ো আঙ্গুল কামড়াব। এটা ওদের পক্ষে অপমানের বিষয়। এ অপমান ওরা সহ্য করে করবে, না করে সাহস থাকে ত এগিয়ে আসবে।

এ্যাব্রাহাম। আপনি কি মশাই আমাদের দিকে চেয়ে বুড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছেন?

স্যাম্পসন। (গ্রেগরীকে চুপি চুপি) কি বুঝছ, আইনত আমরা ঠিক করছি ত? যদি আমি বলি হ্যাঁ?

গ্রেগরী। (স্যাম্পসনকে আলাদাভাবে) না।

স্যাম্পসন। না মশাই, আমি আপনাদের লক্ষ্য করে বুড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছি না। তবে হ্যাঁ, আমি আমার বুড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছি।

গ্রেগরী। আপনারা কি মশাই ঝগড়া করতে চান?

এ্যাব্রাহাম। ঝগড়া? না মশাই, ঝগড়া করতে যাব কেন?

স্যাম্পসন। কিন্তু ঝগড়া যদি চাও ত আমিই হব তোমার প্রতিপক্ষ। আমিও তোমার মতই ঝগড়া কেমন করে করতে হয় তা জানি।

এ্যাব্রাহাম। আমার মত? আমার থেকে বেশী ভাল না?

স্যাম্পসন। আচ্ছা, দেখা যাবে।

বেনভোল্লোর প্রবেশ

গ্রেগরী। (স্যাম্পসনকে আড়ালে চুপি চুপি) বল ওর থেকে ভাল জানি। আমাদের মালিকদের একজন আত্মীয় এইদিকে আসছে।

স্যাম্পসন। হ্যাঁ, তোমার থেকে ভাল জানি।

এ্যাব্রাহাম। তাহলে তুমি মিথ্যা বলছ।

স্যাম্পসন। তাহলে তোমার তরবারি খোল যদি মানুষ হও গ্রেগরী, তোমার আঘাতের বহরটা একবার দেখিয়ে দাও ত। (পরস্পরে লড়াই করতে লাগল) বেনভোল্লো। থাম থাম, বোকা কোথাকার যত সব। (ওদের উৎক্ষিপ্ত তরবারিগুলোকে ঘা দিয়ে নামিয়ে দিল)। যাও সব সরে যাও। অস্ত্র ফেল। তোমরা জান না, তোমরা কি করছ।

টাইবল্টের প্রবেশ

টাইবল্ট। তুমিও দেখছি এইসব বাজে হৃদয়হীন লোকগুলোর কাছে এসে জুটেছ! শোন, ঘুরে দাঁড়াও বেনভোল্লো। তোমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করো।

বেনভোল্লো। আমি ত শান্তি রক্ষা করার চেষ্টা করছি। তোমার অস্ত্র সংবরণ করো।

টাইবল্ট। কী! তরবারি খোলা রেখে তুমি শান্তির কথা বলছ! বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, আমি তোমার কথাকে ঘৃণা করি। আমি নরকের মতই সমস্ত মন্তেগু পরিবার আর তার লোকজন ও তোমাকে ঘৃণা করি। এবার তৈরি হও কাপুরুষ! (লড়াই করতে শুরু করল)

জনৈক অফিসারসহ তিন চারজন নাগরিকের অস্ত্র হাতে প্রবেশ

অফিসার। ওদের মেরে থামাও।

নাগরিকবৃন্দ। ক্যাপুলেতরা নিপাত যাক, মন্তেগুরা নিপাত যাক।

স্ত্রীসহ বৃদ্ধ ক্যাপুলেতের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। ওদিকে গোলমাল কিসের? ওরে কে আছিস আমার তরোয়ালটা দে ত।

লেডি ক্যাপুলেত। তরোয়াল না, ক্রাচ্। তরোয়াল চাইছ কেন?

ক্যাপুলেত। হ্যাঁ হ্যাঁ, তরোয়াল। দেখছ না, বুড়ো মন্তেগু নেমে এসেছে। এসে আমাকে লক্ষ্য করে ছুরি শানাচ্ছে।

স্ত্রীসহ বৃদ্ধ মন্তেগুর প্রবেশ

মন্তেগু। শয়তান ক্যাপুলেত, আমাকে যেতে দাও। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করো না।

লেডি মন্তেগু। আর এক পাও বাড়াবে না। এক পা বাড়ানো মানেই শত্রু বাড়ানো।

দলবলসহ যুবরাজ এসক্যালাসের প্রবেশ

যুবরাজ। রাজদ্রোহী শান্তিবিঘ্নকারী প্রজাবৃন্দ! তোমরা বারবার প্রতিবেশীর রক্তে তোমাদের ইস্পাতনির্মিত অস্ত্র কলঙ্কিত করে অধর্মাচরণ করে এসেছ। তোমরা কি কোনদিন আমার আদেশ মেনে চলবে না? তোমাদের অসঙ্গত ক্রোধের আগুন নেভাতে গিয়ে বারবার তোমরা তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত অমূল্য রক্তের অপচয় করে এসেছ। বারবার মাটিতে অস্ত্র ঠুকে তোমাদের ক্রোধের আতিশয্য প্রকাশ করে এসেছ। এবার আমি তোমাদের আচরণে সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়েছি এবং আমার দণ্ডাজ্ঞা শোন। ক্যাপুলেত ও মন্তেগু পরিবারের মধ্যে একটা ঘরোয়া ঝগড়া সামান্য একটা কথা হতে যার উৎপত্তি, তিন তিনবার এই রাজপথের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে এবং ভেরোনা শহরের সব নাগরিকদের অলঙ্কার ফেলে অস্ত্রচর্চ্চা করতে বাধ্য করেছে। আবার যদি কোনদিন তোমরা এই রাজপথের শান্তি নষ্ট করো তাহলে তারজন্য তোমাদের জীবন দিতে হবে। এখন ক্যাপুলেত আর মন্তেগু ছাড়া অন্য সকলে এখান থেকে চলে যাও। ক্যাপুলেত, তুমি আমার সঙ্গে এস আর মন্তেগু বিকালে ফ্রীটাউনে আমাদের সাধারণ বিচারালয়ে এসে এ ব্যাপারে আমাদের মতামত জেনে যাবে।

(মন্তেগু, তাঁর স্ত্রী আর বেনভোল্লো ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

মন্তেগু। এই পুরনো ঝগড়াটা নতুন করে কে আবার শুরু করল? বল ভাইপো, যখন শুরু হয় তখন তুমি কি ছিলে?

বেনভোল্লো। আমি আসার আগেই আপনাদের ও আপনার প্রতিপক্ষদের চাকরগুলো লড়াই শুরু করে দিয়েছিল। আমি তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম। তখন মুক্ত তরবারি হাতে ক্রুদ্ধ টাইবল্ট এসে হাজির হলো। এসেই তরবারি ঘোরাতে শুরু করে দিল। তারপরে মারামারি, খণ্ডযুদ্ধ। শেষকালে যুবরাজ এসে উভয় পক্ষকে ছাড়িয়ে দিলেন।

লেডি মন্তেগু। আচ্ছা রোমিও কোথায় জান? আমি তবু খুশি যে সে এই ঝগড়ার মধ্যে ছিল না।

বেনভোল্লো। ম্যাডাম, পূবের সোনালী জানালা দিয়ে সূর্যদেব উঁকি মারার ঘণ্টাখানেক আগেই আমি আমার মনটা খারাপ থাকার জন্যে বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এই শহরের পশ্চিম দিকে শিকামুর গাছের তলায় আমি আপনার পুত্রকে বেড়াতে দেখেছিলাম। আমি তার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে আমায় দেখতে পেয়েই আরও গভীর বনের মধ্যে চলে গেল। আমার প্রতি তার ভালবাসার কথা স্মরণ করে তাকে আর অনুসরণ করলাম না। ভালবাসা এমনই জিনিস যখন সবচেয়ে বেশী তা চাওয়া যায় তখন মোটেই তা পাওয়া যায় না। তাই ও যখন আমার কাছ থেকে সরে গেল তখন আমিও ওকে ছেড়ে চলে গেলাম।

মন্তেগু। ওখানে বহুদিন সকালবেলায় ওকে দেখা গেছে। দেখা গেছে ওর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে ঘাসের শিশিরের উপর। মেঘ জমে উঠেছে ওর দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাসের চাপে। কিন্তু বেশীক্ষণ সূর্য পূবদিকে পরিক্রমা করতে না করতেই সূর্যের আলো থেকে সরে এসে আমার পুত্র তার ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেয়। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে দিনের আলোকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখে ঘরের ভিতর এক কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করে কী সব লেখে। আমার ত মনে হয় তার এ মতিগতি ভাল নয়। সৎ পরামর্শের দ্বারা এর কারণ দূর করতে না পারলে এর ফল খারাপ হবে।

বেনভোল্লো। আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি কি এর কারণ কিছু জানেন?

মন্তেগু। আমি এর কারণও জানি না আর তার মতিগতিও বুঝি না।

বেনভোল্লো। আপনি কি এবিষয়ে কোনভাবে তাকে অনুরোধ করেছেন?

মন্তেগু। আমি নিজেও আমার অনেক বন্ধুকে দিয়ে অনুরোধ করেছি। কিন্তু সে অন্য কারো স্নেহশীল পরামর্শ মানতেই চায় না। সে ভীষণ চাপা। কাউকে কোন কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে চায় না। তার মিষ্টি সুগন্ধি পাপড়িগুলোকে বাতাসে মেলে ধরার আগে অথবা সূর্যের কাছে তার সৌন্দর্যকে উৎসর্গ করার আগেই অনেক ফুলের কুঁড়িকে যেমন কত হিংস্র পোকায় কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে, তেমনি রোমিওর গোপন দুঃখটা কী তা জানার বা প্রতিকার করার আগেই তার অন্তরটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

রোমিওর প্রবেশ

বেনভোল্লো। ওই দেখুন, ও আসছে। দয়া করে আপনারা সরে যান। আমি তার আসল দুঃখের কথাটা জানব। অবশ্য সে যদি একান্তই বলতে না চায় ত আলাদা কথা।

মন্তেগু। আশা করি তুমি এখানে থেকে সব কথা শুনে খুশি হবে। চলো। আমরা চলে যাই।

(মিষ্টার মন্তেগু ও তাঁর স্ত্রীর প্রস্থান)

বেনভোল্লো। প্রাতঃ নমস্কার ভাই।

রোমিও। এখনও কি খুব সকাল আছে?

বেনভোল্লো। এই সবেমাত্র ন'টা বাজে।

রোমিও। হা ভগবান, দুঃখের সময় দেখছি কাটতেই চায় না। এখান থেকে যিনি এইমাত্র তাড়াতাড়ি চলে গেলেন উনি কি আমার বাবা?

বেনভোল্লো। হ্যাঁ। উনি তোমার বাবা। জানতে পারি কি কোন দুঃখের জন্যে সময়টাকে তোমার দীর্ঘ মনে হচ্ছে?

রোমিও। যে জিনিস পেলে সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায় তা পাইনি বলেই সময়টাকে দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

বেনভোল্লো। তুমি কি প্রেমে পড়েছ?

রোমিও। প্রেমের মধ্যে পড়িনি, প্রেম থেকে বাদ পড়েছি।
বেনভোল্লো। প্রেম থেকে বাদ? কার প্রেম থেকে?
রোমিও। যাকে ভালবাসি তার প্রসন্নতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।
বেনভোল্লো। সত্যিই ভালবাসা এমনি একটা জিনিস যাকে উপর থেকে খুব শান্ত মনে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তা বড়ই বেদনাদায়ক, বড়ই দুঃসহ।
রোমিও। হায় সেই প্রেম যার ইচ্ছার গতিপ্রকৃতি ঠিকমত না দেখলে উপর থেকে দেখে কত কঠিনই না মনে হয়। এখন বেলা হয়েছে, কোথায় আমরা মধ্যাহ্নভোজন করব? হা ভগবান! এখানে গোলমাল হচ্ছিল কিসের? যাকগে, আমাকে অবশ্য সেকথা বলতে হবে না, আমি আগেই সব শুনেছি। যেখানে যতকিছু গোলমাল সবকিছুর মূলে দেখবে ঘৃণা। একমাত্র ভালবাসার দ্বারাই সব সমস্যার সব গোলমালের অবসান হয়। হায় প্রেম, সমস্ত সৃষ্টির মূলে তুমি। কিন্তু কত পরস্পরবিরোধী গুণের দ্বন্দ্বে তুমি ভরা। কখনো তুমি প্রেমময় ঘৃণা, কখনো ঘৃণাময় ভালবাসা, কখনো বা তুমি গুরুত্বময় লঘুতা, ভয়ঙ্কর অহংকার, কখনো তুমি আপাতসুন্দর কুৎসিত আবার কখনো বা কুৎসিত সুন্দর, কখনো ভারী সীসার লঘু পালক, ধূমপরিবৃত শীতল অগ্নি কখনো বা তুমি অগ্নিগর্ভ উজ্জ্বল ধূম, দুর্বল স্বাস্থ্য, সদাজাগ্রত নিদ্রা, তুমি আসলে যা তা নও। সেই প্রেমই আমি অনুভব করি, কিন্তু বর্তমানে সে প্রেমের ছোঁয়া আমি পাচ্ছি না। তুমি হাসছ, না?
বেনভোল্লো। না ভাই; হাসছি না, আমি বরং কাঁদছি।
রোমিও। কাঁদছ? সেকি! কী জন্য?
বেনভোল্লো। তোমার অন্তরের বেদনায়।
রোমিও। এইটাই হচ্ছে প্রেমের দোষ। আমার দুঃখ ভারী হয়ে আমার বুক চেপে বসে আছে। কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার জন্যে অপমানের জন্যে তুমিও যদি দুঃখ বোধ করো, তাহলে তোমার সে দুঃখ আমার দুঃখকে আরও বাড়িয়ে দেবে। ভালবাসা হচ্ছে এমনই এক ধোঁয়া যা প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস পরিণত হয় জলন্ত আগুনে আর সে আগুনের আলোয় প্রেমিকের চোখ দুটো হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। এই ভালবাসা কোন কারণে অবদমিত হলে প্রেমিকের চোখের জলে সমুদ্র বয়। ভালবাসা হচ্ছে এক স্থিতপ্রজ্ঞ ক্ষিপ্রতা, শ্বাসরোধকারী বিষ, আবার জীবনদায়িনী মধুর ওষধি। এখন বিদায়।
বেনভোল্লো। থাম, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যদি তুমি আমায় এইভাবে ফেলে যাও তাহলে তুমি অন্যায় করবে আমার প্রতি।
রোমিও। দূর! কী বলছ তুমি। আমি নিজেকে নিজে হারিয়েছি। আমি এখন সে রোমিও আর নেই। সে এখন অন্য কোন জায়গায় আছে।
বেনভোল্লো। বল, কার জন্য এত দুঃখ। কাকে তুমি ভালবাস?

রোমিও। বলতে গেলে বুক ফেটে যায়। তুমি কি আমার সেই বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে চাও?

বেনভোল্লো। না, না, আর্তনাদ কেন! তুমি দুঃখের সঙ্গেই বল সে কে।

রোমিও। রুগ্ন মুমূর্ষু কোন লোককে তার উইল করতে বললে যেমন সেকথা খুব কঠোর শোনায় তার কানে তেমনি সে নাম জিজ্ঞাসা করায় আমারও তাই মনে হচ্ছে। বড় দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ভাই, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি।

বেনভোল্লো। আমি ঠিকই ধরেছি। যখনি অনুমান করেছি তুমি কারো প্রেমে পড়েছ তখনি বুঝেছি নিশ্চয় সে হচ্ছে কোন মেয়ে।

রোমিও। তুমি দেখছি, বেশ পাকা তীরন্দাজ। কিন্তু তুমি জান কি, যাকে আমি ভালবাসি সে মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

বেনভোল্লো। এ আর বেশী কথা কি। তুমিও যেমন সুন্দর সেও তেমনি সুন্দরী। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই দুজনের প্রেমে পড়ে গেছ।

রোমিও। কিন্তু ধারণা তোমার ঠিক নয়। প্রেমশরে অত সহজে সে আহত হয় না। সতীত্বের সুদৃঢ় বর্মে সে সুরক্ষিত। প্রেমের দুর্বল শিশুসুলভ শরাঘাতে সে অক্ষত। ভালবাসার মধুর বচনে সে কখনো টলে না। কোন মদির কটাক্ষপাতে সে চঞ্চল হয় না। মুনির মন-টলানো স্বর্ণসম্পদের প্রলোভনে সে প্রলুব্ধ হয় না। সৌন্দর্যের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে সে ঐশ্বর্যবতী। একমাত্র না মরা পর্যন্ত সে ঐশ্বর্য তার ক্ষয় হবে না কোনদিন

বেনভোল্লো। তাহলে কি সে চিরকুমারী থাকবে বলে সে প্রতিজ্ঞা করেছে?

রোমিও। হ্যাঁ, সে প্রতিজ্ঞা করেছে আর এই প্রতিজ্ঞার জন্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে তার সব সৌন্দর্য। সৌন্দর্য যদি ভালবাসার দ্বারা সমৃদ্ধ না হয়, যদি তা কঠোরতার দ্বারা ক্ষীণশুষ্ক হয়ে ওঠে তাহলে সে সৌন্দর্য কখনই স্থায়ী হয় না। মেয়েটি সুন্দরী; কিন্তু খুবই বুদ্ধিমতী, পরিণামদর্শিনী। সে আমায় কোনদিনই সুখী করতে পারবে না। সে আমায় হতাশ করেছে। সে পণ করেছে, জীবনে সে কাউকে ভালবাসবে না। আর তার এই পণ আমায় জীবন্মৃত করে রেখেছে। এবার শুনলে ত আমার কথা।

বেনভোল্লো। আমার কথা শোন। আমার মতে চলো। তার কথা একেবারে ভুলে যাও।

রোমিও। বল ত, কেমন করে আমি ভুলতে পারি তার কথা।

বেনভোল্লো। অকুণ্ঠভাবে ভাল করে অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের চোখে চেয়ে দেখ।

রোমিও। এভাবে তুলনা করলে কিন্তু তার সৌন্দর্য আরও অনুপম মনে হবে। এই চোখ নিয়ে যত সুন্দরীকেই দেখি না কেন, তাকে কালো কুৎসিত বলে মনে হবে। কারণ সেই সুন্দরীর স্মৃতি মনের ভিতর ঠিকই রয়ে যাবে সব সময়। হঠাৎ যদি কোন লোক অন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে তার হারানো দৃষ্টিশক্তির কথা যেমন কখনই ভুলতে পারে না, তেমনি আমিও তার কথা

ভুলতে পারব না। সুন্দরী বলে খ্যাত কোন মেয়েকে আমায় দেখাও, তার সেই সৌন্দর্য শুধু আমায় সেই নিষ্ঠুরা সুন্দরীর কথাই মনে করিয়ে দেবে। যাইহোক বিদায়। কি করে তার কথা ভুলতে পারি তা তুমি আমায় শেখাতে পারবে না।

বেনভোল্লো। আমি বলছি হয় আমি তোমায় শেখাব, না হয় চিরঋণী থেকে যাব তোমার কাছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। রাজপথ।

ক্যাপুলেত, প্যারিস ও ক্যাপুলেতের ভৃত্য ভাঁড়ের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। কিন্তু আমার মত মন্তেগুরও সমান জরিমানা হয়েছে। সেও বাদ যায়নি কোন দিক দিয়ে। আমাদের মত প্রবীণ লোক যাদের ওপর শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তারাই শান্তিভঙ্গ করেছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে জরিমানা এমনকিছু হয়নি।

প্যারিস। আপনারা দুজনেই সম্মানিত ব্যক্তি। এটা দুঃখের বিষয় যে আপনারা এত দীর্ঘ দিন ধরে এক তীব্র বিবাদে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেদের। কিন্তু হুজুর, আমার সেই কথাটার কি হলো?

ক্যাপুলেত। কিন্তু আমি ত তোমার কথার উত্তর আগেই দিয়েছি। আমার মেয়ে এখন সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞা। সে এখনও চোদ্দ বছরে পড়েনি। আরও দুবছর যাক, তবে তাকে বিয়ের যোগ্য বলে মনে করব।

প্যারিস। তার থেকে ছোট মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে এবং তারা সন্তানের মা হচ্ছে স্বচ্ছন্দে।

ক্যাপুলেত। কমবয়সী মেয়েদের সন্তানদেরই কম বয়সে বিয়ে হয়। আমার মেয়ে ছাড়া আমার অন্য কোন সন্তান নেই। আমার জগতে এই সন্তানই আমার একমাত্র আশা ভরসা। প্যারিস, তুমি তাকে শান্ত করো, বুঝিয়ে বল, তার সম্মতি আদায় করো। আমার ইচ্ছা এ ব্যাপারে তার সম্মতির একটা অংশ মাত্র। সে যদি পছন্দ করে মত দেয়, তাহলে আমিও মত দেব। তার সুখেই আমার সুখ। আজ রাত্রিতে আমার বাড়িতে এক ভোজসভার আয়োজন করেছি। সেখানে আমার অনেক প্রিয় অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমি আশা করি, তুমিও তাদের সঙ্গে থাকবে। অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করে তোলে তেমনি আমার দীন দরিদ্র কুটির আজ অসংখ্য উজ্জ্বল অতিথির অভ্যাগমে আলোকিত হয়ে উঠবে। বসন্তের আগমনে খঞ্জ-শীত দূরে পালিয়ে গেলে ও প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হলে তরুণ যুবকেরা যেমন আনন্দ অনুভব করে, তেমনি তুমিও আনন্দ অনুভব করবে আজ আমার বাড়িতে। সবকিছু শুনবে, সবকিছু দেখবে। যদিও তুমি সেখানে অনেক সুন্দরী

সুন্দরী মেয়ে দেখতে পাবে তবু তুমি সত্যিকারের গুণবতী মেয়ে পাবে একটি এবং তুমি তাকেই পছন্দ করবে যে গুণে সত্যি সত্যিই গরীয়সী। এসো, চল আমার সঙ্গে। (ভৃত্যকে একটি কাগজ দিয়ে) ভেরোনা শহরে চলে যাও। এই তালিকায় যাঁদের যাঁদের নাম লেখা আছে তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বলবে তাঁরা যেন আজ আমার বাড়িতে আসেন। (ক্যাপুলেত ও প্যারিসের প্রস্থান)

ভৃত্য। আমাকে তাদেরই খুঁজে বার করতে হবে যাদের নাম এই কাগজে লেখা আছে। যে যেমন মানুষ তার একটা করে নির্দিষ্ট কাজ থাকে! যেমন মুচির কাজ গজকাঠি নিয়ে, দর্জির কাজ কাঠের ছাপ নিয়ে। জেলের কাজ তুলি নিয়ে এবং পটোর কাজ জাল নিয়ে। কিন্তু আমার কাজ হলো তাদের খুঁজে বার করা যাদের নাম এখানে লেখা আছে। কিন্তু কী যে ছাই এতে লেখা আছে কে জানে! আমাকে এখন তাড়াতাড়ি এমন একজন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে যেতে হবে যে এই নামগুলো পড়তে পারবে।

বেনভোল্লো ও রোমিওর প্রবেশ

বেনভোল্লো। একজনের হৃদয়ের জ্বালা থেকে আর একজনের জ্বালার অবসান ঘটে। একজনের অন্তর্বেদনা অন্য একজনের সমবেদনার স্পর্শে অনেকখানি কমে যায়। সুতরাং অন্য একজনের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করো। কত কঠিন দুঃখ অপরের দুঃখবেদনা দেখলে দূরে চলে যায়। সুতরাং তুমিও কোন দুঃখী ব্যক্তির সন্ধান করো। দেখবে তোমারও পুরনো দুঃখের জ্বালা-ময়ী বিষটা কোথায় চলে গেছে।

রোমিও। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তোমার সহানুভূতিরূপ কলাপাতার প্রলেপটা সত্যিই চমৎকার।

বেনভোল্লো। কীসের জন্য চমৎকার।

রোমিও। তোমার ফাটা চামড়ার জন্য।

বেনভোল্লো। রোমিও, তুমি কি পাগল হলে নাকি?

রোমিও। পাগল হইনি, কিন্তু পাগলাগারদে আবদ্ধ প্রহৃত উৎপীড়িত কোন পাগলের থেকে বেশী জ্বালা ভোগ করছি। চলি নমস্কার ভাই।

ভৃত্য। নমস্কার স্যার। আমার একটা কথা শুনুন। আপনি কোন লেখা পড়তে পারেন?

রোমিও। আমার নিজের ভাগ্যেই এখন দুঃখের দশা চলছে।

ভৃত্য। আমার মনে হয় আপনি বই না পড়েই ভাগ্যের দশা দেখতে শিখেছেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আপনি কোন কিছু দেখামাত্র পড়তে পারেন?

রোমিও। তা পারব না কেন, তবে অক্ষর আর ভাষা যদি বুঝতে পারি।

ভৃত্য। সত্যি করে বলুন। তা না হলে আমি চললাম, আপনি সুখে থাকুন।

রোমিও। থাম থাম। আমি পড়তে পারি। (ভৃত্যের হাত থেকে কাগজটি নিয়ে নামের তালিকাটি পড়তে লাগল) সিনিয়র মার্তিনোর, তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা; কাউন্টি এ্যানসেমি ও তাঁর সুন্দরী বোনেরা; লর্ড ডাক্রভিওর বিধবা স্ত্রী; সিনিয়র প্ল্যাকেনশিও ও তাঁর সুন্দরী ভাইঝিরা; মার্কিউশিও আর তাঁর ভাই ভ্যালেন্তাইন; আমার কাকা ক্যাপুলেত, তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা; আমার সুন্দরী ভাইঝি রোজালিন ও লিডিয়া, ভ্যালেন্তাইন আর খুড়তুতো ভাই টাইবল্‌ট, লুশিও ও সুন্দরী হেলেনা। বেশ চমৎকার সভানুষ্ঠান। (কাগজটি ভৃত্যের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে) কোথায় তাঁরা আসবেন?

ভৃত্য। উপরে।

রোমিও। সে আবার কোথা?

ভৃত্য। নৈশভোজনের জন্য আমাদের বাড়িতে।

রোমিও। কার বাড়িতে?

ভৃত্য। আমার মনিবের।

রোমিও। ওই নামটা আমার আগেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

ভৃত্য। এখন আমি আপনি জিজ্ঞাসা না করলেও বলব। আমার মনিব হচ্ছেন বিরাট ধনী ক্যাপুলেত। যদি আপনি মন্তেগু পরিবারের কেউ না হন, তাহলে আমি অনুরোধ করছি, আপনি চলে আসবেন। যেমন হোক এক পাত্র মদ পাবেন। আচ্ছা চলি। (প্রস্থান)

বেনভোল্লো। আজকের এই অভিজাত নৈশভোজে তুমি যাকে এত ভালবাস সেই রোজালিনও ভেরোনার অন্যান্য প্রশংসাধন্য সুন্দরীদের সঙ্গে যোগদান করবে। সেখানে তুমিও চল। সেখানে আমি যাদের দেখাব তাদের মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তুমি দেখবে। তাদের মুখের সঙ্গে তোমার প্রেমাস্পদের তুলনা করে দেখবে তুমি যাকে রাজহংসী বলে মনে করো, আসলে সে একটি কুৎসিত কাক।

রোমিও। দেখ, আমার চোখের একটা ধর্ম আছে। সে ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে তা যদি মিথ্যাচরণ করে তাহলে আমার চোখের সব জল আগুন হয়ে উঠবে। যারা প্রেমের জন্য চোখের জলে ডুবতে পারে তারা কখনো মরে না। কিন্তু যারা পরিষ্কার ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে অর্থাৎ প্রেমের প্রকৃত ধর্ম থেকে সরে যায় তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত। আমার প্রেমাস্পদের থেকে বেশী সুন্দরী? কী বলছ তুমি! যে সর্বদর্শী সূর্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবীর সব কিছুকে দেখে আসছে সেই সূর্যও আমার প্রেমাস্পদের তুলনীয় কোন মেয়েকে আজও দেখতে পায়নি।

বেনভোল্লো। বাঃ, তুমি আর কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখনি বলেই তাকে এত সুন্দরী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার তুলনা সে নিজেই। কিন্তু আজকের ভোজসভায় আমি যেসব সুন্দরী কুমারীদের দেখাব তাদের সঙ্গে তোমার

প্রেমাস্পদকে ভাল করে তুলনা করে দেখবে তুমি যতটা ভাল মনে করো, ততটা ভাল সে মোটেই নয়।

রোমিও। আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু সেরকম দৃশ্য আমি দেখতে চাই না। আমি শুধু আমার প্রেমাস্পদের রূপের ঐশ্বর্য প্রাণভরে উপভোগ করতে চাই। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ক্যাপুলেতের বাড়ি।

লেডি ক্যাপুলেত ও ধাত্রীর প্রবেশ

লেডি ক্যাপুলেত। ধাত্রী, আমার মেয়ে কোথায়? তাকে ডেকে নিয়ে এসো ত।

ধাত্রী। আমি তাকে আসতে বলেছিলাম। এতবড় বারো বছরের মেয়ে হলো, কিন্তু কী শান্ত! ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখুন, মেয়েটা গেল কোথায়? কই, জুলিয়েত?

জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। আমায় কে ডাকছে?

ধাত্রী। তোমার মা।

জুলিয়েত। মা আমি এখানে। তুমি কি চাইছ?

লেডি ক্যাপুলেত। বলছি, ধাত্রী তুমি কিছুক্ষণের জন্য একবার এখান থেকে যাও। আমরা গোপনে কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। পরে তুমি অবশ্য ফিরে আসবে। আমাদের আলোচনার সময় তোমায় উপস্থিত থাকতে হবে। তুমি আমার মেয়েকে ছোট থেকে জান।

ধাত্রী। জানি মানে! তাকে তার জন্ম মুহূর্ত হতেই জানি।

লেডি ক্যাপুলেত। তার বয়স মোটেই চৌদ্দ নয়।

ধাত্রী। ও যদি চৌদ্দ বছরের হয় তাহলে আমার চৌদ্দটা দাঁত আমি ফেলে দেব। অবিশ্যি, চারটের বেশী দাঁত আমার নেই। সে মোটেই চৌদ্দ বছরে পড়েনি। ১লা আগষ্ট কবে?

লেডি ক্যাপুলেত। একপক্ষকালের থেকে কিছু বেশী।

ধাত্রী। সে যাইহোক, ১লা আগষ্টের আগের দিন সে চৌদ্দ বছরে পা দেবে। সুসান আর ও ছিল সমবয়সী। সুসান এখন স্বর্গলাভ করেছে। ঈশ্বর সব মৃত আত্মার মঙ্গল করুন। সুসান ত আমার কোন কাজে এল না। কিন্তু আমি ত আগেই বলেছি, জুলিয়েত ১লা আগষ্টের আগের দিন রাত্রে চৌদ্দ বছরে পড়বে। আর ঐদিন তার বিয়েও হবে। আমার সব মনে আছে। ভূমিকম্প হয়েছিল আজ হতে ঠিক এগার বছর আগে। ও তখন সবেমাত্র মাই ছেড়েছে। বছরের অন্য সব দিনের মধ্যে সে দিনটার কথা আমি কখনো ভুলবো না। আমি সেদিন আমার স্তনের বোঁটায় নিমের প্রলেপ দিয়ে পায়রা ঘরের পাশে বসে রোদ পোয়াচ্ছি, আপনি ও আমাদের কর্তাবাবু

সেদিন মাঞ্চুয়ায় ছিলেন। আমার সব মনে আছে। স্তনের বোঁটায় নিমের স্বাদ পেয়ে বেচারী মুখটা বিকৃত করে থু থু করতে লাগল। আমি তা দেখে হেসে খুন। এমন সময় হঠাৎ পায়রা ঘরটা দুলে উঠল। আমি তখন পালাতে পথ পাই না। সেদিন থেকে এগার বছর কেটে গেছে। ও তখন দাঁড়াতে শিখেছে। না না, ও তখন ছুটে বেড়াতে শিখেছে। তার এ কদিন আগে ও একবার উপুর হয়ে পড়ে যাওয়ায় ওর ভ্রূটা কেটে যায়। আমার স্বামী তখন ওকে কোলে তুলে নেয়। আমার স্বামী খুব রসিক লোক ছিল; ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। আমার স্বামী ওকে বলল, তুমি উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে, কেন চিৎ হয়ে পড়তে পারলে না, তোমার ত বেশ বুদ্ধি হয়েছে। তারপর আবার ওকে বলল, কি জুলি, আমার বউ হবে? তখন নিতান্ত শিশু, ওসব ঠাট্টা বোঝে না, তাই কাঁদতে লাগল। শুধু বলল, এ্যাঁ! আমি যদি হাজার বছর বাঁচি তাহলেও সেদিনকার কথা ভুলতে পারব না। লোকটা আবার বলতে লাগল, তুই কি আমায় বিয়ে করবি না জুলি? কিন্তু বোকা মেয়েটা কুঁকড়ে উঠে শুধু বলল, এ্যাঁ।

লেডি ক্যাপুলেত। খুব হয়েছে। জোড়হাত করছি। চুপ কর দেখি।

ধাত্রী। আচ্ছা মা, চুপ করছি। কিন্তু সেকথা মনে করে হাসি থামাতে পারছি না কিছুতেই! যতবারই আমার স্বামী ওকে ওই কথা বলতে থাকে ও ততই 'এ্যাঁ' 'এ্যাঁ' করে বিড়বিড় করে কাঁদতে থাকে। মুরগীর বাচ্চাকে ঢিল ছুঁড়ে জোর আঘাত করলে যেমন চেঁচায় ও ঠিক তেমনি করে চেঁচাতে লাগল। তবুও লোকটা ওকে বলতে লাগল, কিরে! উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লি? কেন, তোর ত বয়েস হয়েছে। চিৎ হয়ে পড়তে পারলি না! কিরে জুলি, আমায় বিয়ে করবি না? জুলি তখন 'এ্যাঁ' বলে কুঁকড়ে উঠল।

জুলিয়েত। আমার কথা শোন ধাইমা। তুমিও একবার তেমনি করে কুঁকড়ে ওঠ।

ধাত্রী। চুপ কর দেখি। এই আমি করলাম। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন। আজ পর্যন্ত আমি যত ছেলেকে মানুষ করেছি তুই ছিলি তাদের সবার থেকে সুন্দরী। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোর বিয়েটা দেখে যেন মরতে পারি। আমার আশা যেন পূরণ হয়।

লেডি ক্যাপুলেত। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিয়ের কথাই বলতে এসেছি। আচ্ছা বাছা জুলিয়েত, বল দেখি বিয়ের ব্যাপারে তোর মত কি?

জুলি। এটা এমনই একটা বড় ব্যাপার, সম্মানের ব্যাপার যার কথা আমি এখনো পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবিনি।

ধাত্রী। সম্মানের ব্যাপার! এসব বড় বড় কথা শিখলি কোথা? আমি যদি শুধু ধাইমা না হতাম তাহলে বলতাম, তুই কি মাইদুধ খাবার সময় সব জ্ঞানরসটুকুও পান করে ফেলেছিস?

লেডি ক্যাপুলেত। থাকগে, এখন বিয়ের কথাটা ভেবে দেখ। এই ভেরোনা শহরে তোমার থেকে ছোট বড়ঘরের কত মেয়ে বিয়ের পর ছেলের মা হয়ে বসেছে; হিসেব করে দেখেছি। তোমার মত বয়সে আমিই তোমার মা হয়েছিলাম; অথচ তুমি এখনো কুমারী রয়ে গেছ। যাই-হোক, সংক্ষেপে আমার কথাটা বলছি: বীর সাহসী যুবক প্যারিস প্রণয়ী হিসেবে তোমার পাণিপ্রার্থী।

ধাত্রী। সত্যিকারের মানুষের মত একটা মানুষ বাছা। সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা মানুষ। দেখে মনে হবে গোটা মানুষটা মোম দিয়ে তৈরি।

লেডি ক্যাপুলেত। ভেরোনা শহরে কোন বসন্তে এমন এক সুন্দর ফুল কখনো ফোটেনি।

ধাত্রী। না তা সত্যিই ফোটেনি। ও সত্যি সত্যিই একটা ফুল। একটা আস্ত ফুল।

লেডি ক্যাপুলেত। কী বলছ তুমি? তুমি কি প্যারিসকে ভালবাসতে পারবে? আজকের ভোজসভাতেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। আজ প্যারিসের সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে কত আনন্দ পাবে। মনে হবে সৌন্দর্যের অক্ষরে কত আনন্দের বাণী লেখা আছে। প্রতিটি বিবাহিত দম্পতির সঙ্গে কথা বলে দেখ। দেখবে, তারা একে অন্যকে কত তৃপ্তি কত আনন্দ দান করছে। প্রেমের মূল্যবান গ্রন্থে যেসব কথা লেখা নেই অথবা দুর্বোধ্য রয়ে গেছে, সেসব কথা প্যারিসের চোখের কোণে কোণে পরিষ্কার-ভাবে লেখা আছে দেখবে। প্রেমের গ্রন্থের সীমা পরিসীমা আছে; কিন্তু সত্যিকারের প্রেমিকের প্রেমের কোন সীমা নেই। প্যারিস হচ্ছে এমনি এক প্রেমিক। কোন এক মূল্যবান গ্রন্থকে সোনার মলাটে বাঁধালে যেমন সে গ্রন্থের শোভা আরো বেড়ে যায়, সমুদ্রে মাছ থাকলে যেমন সে মাছের গৌরব বেড়ে যায়, তেমনি এক সুন্দর বস্তুর সঙ্গে অন্য এক সুন্দর বস্তু মিশলে তাদের উভয়েরই শোভা বেড়ে যায়। সুতরাং প্যারিসের সৌন্দর্যের সঙ্গে তোমার সৌন্দর্য মিশলে তোমার গৌরব কিছুমাত্র কমবে না; বরং তা বেড়েই যাবে।

ধাত্রী। না, মোটেই কমবে না; বরং বাড়বে। পুরুষের গৌরবে নারীর গৌরব বাড়ে।

লেডি ক্যাপুলেত। তুমি তাহলে সংক্ষেপে বল। প্যারিসের ভালবাসা কি তুমি পছন্দ করো?

জুলিয়েত। আমি তাকে দেখব। দেখে যতটুকু পছন্দ হয় হবে। তুমি বলছ বলেই আমি দেখব। এর বেশী তৎপরতা আমি দেখাব না, এ বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি আমি করব না।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা, অতিথিরা সব এসে গেছে। খাবার দেওয়া হয়েছে। আপনারা চলুন। দিদিমণিকে ডাকছে। রাঁধুনিরা ধাইমাকে গালাগালি করছে। তারা হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে দেরি হচ্ছে বলে। আপনারা না গেলে আমি যেতে পারছি না। আপনারা তাড়াতাড়ি সোজা সেখানে চলুন।

লেডি ক্যাপুলেত। তুমি চল, আমরা যাচ্ছি। (ভৃত্যের প্রস্থান)

ধাত্রী। যাও বাছা, সুখের রাত্রি যেন সুখেই শেষ হয়।

চতুর্থ দৃশ্য। রাজপথ।

পাঁচ ছয় জন মুখোসধারী ও মশালবাহকের সঙ্গে রোমিও, মার্কিউশিও ও বেনভোল্লোর প্রবেশ

রোমিও। আচ্ছা তুমি কি বল, অজুহাত দেখাবার জন্য আমাদের তরফ থেকে আমরা কি প্রথমে কিছু বলব, নাকি আমাদের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই?

বেনভোল্লো। আজকালকার দিনে এ ধরনের বেশী কথা বলার রীতি নেই। প্রেমের ব্যাপারে অনাবশ্যকভাবে কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করব না। প্রেমের ফুলশরের তীক্ষ্ণতাকে কোন রং দিয়ে রঙীন করতে যাব না। তবে আবার প্রবেশ করার সময় ভূমিকাস্বরূপ আমরা যে কিছুই বলব না তাও নয়, অনভিজ্ঞ অভিনেতার মত আমরা আমতা আমতা করব না। আসল কথা মেয়েরা যা যা করবে আমরাও তাই করব। তাতে ওরা আমাদের দেখে যা মনে করে করবে।

রোমিও। আমাকে একটা মশাল দাও। আমি আগে আগে দেখাব। এ সব নাচ-টাচ আমার দ্বারা হবে না, কারণ আমি ওজনে ভারী আছি।

মার্কিউশিও। না রোমিও, আমরা তোমাকে নাচাবই।

রোমিও। আমি পারব না। তোমাদের জুতোগুলো নাচের উপযুক্ত, তলাগুলো হালকা। কিন্তু আমার জুতোর তলায় ভারী শীষে আছে। সুতরাং খুব সহজে আমি পা ফেলতে পারব না।

মার্কিউশিও। তুমি হচ্ছ একজন প্রেমিক। প্রেমের দেবতার কাছ থেকে ডানা ধার কর। সবাইকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যাও।

রোমিও। প্রেমের ফুলশরে আমি এমনি জর্জরিত যে আমি হালকা ডানা পেলেও বেশী দূরে উড়তে পারব না। প্রেমজনিত দুঃখের গুরুভারে আমি ডুবতে বসেছি।

মার্কিউশিও। না না ডুবো না। প্রেমের গুরুভারের চাপে ডুবতে গিয়ে তুমি প্রেমকেই পীড়িত করে তুলবে। প্রেমের মত একটি সুকোমল জিনিসের পক্ষে এ পীড়া সহ্য করা নিতান্তই কঠিন।

রোমিও। প্রেম সুকোমল জিনিস? প্রেম হচ্ছে বড় কঠিন, কর্কশ, অভদ্র ও

গোলমেলে জিনিস। এই প্রেম কখনো কখনো কাঁটার মত বেঁধে।

মার্কিউশিও। প্রেম যদি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তুমিও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে। প্রেম যদি তোমায় কাঁটার মত বেঁধে তাহলে তুমিও তাকে কাঁটার মত বিঁধবে। দ্বন্দ্বে পরাস্ত করবে প্রেমকে। আমায় এবার একটা মুখোস দাও, মুখটা ঢেকে নিই। (মুখোস পরে) এবার তুমিও যেমন আমিও তেমনি। এবার আর আমি কাউকে ভয় করছি না। আমায় দেখে কে কেমন মুখের ভাব করছে তা দেখে আর আমি লজ্জা পাব না। লজ্জা যদি পায় ত আমার মুখোসের উপর আঁকা ভ্রূজোড়াটাই পাবে।

বেনভোল্লো। চল এবার, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ো। ভিতরে ঢুকেই সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে।

রোমিও। আমাকে একটা মশাল দাও। নাচ গান ও হৈ চৈ করে ওরা আনন্দ পাক। আমি শুধু মশাল বইব। এমন মজার খেলা কখনো দেখিনি। আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। আমি একেবারে গেলাম।

মার্কিউশিও। না না, গেলে হবে না। প্রেমের কাদায় আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে হাবুডুবু খেলেও তোমাকে আমরা টেনে তুলে আনব। চল, শুধু শুধু আলো জ্বলছে।

রোমিও। না, না, তুমি ভুল বলছ।

মার্কিউশিও। আমি যা বলছি তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমি বলছি দেরির কথা। দেরি হলেই শুধু শুধু আলোয় তেল পুড়বে। আমরা পাঁচজনে মিলে পাঁচজনের বুদ্ধিতে এটা ঠিক করেছি যে আমরা ওখানে যাব।

রোমিও। আমরা এই মুখোস নৃত্যে যাবার ঠিক করেছি বটে, কিন্তু ওখানে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

মার্কিউশিও। কি জন্য, প্রশ্ন করতে পারি কি?

রোমিও। গতরাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

মার্কিউশিও। স্বপ্ন আমিও একটা দেখেছি।

রোমিও। তোমার স্বপ্নটা কি শুনি?

মার্কিউশিও। স্বপ্নের সব কথাই মিথ্যা।

রোমিও। বিছানায় ঘুমোতে ঘুমোতে কেউ যদি কোন স্বপ্ন দেখে তাহলে তা সত্যি হয়।

মার্কিউশিও। তাহলে আমি যদি বলি রাণী ম্যাব তোমার কাছে এসেছিল। রাণী ম্যাব হলো পরীদের ধাত্রী এবং তার আকার জমিদারের আংটির ওপরে গাঁথা পাথরের থেকে বড় না। তার সঙ্গে ছিল একদল ক্ষুদে ক্ষুদে পরী যারা ঘুমন্ত মানুষদের নাকগুলোর কাছে ঘুরে বেড়ায়। আঁশফলের শূন্য খোলা দিয়ে তৈরি তার রথ। মাকড়সার পা দিয়ে তৈরি তার রথের চাকার

পুটগুলো। সে রথের ছাউনিটা গঙ্গাফড়িং-এর ডানা দিয়ে ঢাকা। চাঁদের তরল আলো দিয়ে ঘেরা এই রথখানির সারথি হচ্ছে একটি ধূসর রঙের মশা। আর মাকড়সার জালের সুতোগুলো যেন সে রথের ঘোড়া। এই মশাটি এত ছোট যে একটি অতি ছোট পোকার প্রায় অর্ধেক। এই রথে চড়ে রাণী ম্যাব রাত্রির পর রাত্রি ধরে একের পর এক ঘুমন্ত প্রেমিকদের মাথার ভিতর ঘুরে বেড়ায় আর ঠিক তখনি তারা প্রেমের স্বপ্ন দেখে। সভাসদদের হাঁটুতে গিয়ে রাণী ম্যাব বসলেই তারা সম্মানের স্বপ্ন দেখে; আইনব্যবসায়ীদের আঙুলের উপর বসলে তারা স্বপ্ন দেখে টাকার; মহিলাদের ঠোঁটের উপর বসলে তারা স্বপ্ন দেখে চুম্বনের; কিন্তু তাদের নিঃশ্বাসে মিষ্টির গন্ধ পেয়ে রাণী ম্যাব রেগে গিয়ে তাদের ঠোঁটে ক্ষত করে। কখনো রাণী ম্যাব সভাসদদের নাকের ভেতর ঘোরাফেরা করে আর ঠিক তখনি তারা সফল প্রণয় আর পরিণয়ের স্বপ্ন দেখে। আবার কখনো বা কোন ঘুমন্ত যাজকের নাকের কাছে গিয়ে শুয়োরের লেজটা নাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে সে যাজক কিছু না কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে। কখনো বা কোন সৈনিকের ঘাড়ের উপর গিয়ে বসে আর সে সৈনিক স্প্যানিশ ব্লেড প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে বিদেশী শত্রুদের গলাকাটার স্বপ্ন দেখে। কখনো বা কোন ঘুমন্ত সৈনিকের কানের কাছে ঢাক বাজাতেই সেই সৈনিকটি চমকে উঠে পড়ে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রার্থনা করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই হচ্ছে রাণী ম্যাব যে রাত্রিকালে ঘোড়ার কেশর আর যতসব মায়াময় ও দুর্গন্ধময় চুলের জট পাকিয়ে বেড়ায়; সেইসব চুলের জট যদি একবার খোলা হয় তাহলে তা বহু লোকের দুর্ভাগের কারণ হয়। এক আশ্চর্য ব্যাগের মধ্যে সেইসব জটপাকানো চুলগুলো ভরে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে রাত্রিবেলায় ঘুমন্ত কুমারী মেয়েদের ওপর সেই ব্যাগটা দিয়ে চাপ দেয় রাণী ম্যাব। তাদের কেমন করে সন্তান ধারণ করতে হয় প্রথমে তাই শেখায়। সব দিক দিয়ে আদর্শ মহিলা হতেও তাদের শেখায়। এই হচ্ছে—

রোমিও। থাম থাম মার্কিউশিও। তোমার কথার কোন অর্থই হয় না।

মার্কিউশিও। সত্যিই, আমি বলছি সেইসব স্বপ্নের কথা যা হচ্ছে যত সব অলস মনের সৃষ্টি। অলীক কল্পনাই যাদের উৎপত্তির মূলে। যে বাতাস চঞ্চল এবং নিয়ত গতিপরিবর্তনশীল, যে বাতাস এই দেখছ উত্তরাঞ্চলের তুষারাচ্ছন্ন বুকের উপর খেলা করে বেড়াচ্ছে, আবার পরক্ষণেই যা রেগে গিয়ে পালিয়ে শিশিরসিক্ত দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে, সেই বাতাসের থেকেও হালকা আর চঞ্চল হচ্ছে মানুষের স্বপ্নগুলো।

বেনভোল্লো। যে বাতাসের কথা তুমি বলছ, সেই বাতাসই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। এখন নৈশভোজন শেষ হতে চলেছে, আমাদের সেখানে যেতে খুবই দেরি হয়ে গেল।

রোমিও। আমার ভয় হচ্ছে আমরা বোধহয় অনেক আগে এসে পড়েছি। কিন্তু আসন্ন এক অশুভ পরিণামের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমার মন। আজকের এই আনন্দচঞ্চল রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে সেই ভয়াবহ পরিণামের দিন। আর তার ফলে অপরিহার্য অকালমৃত্যু এসে আমার বুক থেকে আমার এই তুচ্ছ জীবনকে নিয়ে যাবে ছিনিয়ে। কিন্তু কোন উপায় নেই, যিনি অলক্ষ্যে থেকে আমার জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাঁরই ইচ্ছায় চলবে আমার জীবনতরী। আনন্দপিপাসু ভদ্রমহোদয়গণ চলুন দেখি।

বেনভোল্লো। দরজায় করাঘাত কর। ঢাক বাজাও।

(এই অবস্থায় তাদের মঞ্চে প্রবেশ ও মঞ্চ থেকে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। ক্যাপুলেতের বাড়ি।

মুখোসধারী নর্তক ও তোয়ালে সহ ভৃত্যের প্রবেশ

প্রথম ভৃত্য। পটপ্যান কোথায়? কাপ ডিশ সরাতে মোটেই সে সাহায্য করছে না আমাদের। সে শুধু খাবার টেবিলের চাদর সরাতেই ব্যস্ত। তাও আবার ছিঁড়ে ফেলেছে চাদরটা।

দ্বিতীয় ভৃত্য। একটা বা দুটো লোকের উপর যখন সবকিছু করার ভার থাকে, আর তার উপর যদি সেই হাত আবার এঁটো থাকে তাহলে এইরকমই হয়।

প্রথম ভৃত্য। যাও এগুলো সব সরিয়ে নিয়ে যাও। প্লেটের দিকে নজর দাও। তবে হ্যাঁ, যদি একটুকরো মার্চপেন সন্দেশ পাও ত আমাকে দিও। আর তুমি যখন আমায় ভালবাসো তখন সুশান, গ্রিগুস্টোন, নেল, এ্যান্টনি ও পটপ্যানকে পাঠিয়ে দাও।

দ্বিতীয় ভৃত্য। আচ্ছা বাছা। সে হবে এখন।

প্রথম ভৃত্য। বড় ঘরে তোমায় ডাকছে। তোমার খোঁজ পড়েছে সেখানে।

তৃতীয় ভৃত্য। আমরা একই সঙ্গে এখানে আর সেখানে দু জায়গায় থাকতে পারি না। নাও, ফুর্তি করে কাজ করো। তাড়াতাড়ি করো।

অতিথি ও ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে ক্যাপুলেতের প্রবেশ ও মুখোসধারী নর্তকদের নিকট গমন।

ক্যাপুলেত। স্বাগত ভদ্রমহোদয়গণ! যেসব মহিলাদের পায়ে ঘুঙুর নেই তাঁদের নাচের জন্য একজন করে সহকারী দেওয়া হবে। আচ্ছা মাননীয় মহিলাবৃন্দ, আপনাদের মধ্যে কারা কারা নাচবেন না জানতে পারি কি? আমি জোর করে বলতে পারি যিনি সুন্দরী তাঁর পায়ে নিশ্চয়ই ঘুঙুর বাঁধা আছে। আমি আপনাদের কাছে যাব? সুস্বাগতম মাননীয় অতিথিবৃন্দ। শুধু আজ নয়। এর আগে কতদিন আমি মুখোস পরে কত নাচ নেচেছি।

সেকথা আমি মহিলাদের কানে কানে শ্রুতিমধুর করে বলতে পারি। সে-সব কথা আজও আমার মনে আছে। সেদিন চলে গেছে। আবার স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় ভদ্রমহোদয়দের। বাজিয়েরা চলে এসো, তোমরা বাজাতে শুরু করো। এই সরে যাও, ওদের জায়গা করে দাও। মেয়েরা, নাচতে শুরু করো। (গীত বাদ্যসহ নৃত্য)

এই কে আছ। আরো আলো আনো। টেবিলটা একটু সরিয়ে নিয়ে যাও। ঘরের আগুনটা নিবিয়ে দাও। ঘরটা এমনিতেই খুব গরম হয়ে গেছে। আমরা কিছুই নজর দিইনি। তবু খেলাটা জমেছে ভাল। বস বস ক্যাপুলেত ভায়া। মনে পড়ে, অতীতে কতবার তোমার সঙ্গে আমি নেচেছি। মনে আছে, শেষ তোমার সঙ্গে কবে মুখোস নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছি?

দ্বিতীয় ক্যাপুলেত। তোমার যখন বিয়ে হয় অর্থাৎ আজ হতে তিরিশ বছর আগে।

ক্যাপুলেত। কী বলছ! না না। অত হবে না। নিউকেনশিওর বিয়ের সময়। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। আমরা দুজনে তোমায় আমায় তখনি মুখোসনৃত্য নেচেছিলাম। পেন্টিকণ্ট, যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস। দ্বিতীয় ক্যাপুলেত। পঁচিশ বছর কি বলছ! আরো বেশী হবে। নিউকেনশিওর ছেলের বয়সই হলো তিরিশ।

ক্যাপুলেত। এ কথা জোর করে বলতে পার তুমি? গত দু বছর আগেও তার ছেলে ছাত্র ছিল।

রোমিও। (কোন এক ভৃত্যকে) ঐ যে একজন নাইটের হাত ধরে একজন মহিলা বসে রয়েছেন, উনি কে বলতে পার?

ভৃত্য। আমি জানি না মশাই।

রোমিও। আহা দেখ দেখ, তার সৌন্দর্য কত উজ্জ্বল। যে সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা জলন্ত মশালকেও হার মানিয়ে দিয়েছে, উজ্জ্বলতর হবার জন্য শিক্ষা দিচ্ছে তাকে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন অন্ধকার রাত্রির কপোলতলে ঝুলতেথাকা একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, সে যেন কোন কৃষ্ণকায় ইথিওপিয়াবাসীর কানের তলায় দুলতেথাকা এক অমূল্য রত্ন। অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের মাঝখানে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন এক ঝাঁক কালো কাকের মাঝে একটি তুষারশুভ্র কপোত। নাচ হয়ে গেলে ও কোথায় যায় আমি লক্ষ্য রাখব। তারপর ওর হাত স্পর্শ করে আমার এই কর্কশ হাত দুটোকে ধন্য করব। হে আমার অন্তরাত্মা, তুমি কি এখনো অন্য কাউকে ভালবাস? যদি তা বেসে থাক তা ত্যাগ করো। এই সুন্দর দৃশ্য প্রাণভরে দেখ। আমি জীবনে কখনো এমন প্রকৃত সুন্দরী দেখিনি, আজ রাতে যা দেখলাম।

টাইবল্‌ট। গলার স্বরে বেশ বোঝা যাচ্ছে এ একজন মন্তেগু পরিবারের লোক।

এই কে আছিস, আমায় একটা দুইদিকে ধারওয়ালা তরবারি এনে দে। দেখি কোন সাহসে ঐ ক্রীতদাসটা মুখোস পরে লুকিয়ে আমাদের এই ভোজসভাকে অপবিত্র করার জন্য এসেছে। ওকে যদি হত্যা করি তাহলেও কোন অপরাধই হবে না আমার।

ক্যাপুলেত। কী, আমাদের বংশের লোক হয়ে এত রাগারাগি করছ কেন?

টাইবল্‌ট। পিতৃব্য, এ হচ্ছে মন্তেগু পরিবারের লোক, আমাদের শত্রু। একটা আস্ত শয়তান ও। ওর ঘৃণার গরল দিয়ে আমাদের এই দরিদ্র ভোজসভাকে বিষাক্ত করে দেবার জন্য ও লুকিয়ে এসেছে এখানে।

ক্যাপুলেত। আচ্ছা রোমিও, একথা কি ঠিক?

টাইবল্‌ট। হ্যাঁ, ও হচ্ছে সেই শয়তান রোমিও।

ক্যাপুলেত। শান্ত হও, শান্ত হও ভাই। ওকে একা থাকতে দাও। এসেছে যখন, ওর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করো। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, ওর মত একজন গুণবান ও শান্ত প্রকৃতির যুবক ভেরোনা নগরীর পক্ষে গর্বের বস্তু। এই নগরীর সমস্ত সৌন্দর্যের বিনিময়েও আমি আমার বাড়িতে তার কোনরকম অপমান হতে দেব না। সুতরাং ধৈর্য ধরো। তার দিকে নজর দিও না। এটাই আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রতি তোমার যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে ভ্রূকুটি পরিহার করে শান্ত হয়ে থাক, কারণ তোমার এই অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ আচরণ আমাদের এই ভোজসভার পক্ষে একান্তপক্ষে দৃষ্টিকটু।

টাইবল্‌ট। শয়তান যেখানে অতিথি সেজে আসতে পারে সেখানে আমার আচরণ মোটেই অসঙ্গত নয়। আমি তাকে কোনক্রমেই সহ্য করব না।

ক্যাপুলেত। তাকে সহ্য করতেই হবে। কী বলতে চাইছ বাছা, আমি বলছি তাকে সহ্য করতেই হবে। যাও, তুমি নিজের কাজে যাও। এ বাড়ির কর্তা তুমি, না আমি যে তুমি বলছ তাকে তুমি সহ্য করতে পারবে না। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। আমার অতিথিদের মাঝখানে তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করে অশান্তির সৃষ্টি করতে চাও? তুমি ত বেশ ছোকরা!

টাইবল্‌ট। কী বলছ তুমি পিতৃব্য! এটা লজ্জার কথা।

ক্যাপুলেত। যাও, যাও, খুব হয়েছে। তুমি এক উদ্ধত ছোকরা। এ ছাড়া আর কি তুমি? আজ তুমি যা করছ এতে তোমার নাম খারাপ হয়ে যাবে। কিসে কি হয় তা আমি জানি। তোমার এ ব্যবহারে আমি কিন্তু খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছি। আমাকে বল কিনা লজ্জার কথা। খুব ভাল বলেছ। তোমার মত এক উদ্ধত ছোকরা আর কী বলবে! যাও যাও। শান্ত হও আর তা না হলে আমি তোমায় শান্ত করিয়ে দেব।

টাইবল্‌ট। একদিকে ধৈর্য আর অন্যদিকে প্রবল ক্রোধ—এই বিপরীতধর্মী ইচ্ছার আঘাতে সমস্ত শরীর আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে। যাইহোক,

আমি এখান থেকে চলে যাব। তবে আজ এখানে রোমিওর লুকিয়ে আসার ব্যাপারটাকে মধুর বলে মনে হলেও এর ফল একদিন বিষময় হবে বলে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

রোমিও। (জুলিয়েতের প্রতি) যদি আমি আমার এই অযোগ্য হাত দিয়ে তোমায় স্পর্শ করে তোমার এই পবিত্র দেহদেউলকে অপবিত্র বা কলুষিত করে থাকি তাহলে আমি তার শাস্তিও পেতে চাই। তার শাস্তিস্বরূপ লজ্জা-রক্ত অনুতপ্ত তীর্থযাত্রীর মত আমার ওষ্ঠাধরদুটিকে এক মেদুর চুম্বন দান করে সেই করস্পর্শের সমস্ত কলুষকে মুছে দাও।

জুলিয়েত। বাঃ তুমি বেশ তীর্থযাত্রী! তুমি নিজে দোষ করে দোষ দিচ্ছ তোমার হাতের ওপর! কিন্তু প্রকৃত তীর্থযাত্রীর কি হওয়া উচিত তা শোন: প্রকৃত তীর্থযাত্রীরা হাত দিয়ে একমাত্র সাধুর হাত স্পর্শ করবে এবং তাদের চুম্বনের অর্থ হলো দুটি তালপাতাকে আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত করে বহন করা।

রোমিও। কিন্তু আমার সে তালপাতাও নেই আর সে ওষ্ঠাধরও নেই।

জুলিয়েত। প্রকৃত তীর্থযাত্রীরা তাদের ওষ্ঠাধরকে একমাত্র উপাসনার জন্যই ব্যবহার করে থাকে।

রোমিও। তবে হে প্রিয়তমা, তুমিই হও সেই সাধু, আমার হাত যেমন তোমার হাত স্পর্শ করেছে, তেমনি আমার ওষ্ঠাধর দুটি তোমার ওষ্ঠাধরকে স্পর্শ করতে চায়। তাদের প্রার্থনা তুমি মঞ্জুর করো। তা না হলে তোমার প্রতি তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস হতাশায় পরিণত হবে।

জুলিয়েত। সাধুরা কিন্তু কারো কোন প্রার্থনা মঞ্জুর করলে বা কোন বর দান করলেও নিজেরা নড়ে না।

রোমিও। তাহলে ঠিক আছে, তুমি নড়ো না। স্থির হয়ে বসে থাক, আমি আমার প্রার্থনার ফল লাভ করি। আমার ওষ্ঠ দিয়ে তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করে আমার সব পাপ স্খালন করে দিই। (চুম্বন)

জুলিয়েত। কিন্তু আমার ওষ্ঠ তোমার যে পাপ শোষণ করে নিয়েছে, আমার ওষ্ঠ থেকে সেই পাপ তুমি নিয়ে নাও।

রোমিও। আমার ওষ্ঠ থেকে পাপ? ঠিক আছে; আমার সেই পাপকে ফিরিয়ে নিতে দাও। (পুনরায় চুম্বন)

জুলিয়েত। মনে রেখো, ধর্ম তোমার এই চুম্বনের সাক্ষী রইল।

ধাত্রী। দিদিমণি, মা তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চায়।

রোমিও। ওর মা কে?

ধাত্রী। শোন কথা, বেশ ছোকরা ত তুমি! ওর মা-ই ত এ বাড়ির গিন্নী। খাসা মানুষ, যেমন বিজ্ঞ, তেমনি গুণবতী। তুমি যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলে সেই হচ্ছে তাঁর মেয়ে, আমি মানুষ করেছি। যে একে হাত করবে সে অনেককিছু পাবে।

রোমিও। তবে কি সে ক্যাপুলেত-কন্যা! তাহলে আর রক্ষে নেই। আজ শত্রুদের হাতেই আমার জীবনের ঋণ চুকিয়ে দিতে হলো।

বেনভোল্লো। খেলা সাঙ্গ হলো, এবার চল চল। সরে পড়ো।

রোমিও। আমারও ভয় করছে, সরে পড়াই ভাল। আমার মন অশান্ত হয়ে উঠেছে।

ক্যাপুলেত। না, না, যাবেন না আপনারা। নাচগান শেষে সামান্য কিছু নৈশভোজের আয়োজন আছে। তারপর যাবেন। মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। এবার আমায় বিদায় দিন, আমি ক্লান্ত। বিশ্রাম করব। (মুখোসধারী নর্তকদের প্রস্থান) এখানে আরো আলো নিয়ে এসো। এবার আমি শুতে যাই।

(জুলিয়েত ও ধাত্রী ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান)

জুলিয়েত। ধাইমা, এদিকে এসো। ঐ ভদ্রলোকটি কে?

ধাত্রী। বৃদ্ধ তাইবারিওর ছেলে ও উত্তরাধিকারী।

জুলিয়েত। ঐ যে এখন বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে ও কে?

ধাত্রী। আমার মনে হয় তরুণ যুবক পেত্রুশিও।

জুলিয়েত। না না, ঐ যে ওখানে যাচ্ছে, যে নাচল না, ওর নাম কি?

ধাত্রী। জানি না ত।

জুলিয়েত। যাও জেনে এসো ওর নাম কি। যদি ওর বিয়ে হয়ে থাকে তাহলেই আমি গিয়েছি। তাহলে আমার বাসরশয্যা হবে আমার কবর-খানার মত।

ধাত্রী। ওর নাম রোমিও। মন্তেগু পরিবারের ছেলে। তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রুর একমাত্র সন্তান।

জুলিয়েত। সেকি, আমার একমাত্র প্রথম প্রেম জন্ম নিল শেষে ঘৃণার গরল থেকে! অপরিচয় ও বিলম্বিত পরিচয়ই এর কারণ। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই।

হৃদয়ে জাগিছে আজি প্রেম অফুরান,
শত্রুকে বাসি যে ভাল মিত্রের সমান।

ধাত্রী। একি বলছ তুমি! একি শুনছি!

জুলিয়েত। একটা ছড়া, একজনের সঙ্গে নাচতে গিয়ে এখনি শিখেছি।

(এমন সময় ভিতর থেকে 'জুলিয়েত এসো' বলে ডাকল)

ধাত্রী। এদিকে, এদিকে। চলো, আমরা চলে যাই, অতিথিরা সব চলে গেছে।

* * *
** ** **

boiRboi.net

□ দ্বিতীয় অঙ্ক □

ভূমিকা

কোরাস দলের প্রবেশ

মানুষের কামনা মৃত্যুতেও শেষ হয় না। আজকের তরুণ স্নেহপ্রেমের মধ্যেই সেইসব পুরাতন কামনারা খুঁজে পায় তাদের সার্থক উত্তরাধিকার। যেসব সুন্দরীদের জন্য এর আগে কত মানুষ অতৃপ্ত কামনায় আর্তনাদ করেছে, কত মরেছে, সেই সুন্দরীদের আজ জুলিয়েতের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের সুন্দরীই বলা যায় না। আজ রোমিও হচ্ছে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী জুলিয়েতের প্রণয়ী ; তার মদির কটাক্ষে মোহমুগ্ধ। কিন্তু তারা দুজনেই দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ পরিবারের সন্তান এবং তার এই ভালবাসার জন্য রোমিওকে অভিযুক্ত হতে হবে শত্রুদের কাছে আর জুলিয়েতকেও ভয়াবহ কাঁটার হাত থেকে প্রেমের ফল তুলে যেতে হবে। শত্রু বলে রোমিও যখন তখন তার ইচ্ছামত তার প্রেমিকার কাছে গিয়ে প্রেমের কথা শোনাতে পারব না। জুলিয়েত মেয়েমানুষ বলে এসব ব্যাপারে তার সুযোগ সুবিধা হবে আরও কম। তবে প্রেমের আবেগই প্রেমের শক্তি যোগায়। মধুর ও সহনীয় করে তোলে পরস্পরের দুঃখকে।

প্রথম দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ির প্রাচীরের মাঝে একটি সুরঙ্গপথ।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। আচ্ছা, আমি কি আমার অন্তরাত্মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? পৃথিবী কি কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ঘুরতে পারে? অতএব আমি আমার অন্তরাত্মার কাছেই চলে যাই। হে পৃথিবী, তুমি তোমার কেন্দ্রেই ফিরে যাও। (প্রাচীর লঙ্ঘন করে ওদিকে বাগানের মধ্যে লাফ দিল)

মার্কিউশিওসহ বেনভোল্লোর প্রবেশ

বেনভোল্লো। রোমিও ভাই রোমিও, তুমি কোথায়? রোমিও! রোমিও!

মার্কিউশিও। রোমিও সত্যিই ভাল ছোকরা। আমি তাকে অতিকষ্টে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি।

বেনভোল্লো। না, না, সে এইদিকে ছুটে এসে বাগানের পাঁচিলটা লাফ দিয়ে টপকেছে। তুমি তাকে ডাক।

মার্কিউশিও। না না, আমি মন্ত্র পড়ে ডাকব। রোমিও, প্রেমেপড়া ভাবোন্মাদ, পাগলা ছোকরা! অন্ততঃ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেও জানিয়ে দাও তুমি কোথা আছ! প্রেমের একছত্র ছড়া অন্ততঃ বল, আমি তা শুনে খুশি হই নিশ্চিন্ত হই। অন্ততঃ একবার বল, হায়! বল, হায় প্রেম, হায় সাথীহারা কপোত! আমার ভেনাসের নামে কিছু প্রশস্তি গাও। আর তার একচোখো কানা ছেলে কিউপিডের নামে কিছু কুৎসার কথা বল, যে কিউপিডএর নিক্ষিপ্ত ফুলশরে জর্জরিত হয়ে রাজা কফেচুয়ার মত লোক

সামান্য এক ভিখারিণী মেয়েকে ভালবেসেছিল। কিন্তু কই, কোন কথাই যে শোনে না, নড়েও না চড়েও না। বাঁদরটা মরল নাকি! আমাকে আবার তাহলে মন্ত্র পড়তে হবে। রোমিও, আমি আবার তোমায় সুন্দরী রোজালিনের নামে দিব্যি দিয়ে ডাকছি। তার উজ্জ্বল চোখ, উঁচু কপাল, বেগুনি রঙের ঠোঁট, সুললিত পদযুগল, কম্পিত উরু আর তার ঐ বাগানবাড়ির বিস্তৃত ক্ষেত্র—এইসব কিছুর দিব্যি দিয়ে তোমায় ডাকছি, তুমি একবার দেখা দাও।

বেনভোল্লো। যদি সে তোমার কথা শুনতে পায় তাহলে সে কিন্তু রেগে যাবে তোমার কথায়।

মার্কিউশিও। না, এ কথায় সে রাগতে পারে না। এ কথায় শুধু তার চৈতন্য হবে। একথায় সে রাগত যদি তার প্রেমিকা অন্য কোন মায়াবী মন্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ করে রাখত তাকে। তার প্রতি আমার আমন্ত্রণের মধ্যে অসৎ বা অসুন্দর কিছুই নেই। শুধু তার চৈতন্যোদয়ের জন্যই আমি তার প্রেমিকার নামে তাকে ডেকেছি।

বেনভোল্লো। এদিকে এস। সে নিশ্চয়ই এই গাছগুলোর মাঝখানে লুকিয়ে আছে। রাত্রিকালে হয়ত সে এইখানেই বাসা নেবে। তার প্রেম অন্ধ এবং অন্ধকারেই তা ভাল মানায়।

মার্কিউশিও। প্রেম যদি অন্ধ হত তাহলে নিশ্চয়ই তার লক্ষ্য ঠিক হত না, নিশ্চয়ই একটা মেডলার গাছের তলায় বসে ভাবত তার প্রণয়িনী সেই গাছের ফল। কিন্তু হে রোমিও, তুমি যদি হতে এক আঁশফল আর সে যদি হত এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র! যাইহোক বিদায় ভাই, এই ঠাণ্ডা মাটিতে আমার ত আর ঘুম হবে না। আমি আমার গরম বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়িগে।

বেনভোল্লো। তাই চল। এখানে বৃথাই তাকে খুঁজে ফেরা। শত খুঁজলেও এখানে তাকে পাওয়া যাবে না। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ি।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। যে নিজে কখনো আঘাতের বেদনা অনুভব করেনি সে অপরের ক্ষত দেখে উপহাস করে।

উপরের দিকে এক জায়গায় জুলিয়েতের আবির্ভাব।

থাম থাম, উপরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না? ওটা যেন জানালা নয়, ভোরের পূর্ব দিগন্ত আর জুলিয়েত হচ্ছে ভোরের সোনালী সূর্য। হে সুন্দর সোনালী সূর্য, তুমি ওঠ, উঠে তুমি ছোট হয়েও যে চাঁদের থেকে বেশী সুন্দর, যে চাঁদ তোমার রূপের হিংসায় ঈর্ষান্বিতা, দুঃখে বিমলিন

সেই চাঁদকে নিঃশেষে নাশ করো। তুমি তার আর দাসী হয়ে থেকো না, কারণ সে তোমায় ঈর্ষা করে। মলিন আর পাণ্ডুর তার পোষাক, সে পোষাক একমাত্র নির্বোধ ছাড়া আর কেউ পরে না। আমার প্রণয়িনী আমার অন্তরের রাণী জুলিয়েত জানে না সে নিজে কত সুন্দরী। সে এখন মুখে কিছু বলছে না, তবু তার চোখ দুটি কত কথা বলছে। সে সব কথার উত্তর দেবার মত সাহস আমার আছে। কিন্তু তার চোখদুটি যেন আমায় কিছু বলছে না। নৈশ আকাশের দুটি সুন্দর তারকার অনুরোধে ও যেন তাদের ক্ষণিকের অনুপস্থিতিতে কিরণ দিচ্ছে মিট মিট করে। সেই দুটি উজ্জ্বল তারকার জায়গায় ওর উজ্জ্বলতর চোখ দুটি যদি এমনি করে কিরণ দিতে থাকে তাহলে তারা ম্লান হয়ে যাবে সে চোখের কাছে দিবালোকের কাছে সামান্য প্রদীপের মত। সে চোখের আলোয় উজ্জ্বলতা এত বেশী যে পাখিরা এই রাত্রিকেই দিন মনে করে গান গাইতে শুরু করে দেবে। আহা দেখ দেখ, সে তার কপোলখানি কেমন তার হাতের উপর রেখে দিয়েছে, হায়, আমি যদি ওর ওই হাতের দস্তানা হতাম তাহলে কেমন ওর কপোলের স্পর্শসুখ অনুভব করতাম।

জুলিয়েত। হা আমার কপাল।

রোমিও। কথা বলছে। বলো, আবার কথা বলো হে উজ্জ্বল দেবদূত। বিস্ময়াহত কোন মানুষের বিহ্বল চোখের সামনে মন্থরগতি মেঘমালার উপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাতাসের শূন্যতার গভীরে এগিয়ে যাওয়া দ্রুতগামিনী কোন দেবদূতের মতই তোমায় সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আজকের এই রাত্রির অন্ধকারে।

জুলিয়েত। রোমিও, তুমি কোথায়? তুমি তোমার পিতাকে অস্বীকার করো; পিতৃদত্ত নামকে পরিহার করো। তাহলে আমিও আমার পিতৃনাম পরিহার করব। আর তা না হলে আমার কাছে ভালবাসার কথা আর বলো না।

রোমিও। (স্বগত) আমি কি আরও শুনব না এখনি কথা বলব?

জুলিয়েত। তুমি নও, শুধু তোমার নামটাই আমাদের শত্রু। তুমি ত মন্তেগু নও, তুমি তুমিই। কে মন্তেগু? হাত না, পা না, মুখ না, কোন মানুষের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না, শুধু একটা নামমাত্র। তাহলে রোমিও, তুমি অন্য যে কোন একটা নাম ধারণ করো না কেন? নামেতে কি আছে? গোলাপকে যদি তুমি অন্য নামে ডাক, তাহলে গন্ধ ত তার তেমনই মিষ্টি থাকবে! তেমনি রোমিওকে অন্য নামে ডাকলেও তার প্রেমের পূর্ণতা তেমনি থাকবে। সুতরাং হে রোমিও, তুমি তোমার নাম পরিহার করে সম্পূর্ণরূপে আমার হও।

রোমিও। আমি তোমার কথা শিরোধার্য করে নিলাম। এখন থেকে তুমি আমায় শুধু তোমার প্রিয়তম বলে ডাক। এখন থেকে আমি আর রোমিও নই।

জুলিয়েত। কে তুমি, তুমি কেমন ধারা মানুষ যে এই রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে এসে আড়ি পেতে আমার কথা শুনছ?

রোমিও। আমি আমার নামের পরিচয় দিয়ে বলব না আমি কে। আমার নাম আমার কাছেই এক ঘৃণ্যবস্তু। কারণ এ নাম তোমার কাছে শত্রু। এ নাম লিখলে আমি তা ছিঁড়ে দিতাম এই মুহূর্তে।

জুলিয়েত। আমি এখনো তোমার খুব বেশী কথা শুনিনি, তবু তোমার গলার স্বর আমি চিনতে পেরেছি। তুমি কি আর রোমিও মন্তেগু নও?

রোমিও। তুমি যদি এ দুটো নাম পছন্দ না করো তাহলে আমি এ দুটোর কোনটাই নই।

জুলিয়েত। বলো, কোথা হতে এবং কেমন করে তুমি এখানে এলে? আমাদের বাগানের পাঁচিল অত্যন্ত উঁচু এবং তাতে ওঠা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া যদি আমার আত্মীয় স্বজনেরা তোমায় এখানে দেখতে পায় তাহলে এ জায়গা হবে তোমার মৃত্যুস্বরূপ।

রোমিও। প্রেমের হালকা পাখার দ্বারাই আমি এত উঁচু পাঁচিল স্বচ্ছন্দে লঙ্ঘন করতে পেরেছি। কোন পাথরের বাধাই প্রেমকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। প্রেমিকেরা যা সাহস করে করার চেষ্টা করে তাই তারা করতে পারে। সুতরাং তোমার আত্মীয় পরিজনেরা আমায় কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

জুলিয়েত। তারা যদি তোমায় এখানে দেখে তাহলে তারা তোমায় হত্যা করবে।

রোমিও। হা ভগবান! তাদের তরবারির বিশটা আঘাতের থেকেও ভয়ঙ্কর তোমার সুন্দর চোখের চাউনি। তোমার ওই সুন্দর চোখের চাউনির জন্য আমি তাদের যেকোন শত্রুতা সহ্য করতে পারি।

জুলিয়েত। যাইহোক, আমি কোন মতেই চাই না যে তারা তোমায় এখানে দেখে ফেলুক।

রোমিও। আমি নৈশ পোষাকে নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছি যে তারা আমায় দেখতে পাবে না। তাছাড়া দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। তাদের হাতে আমার মৃত্যুও ভাল, কিন্তু তোমার ভালবাসা হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না।

জুলিয়েত। কে তোমায় এখানে আসার পথ বলে দিল?

রোমিও। আমার ভালবাসাই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। ভালবাসা আমায় দিয়েছে পথের নির্দেশ আর আমি চোখ দিয়ে চিনে চিনে এখানে

এসেছি। আমি কোন সুদক্ষ নাবিক নই, তবু তুমি কোন এক অন্তহীন সমুদ্রের সুদূরতম উপকূলে থাকলেও আমি তোমার মত রত্ন লাভ করার জন্য অসংখ্য ঢেউ ভেঙ্গে চরমতম এক দুঃসাহসিক অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে স্বচ্ছন্দে যেতে পারি।

জুলিয়েত। তুমি জান, আমার চারিদিকে অন্ধকার। সে অন্ধকারে মুখ আমার ঢাকা পড়ে গেছে, তা না হলে দেখতে পেতে, আজ আমি আমার নিজের কথাতে কতখানি লজ্জিত হয়ে উঠেছি আর সে লজ্জায় কেমনভাবে আরক্ত হয়ে উঠেছে আমার গালদুটি। তবে যদি কিছু অসঙ্গত বলে থাকি তাহলে স্বেচ্ছায় আমি তা অস্বীকার করব। কিন্তু ওসব বাইরের মান সম্মানের কথা বাদ দাও। একটা কথা আমায় স্পষ্ট করে বল দেখি, তুমি কি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস? তুমি হয়ত বলবে, হ্যাঁ আর আমি তাই মেনে নেবো। সে যাইহোক, তবু তুমি শপথ করতে যেও না। সে শপথ তোমার মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে পরে। এইজন্যই লোকে বলে প্রেমিকের শপথবাক্যে জোভ হাসে। হে রোমিও, তুমি সত্যি করে বল, তুমি আমায় ভালবাস কিনা। অথবা যদি তুমি আমায় খুব সহজলভ্যা বলে ভেবে থাক, তাহলে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব। যা-তাই করব। তখন তুমি 'না না' বলে আমার মান ভাঙ্গাবে। কিন্তু তুমি যাই ভাব না কেন, পৃথিবীতে যে-কোন নামে শপথ করে আমি বলতে পারি, আমি সত্যিই তোমায় খুব ভালবাসি। একথা আমি মুখ ফুটে বলছি বলে তুমি হয়ত ভাবছ আমার আচরণটা খুব হালকা হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমায় বিশ্বাস করো, আশ্চর্যভাবে চটুল চতুর সেই সব মেয়েদের থেকে ঢের বেশী আমি নির্ভর-যোগ্যা। অবশ্য আমি স্বীকার করছি, আমার আরও চাপা ও মিতভাষী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমার উপস্থিতির কথা জানবার আগেই তুমি যখন আমার ভালবাসার গোপন আবেগের কথা সব শুনেই ফেলেছ তখন তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে আর যাই করো, আজ রাত্রির অন্ধকারে যা সব বলে ফেলেছি সেগুলোকে খুব হালকা বা তুচ্ছ ভেবো না।

রোমিও। প্রিয়তমে, ঐ যে দেখছ চাঁদ, যে চাঁদ চারিদিকের গাছগুলোর মাথায় রূপোর টিপ পরিয়ে দিচ্ছে, সেই চাঁদের নামে শপথ করে বলছি আমি তোমায় ভালবাসি।

জুলিয়েত। না, না, যে চঞ্চল অস্থির চাঁদ প্রতি মাসে তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে সেই চাঁদের নামে শপথ করো না। তাহলে তোমার ভালবাসাও ঐ চাঁদের মতই চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠবে।

রোমিও। তাহলে কার নামে শপথ করব?

জুলিয়েত। শপথ একেবারেই করো না। একান্তই যদি করতে চাও ত আপন আত্মার নামে করো, তোমার আমার একান্ত প্রিয় আরাধ্য দেবতার

মত পূজনীয় সেই আত্মার নামে শপথ করো, আমি তা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করব।

রোমিও। যদি আমার অন্তরের অন্তরতমা প্রিয়তমা—

জুলিয়েত। থাক থাক। আর শপথের দরকার নেই। যদিও তোমার সাহচর্যে আমি আনন্দ পাই, তবু আজকের এই রাত্রির মিলনে আমি কোন আনন্দ পাচ্ছি না। আজকের এ মিলন একান্তভাবে আকস্মিক, অবাঞ্ছিত এবং অসঙ্গত। বিদ্যুদ্দামের মতই এ মিলন ক্ষণস্থায়ী যা দেখতে না দেখতে মিলিয়ে যায়। তবে আজকের এই অসম্পূর্ণ মিলনের বসন্ত কুঁড়িটি বাতাসের অনুকূল স্পর্শ পেয়ে সুন্দর ফুল হয়ে ফুটে উঠবে পরবর্তী মিলনের মধ্যে। আজকের মত বিদায়। যাও বিশ্রাম নাও গে। আশাকরি বক্ষসংলগ্ন হৃৎপিণ্ডের মত তুমিও আমার অন্তরের কাছে আসবে। আরও কাছে, অনেক কাছে।

রোমিও। শোন, তুমি কি তাহলে আজ আমায় এমনি অতৃপ্ত অবস্থায় ছেড়ে যাবে?

জুলিয়েত। আজকের এই রাত্রিতে কি ধরনের তৃপ্তি তুমি চাও?

রোমিও। আমি চাই, প্রেমের বিশ্বস্ততার শপথ বিনিময়। যে শপথ আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

জুলিয়েত। সে শপথ ত আমি আগেই করেছি। তুমি ফিরে দিলে আবার তা করব।

রোমিও। ফিরে নিতে চাও। কেন প্রিয়তমে? প্রেমের জন্য?

জুলিয়েত। আমি যাকে ভালবাসি তাকে দেবার জন্যই ফিরে নিতে চাই। আমার দানশক্তি সমুদ্রের মতই অনন্ত, আমার প্রেম সমুদ্রের মতই গভীর। আমার দানশক্তি আর প্রেম দুটোরই সীমা নেই শেষ নেই। তা যতই দিই ততই বেড়ে যায়।

(ধাত্রী ভিতর থেকে ডাকল)

ভিতরে কিসের যেন গোলমাল শুনছি। বিদায় প্রিয়তম।—এই ধাইমা এসে পড়েছে। হে মন্তেগুতনয়! আর এখানে মোটেই থেকো না। পরে আমি আবার আসব।

রোমিও। হে সুখনিশি! এখন রাত্রিকাল বলে আমার ভয় হচ্ছে। এই সবকিছুই স্বপ্ন। এসব যা এতক্ষণ শুনলাম তা এত মধুর এত সুখশ্রাব্য যে তা কখনই বিশ্বাস করতেই পারা যায় না। একেবারে অলীক বলেই মনে হচ্ছে।

উপরে জানালার ধারে জুলিয়েতের পুনরায় আবির্ভাব

জুলিয়েত। যাবার আগে তিনটে কথা বলার আছে তোমায়। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার যদি কোন সম্মানজনক অর্থ থাকে, আর বিয়েই যদি সে ভালবাসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তুমি আমায় একজন লোক মারফৎ

জানাবে কখন কোথায় কিভাবে সে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। আমি কালই তোমার কাছে লোক পাঠাব। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার জীবনের যথাসর্বস্ব অর্পণ করব তোমার চরণে, সুখে দুঃখে সারাজীবন অনুগামিনী হব তোমার।

ধাত্রী। (ভিতর থেকে) দিদিমণি।

জুলিয়েত। আমি আসছি এখনি। কিন্তু যদি ভাল না বোঝ ত চলে যাবে। কিছু মনে করো না।

রোমিও। আমার সমগ্র অন্তরাত্মা স্পন্দিত হচ্ছে—

জুলিয়েত। অসংখ্যবার ধন্যবাদ। বিদায়! (প্রস্থান)

রোমিও। পাঠবিমুখ স্কুলের ছেলেরা যেমন তাড়াতাড়ি বই ছেড়ে উঠে যেতে চায় তেমনি তাড়াতাড়ি প্রেমিক যেতে চায় তার প্রেমাস্পদের কাছে। কিন্তু ছেলেরা যখন স্কুলে যেতে চায় না তেমনি প্রেমিক প্রেমিকারাও ছাড়তে চায় না পরস্পরকে।

জুলিয়েতের পুনঃপ্রবেশ

জুলিয়েত। শোন রোমিও, শোন। ওঃ আমার যদি বাজপাখির মত গলার স্বর উঁচু হত তাহলে আমি ওই শান্ত পক্ষিরাজকে ফিরিয়ে আনতাম। কিন্তু আমি পরাধীনা মেয়েমানুষ বলে বেশী জোরে ডাকতে পারি না। তা না হলে রোমিওর নাম ধরে বারবার ডেকে ডেকে প্রতিটি গিরিকন্দর ফাটিয়ে ফেলতাম। আমার গলার স্বরটাকে ক্রমশ তীব্রতর করে মিথ্যাগর্ভ প্রতিধ্বনির স্বরটাকেও বিকৃত করে তুলতাম। শোন রোমিও।

রোমিও। কে ডাকে আমায়? যেন আমার অন্তরাত্মাই ডাকছে আমার নাম ধরে। রাত্রিকালে প্রেমাস্পদের কণ্ঠধ্বনি মধুরতম সঙ্গীতের মত কতই না শ্রুতিসুখকর।

জুলিয়েত। রোমিও!

রোমিও। প্রিয়তমে?

জুলিয়েত। আগামীকাল বেলা ক'টার সময় তোমার কাছে লোক পাঠাব?

রোমিও। বেলা ন'টার সময়।

জুলিয়েত। পাঠাতে কোন ভুল হবে না ত? এখন থেকে কাল সকাল ন'টা পর্যন্ত এই সময়টুকুকে সুদীর্ঘ কুড়ি বছরের ব্যবধান বলে মনে হচ্ছে। ওই দেখছ, তোমায় কেন আবার ডেকে আনলাম তাই ভুলে গিয়েছি।

রোমিও। ঠিক আছে, যতক্ষণ না তোমার তা মনে পড়ে, ততক্ষণ আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

জুলিয়েত। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকাকালে সেকথা আমার মনেই পড়বে না। তুমি যতক্ষণ এখানে থাকবে আমার সমস্ত মন জুড়ে থাকবে শুধু তোমার সঙ্গসুখ, কত ভালবাসি সেই কথা।

রোমিও। তবু আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। অন্য কোন কাজের কথা অন্য কোথাও যাবার কথা সব ভুলে যাও তুমি।

জুলিয়েত। একি, সকাল হয়ে গেল যে! তুমি চলে যাও। তোমায় যেতে বলছি, কিন্তু যেতে দিতে পারছি না। আমার অবস্থাটা হয়েছে ঠিক এমন এক নিষ্ঠুর পক্ষিপালিকার মত যে তার বন্দী পাখিটার পায়ে রেশমী সুতো বেঁধে কিছুটা ছেড়ে দিয়ে অল্প অল্প উড়তে দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই সুতো ধরে টান দেয় অর্থাৎ পাখিটার অবাধ মুক্তিকে সে কোনমতেই সহ্য করতে পারে না।

রোমিও। মনে হয়, আমিও যেন তোমার সেই পাখি হই।

জুলিয়েত। আমারও মনেতে জাগে সেই সাধ। তবে আবার ভয় হয়, তুমি আমার সেই পাখি হলে হয়ত বা আমার আদর-যত্নের আতিশয্যে তোমাকে মেরেই ফেলব। যাইহোক বিদায়! বিদায়! বিদায় জানাতে গিয়ে অনুভব করছি মধুর এক বেদনা। ক্রমশই দেরি হয়ে যাচ্ছে, রাত্রি ভোর হয়ে আসছে।

রোমিও। তোমার চোখে যেন নিদ্রা নেমে আসে। বুকে যেন বিরাজ করে শান্তি। হায়, আমিও যদি পেতাম ঐরকম নিদ্রাসুখ। যাইহোক, এবার আমার গুরুকে গিয়ে সব কিছু বলে তাঁর সাহায্য চাইবো। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা।

ঝুড়ি হাতে ফ্রায়ার লরেন্সের প্রবেশ

ফ্রায়ার লরেন্স। রাত্রির ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে ধূসর রঙের সকাল হাসছে। লালে লাল হয়ে উঠেছে পূব দিগন্তের মেঘগুলো। পরাভূত অন্ধকার পানোন্মত্ত মানুষের মত টলতে টলতে টিটানের অগ্নিচক্র ও দিবালোকের পথ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে। সূর্যের তেজ একেবারে জ্বলন্ত হয়ে ওঠার ও রাত্রির শিশিরবিন্দুগুলো শুকিয়ে যাবার আগেই আমাকে আমার সাজি-টিকে সুন্দর সুন্দর ফুলে ভরে তুলতে হবে। পৃথিবীই হচ্ছে প্রকৃতির মা এবং এই পৃথিবীই হচ্ছে তার সমাধিস্থল। তার সমাধিক্ষেত্রই হচ্ছে জন্মজঠর। আর সেই জঠর হতে আমরা যত সব মানুষও জন্মগ্রহণ করি। এই পৃথিবী-মাতার স্তন্য পান করে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন রকমের গুণ লাভ করে থাকে। সব মানুষই একই রকমের গুণ চায়, তবু কিন্তু প্রতিটি মানুষ একে অন্যের থেকে কত পৃথক। সমস্ত গাছপালা ঔষধি ও পাথরে নিহিত আছে এক একটি শক্তিশালী গুণ। কিন্তু একদিক দিয়ে এটি যেমন খুব খারাপ, অন্যদিক দিয়ে এটি পৃথিবীতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার করে থাকে। আসল কথা হলো, প্রয়োগ। প্রয়োগের উপরেই বস্তুর সব গুণ নির্ভর করে। প্রয়োগবিশেষে খারাপ বস্তুও ভাল ফল দান করে। অপব্যবহার বা অপ-প্রয়োগের ফলে গুণ দোষ হয়ে ওঠে, আবার দোষও গুণ হয়ে দাঁড়ায় সঠিক

প্রয়োগের ফলে। এই ছোট্ট ফুলটার পাপড়িগুলোর মধ্যে বিষ আছে, আবার ওষুধের আরোগ্যশক্তিও আছে। এই ফুলের ঘ্রাণ নিলে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হয়; কিন্তু আস্বাদন করলে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি বিকল হয়ে যায়। মানুষের মত সব গাছপালার মধ্যেও পরস্পরবিরোধী দুটি গুণ বিরাজ করে—গুণ আর দোষ। ভাল আর মন্দ। যেখানে খারাপের প্রাধান্য থাকে—সেখানে মৃত্যু ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে তার আধারটিকে।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। সুপ্রভাত গুরুদেব।

ফ্রায়ার ল। আশীর্বাদ করি বৎস। তাই বলি, এত সকালে কার মধুর কণ্ঠস্বর আমায় অভিবাদন করলে। বৎস, আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই কোন দুশ্চিন্তা ঢুকেছে তোমার মাথায় আর সেইজন্যেই তুমি এত সকালে বিছানা থেকে উঠে এসেছ। সাধারণতঃ বৃদ্ধদের চোখের মধ্যেই এই দুশ্চিন্তার ছাপ বেশী থাকে আর যে চোখে দুশ্চিন্তা থাকে সেখানে ঘুম কিছুতেই আসে না! কিন্তু যৌবন যেখানে অক্ষত, মস্তিষ্ক যেখানে দুশ্চিন্তামুক্ত এবং একেবারে হালকা, সোনালী ঘুম সেখানেই বাসা বাঁধে সবচেয়ে বেশী। তাই তোমার এত সকালে ওঠা দেখে মনে হচ্ছে হয় মনমেজাজ খারাপ থাকার জন্য ঘুম হয়নি গতরাত্রে অথবা গতরাত্রে একেবারে শোয়াই হয়নি।

রোমিও। আপনার শেষ ধারণাই সত্য। গতকাল কোন মধুর বিশ্রাম আমি লাভ করতে পারিনি।

ফ্রায়ার ল। হে ভগবান ক্ষমা করো। তবে কি তুমি রোজালিনের সঙ্গে ছিলে?

রোমিও। রোজালিনের সঙ্গে! না গুরুদেব সে নাম আমি ভুলে গিয়েছি। সে নাম মনে করা মানেই দুঃখ।

ফ্রায়ার ল। তা নাহয় হলো; কিন্তু ছিলে কোথা?

রোমিও। আমি আপনার কথার উত্তর দেবার আগে আপনি আর একবার প্রশ্ন করুন। আমি আমাদের শত্রুদের ভোজসভায় যোগদান করেছিলাম। সেখানে আমায় একজন আঘাত করে নিজেও আহত হয়। আমাদের দুজনেরই আঘাতের আরোগ্য লাভ নির্ভর করছে আপনার সাহায্য আর পবিত্র স্নেহের উপর। কারো প্রতি কোন ঘৃণা আমি পোষণ করি না গুরুদেব, কারণ আমি শত্রুকে ঘৃণা করলে শত্রুরা আমায় আবার ঘৃণা করবে।

ফ্রায়ার ল। সবকিছু সোজাসুজি খুলে বলত বাছা, ব্যাপার কী! হেঁয়ালি করে কোন কিছু বললে হেঁয়ালির মত করেই তার উত্তর পাবে।

রোমিও। তাহলে শুনুন, আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ধনী ক্যাপুলেতের মেয়েকে ভালবাসি। আমি যেমন তাকে ভালবাসি সেও তেমনি আমাকে

ভালবাসে। সবকিছুরই যোগাযোগ হয়ে গেছে, একমাত্র শুধু পবিত্র বিয়ের অনুষ্ঠানটাই বাকি। কোথায় কখন এবং কিভাবে আমরা মিলিত হয়েছি, আমরা ভালবাসা নিবেদন করেছি এবং শপথ বিনিময় করেছি তা একে একে সব বলব আপনাকে। এখন শুধু এই থাক।

ফ্রায়ার ল। হায় পবিত্র সাধু ফ্রান্সিস! কী আশ্চর্য পরিবর্তন! যে রোজালিনকে তুমি এত ভালবাসতে সেই রোজালিনকে কি এত তাড়াতাড়ি তুমি ত্যাগ করেছ? তরুণ তরুণীদের ভালবাসা কি তাহলে তাদের অন্তরে থাকে না, থাকে তাদের চোখে? হা জেসু মেরিয়া, কি দিয়ে ধুয়ে তোমার গণ্ডদ্বয়কে প্রস্তুত করেছিলে, কতখানি লবণজল দিয়ে সিদ্ধ করেছিলে তোমার প্রেমকে যে তার কোন আস্বাদ পেলে না? আকাশে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে তোমার দীর্ঘশ্বাস, সূর্যতাপে এখনো তা উবে যায়নি; তোমার পুরনো আর্তনাদের ধ্বনি এখনো আমার কানে বাজছে। এখনো তোমার গণ্ডদ্বয়ে পুরনো ভয়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। এখনো তা মুছে যায়নি। এই সমস্ত ভয় উদ্বেগ সবকিছু রোজালিনের জন্যেই। কিন্তু এর মধ্যেই সব বদলে গেল? তাহলে একথা স্বীকার করো, স্পষ্ট করে বল, যেখানে পুরুষদেরই কোন মনের জোর নেই, সেখানে মেয়েদের ত সহজেই পতন ঘটতে পারে।

রোমিও। আপনি আমাকে রোজালিনকে ভালবাসার জন্য ভৎর্সনা করছেন।

ফ্রায়ার ল। ভালবাসার জন্য নয়, তাকে ত্যাগ করার জন্য, বুঝেছ বাছা?

রোমিও। এবং আমাকে আপনি সে ভালবাসাকে কবর দেবার জন্য বলছেন।

ফ্রায়ার ল। না, এক ভালবাসাকে কবর দিয়ে অন্য এক ভালবাসার দিকে হাত বাড়াতে বলিনি।

রোমিও। আমাকে আপনি আর তিরস্কার করবেন না। তাকেই আমি এখনো ভালবাসি। আমার সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার, ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা আমি যেন পাই। কিন্তু আমি যাকে ভালবাসি সে এবিষয়ে ততখানি তৎপর নয়।

ফ্রায়ার ল। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল, তোমার ভালবাসা যা কিছু সব তোমার মনে মনে। তা কখনো উচ্চারিত হয় না। যাইহোক, এখন এস ত আমার সঙ্গে, চল আমি তোমায় সাহায্য করব। হয়ত তোমার আমার দুজনের সংযুক্ত চেষ্টায় তোমাদের বংশগত বিবাদেরও অবসান ঘটতে পারে। মিলন আর ভালবাসায় সে বিবাদের শেষ পরিণতি ঘটতে পারে।

রোমিও। তাই চলুন। আমি এই মুহূর্তেই তৈরি হয়ে পড়েছি।

ফ্রায়ার ল। সব কাজ ধীরে এবং ভাবনা চিন্তা করে করবে। যারা যত জোরে দৌড়োয় তারা তত তাড়াতাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে।

চতুর্থ দৃশ্য

বেনভোল্লো ও মার্কিউশিওর প্রবেশ

মার্কিউশিও। শয়তানটা গেল কোথায় বল দেখি। গতরাত্রে সে বাড়িই ফেরেনি।

বেনভোল্লো। হ্যাঁ, তার বাবার সঙ্গে তার দেখাই হয়নি। ওঁদের লোকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

মার্কিউশিও। হবে আবার কি, রোজালিন নামে সেই হৃদয়হীন মেয়েটা তাকে এমনভাবে কষ্ট দিচ্ছে যে বেচারা পাগল হয়ে যেতে পারে।

বেনভোল্লো। বৃদ্ধ ক্যাপুলেতের টাইবল্‌ট নামে এক আত্মীয় রোমিওর বাবাকে একখানা চিঠি দিয়েছে।

মার্কিউশিও। আমার জীবন নেবে বলে শাসিয়েছে।

বেনভোল্লো। রোমিও ঠিক তার উত্তর দেবে।

মার্কিউশিও। যেকেউ চিঠি লিখতে পারে সেই তার উত্তর দিতে পারে।

বেনভোল্লো। না তা বলছি না। যে তাকে চিঠি লিখেছে তারই মুখের উপর জবাব দেবে। তার সাহস কত দেখিয়ে দেবে।

মার্কিউশিও। আহা, বেচারা রোমিও ত মরেই গেছে। সেই শ্বেতাঙ্গী মেয়েটার কৃষ্ণকুটিল চোখের কটাক্ষে সে ক্ষতবিক্ষত, প্রেমসঙ্গীতের ধ্বনিতে কর্ণকুহর তার সততবিদ্ধ। অন্ধ প্রেমদেবতার ফুলশরে অন্তরাত্মা তার দীর্ণ বিদীর্ণ। আর তুমি বলছ কি না সেই রোমিও টাইবল্টের সঙ্গে লড়াই করবে?

বেনভোল্লো। কেন, টাইবলটই বা এমন কি বীর!

মার্কিউশিও। কেন, সে বিড়ালদের রাজার থেকেও বড়। কত বড় সাহসী! কত সম্মানের পাত্র! গান গাইতে গাইতে সে যুদ্ধ করে। যুদ্ধকালে সময়, অনুপাত ও দূরত্বজ্ঞান তার অনেক। বিশ্রাম সে নেয় না বললেই চলে। সিল্কের বোতাম সে খুব ভালবাসে। সে ডুয়েল লড়তেও জানে এবং সে ডুয়েল লড়ে থাকে। সে খুব বড় ঘরের ছেলে। পিছন থেকে ছুরি মারতে সে ওস্তাদ।

বেনভোল্লো। কি বললে, সে কি?

মার্কিউশিও। নতুন ধারার মানুষ। বেশ লম্বা, বেশ ভাল লম্পট। ওরা নতুন আদব কায়দার এমনই পক্ষপাতী যে পুরনো বেঞ্চের উপর বসতে চায় না। এটা কি সত্যি সত্যিই দুঃখের কথা নয় দাদা যে, এই সব নব্যপন্থী সৌখীন উড়ন্ত আশ্চর্য মাছির মত বাবুদের থেকে আমাদের মত প্রাচীনদের কষ্ট পেতে হবে?

রোমিওর প্রবেশ

বেনভোল্লো। এই যে রোমিও আসছে। রোমিও আসছে।

মার্কিউশিও। সঙ্গে সাথী নেই। এখন তাকে দেখতে লাগছে ঠিক ভাজা হেরিং মাছের মত। তোমার গায়ে মাংস নেই। এ অবস্থা তোমার কি করে হলো? তুমি যে শেষ হয়ে গেলে একেবারে! এখন ও যেন পেত্রার্কের গানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সে মনে করে তার প্রেমিকার তুলনায় লরা হচ্ছে রাঁধুনি, দিদো কিছুই না, ক্লিওপেত্রা একটা বেদেনী, হেলেন একটা বেশ্যা।

থিসবের চোখগুলো ধূসর—কেউ কিছুই না। মহাশয় রোমিও, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার ফরাসী কায়দায় প্রেম করার জন্য ফরাসী কায়দায় অভিবাদন জানাচ্ছি। গতরাতে বেশ আমাদের ধোঁকা দিয়েছ যা হোক।

রোমিও। সুপ্রভাত। আমি তোমাদের ধোঁকা দিয়েছি?

মার্কিউশিও। ভুল মশাই স্রেফ ভুল। তুমি এখনো ধরতে পারনি?

রোমিও। ক্ষমা করবে মার্কিউশিও। গতকাল আমার এত বড় কাজ ছিল যে এ বিষয়ে ভুল ভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক।

মার্কিউশিও। তা বটে, তোমার কাজ এতই বড় যে সে কাজের ঠেলায় মানুষ মানুষকে সম্মান দেখাতে পারে না।

রোমিও। তুমি সৌজন্যের কথা বলছ?

মার্কিউশিও। তুমি ঠিকই ধরেছ।

রোমিও। বিশেষ সৌজন্যমূলক আবিষ্কার সন্দেহ নেই।

মার্কিউশিও। শুধু তাই নয়, আমি একেবারে শিষ্টাচারের শাঁস।

রোমিও। ফলের বদলে শাঁস?

মার্কিউশিও। ঠিকই তাই।

রোমিও। কেন, আমার কি এখনো দাড়ি গজায়নি?

মার্কিউশিও। নিশ্চয়ই গজিয়েছে। যতক্ষণ তোমার মুখে একগাছি দাড়িও থাকবে ততক্ষণ তোমার রসিকতাও থাকবে। তারপর তুমি হবে সত্যিকারের একা।

রোমিও। তুমিই হচ্ছ একমাত্র সত্যিকারের রসিকদার।

মার্কিউশিও। এস বেনভোল্লো, রসিকতাতে একা আমি আর পেরে উঠছি না।

রোমিও। চাবুক লাগাও। চাবুক লাগিয়ে রসিকতা বার করো। তা না হলে আমি প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেব।

মার্কিউশিও। আমাদের রসিকতার যদি লড়াই হয় এভাবে তাহলে আমি হেরে যাব। তাছাড়া তোমার মত আমি ত অলীক রাজহংসীর পিছনে ছুটতে পারব না।

রোমিও। তুমি ত কোন কিছুর পিছনেই জীবনে ছুটে চলনি।

মার্কিউশিও। তুমি যদি ফের আমার সঙ্গে রসিকতা করো তাহলে তোমার কান কামড়ে দেব।

রোমিও। না না, কামড়টামড় দিও না।

মার্কিউশিও। তোমার রসিকতার উপরটা মিষ্টি হলেও আসলে তা বড় তেঁতো। এ বড় ঝাঁঝাল মসলা।

রোমিও। রাজহংসীর মিষ্টি মাংসর সঙ্গে ভালই খাপ খাবে।

মার্কিউশিও। তোমার রসিকতা বেশ মজার জিনিস, তা ছোট বড় সব কিছুর সঙ্গেই খাপ খায়।

রোমিও। কিন্তু তোমার মত বড় রাজহংসীর সঙ্গে খাপ খাবে কি ?

মার্কিউশিও। এখন কাজের কথা শোন, কেন তুমি এমন করে ভালবাসার পিছনে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেড়াচ্ছ ? ওসব ছেড়ে দাও। দেখ রোমিও, তুমি একজন সদালাপী এবং মিশুকে ছেলে। তোমার স্বভাব ভাল, তার উপর লেখাপড়া শিখেছ। তুমি জান না, এই ভালবাসার কাজটাই বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়, ভালবাসার ব্যাপারটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মন্থর এক নদী যে তার আসল ধনটাকে কোন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

রোমিও। থামো থামো।

মার্কিউশিও। আমার কথা বলা শেষ না হতেই তুমি আমায় থামিয়ে দিতে চাইছ।

রোমিও। না না তোমার গল্প অনেক লম্বা হবে।

মার্কিউশিও। তুমি ভুল করছ। আমি ভূমিকা না করেই আসল কথার মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম। খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যেত।

রোমিও। এ যে খুব ভাল পোষাক দেখছি।

ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ

মার্কিউশিও। পোষাক মানে, একটা শাল।

বেনভোল্লো। একটা নয়, দুটো, মেয়ে এবং মরদ।

ধাত্রী। পিটার !

পিটার। যাচ্ছি।

ধাত্রী। আমার পাখাখানা।

মার্কিউশিও। হ্যাঁ, পিটার পাখাটা নিয়ে এস। কারণ পাখার মধ্যে নিজের কুৎসিত মুখখানা ঢাকতে চায়। পাখাটা ওর মুখের থেকে ভাল।

ধাত্রী। নমস্কার মশাই।

মার্কিউশিও। নমস্কার মহাশয়া। ভগবান আপনার ভাল করুন। কিন্তু এখন দুপুর হয়ে গেছে যে। ঘড়ির নোংরা কাঁটাটা দুপুরের ঘরের উপর চেপে বসেছে।

ধাত্রী। তুমি কেমন ধরনের ভদ্রলোক ? এ কী ধরনের কথা ?

রোমিও। ও এমন একজন মানুষ ভগবান যাকে পাঠিয়েছে, যে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে।

ধাত্রী। বাঃ, বেশ কথা ত, নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে। আচ্ছা মশাই বলতে পারেন, কোথায় গেলে আবার আমি ছোকরা রোমিওর দেখা পাব ?

রোমিও। আমি তা বলতে পারি, কিন্তু তুমি যখন তাকে খুঁজে পাবে তখন সে আর ছোকরা থাকবে না, বুড়ো হয়ে যাবে একেবারে। ওই নামে আমিই সবচেয়ে ছোট।

ধাত্রী। বাঃ আপনি ত বেশ কথা বলেন।

মার্কিউশিও। যা বাবা, খারাপ কথাটা ভাল হয়ে গেল! খারাপ কথাটাকে ভাল বলে ধরে নেওয়া বুঝি বা বিজ্ঞের কাজ?

ধাত্রী। আপনিই যদি রোমিও হন তাহলে আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে।

বেনভোল্লো। বোধহয় রোমিওকে নৈশভোজনের নেমন্তন্ন করবে?

মার্কিউশিও। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

রোমিও। কি হলো?

মার্কিউশিও। না কিছু না। একটা খড়গোস স্যার। একটা বুড়ো খড়গোস। (পায়চারি ও গান করতে লাগল) আচ্ছা রোমিও, তুমি এখন বাড়ি যাবে না? তাহলে তোমাদের বাড়িতেই মধ্যাহ্ন ভোজনটা সারা যাবে।

রোমিও। তুমি আগে যাও, পরে আমি যাচ্ছি।

মার্কিউশিও। বিদায় বৃদ্ধা মহিলা। বিদায়। (গানের সুরের ভঙ্গীতে) মহিলা, মহিলা, মহিলা। (মার্কিউশিও ও বেনভোল্লোর প্রস্থান)

ধাত্রী। আচ্ছা মশাই, লোকটা কী ধরনের ব্যবসায়ী! একেবারে বাচালতায় ভরা।

রোমিও। ও এমনই একজন ভদ্রলোক যে কথা বলতে ভালবাসে। ও এক মুহূর্তে যত কথা বলতে পারে, লোকে একমাসে তা পারে না।

ধাত্রী। ও আমার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলে তাহলে আমি কিন্তু দেখে নেব ও কেমন লোক। ওরকম কুড়িটা ফতো ছোঁড়াকে আমি জব্দ করতে পারি। আমি একটা বাজারে মেয়েছেলে বা চটুল প্রেম-প্রেম খেলার মেয়ে নই। ও যদি নিজের খুশিমত আমাকে ব্যবহার করে বা যা তাই বলে তাহলে তোমাকে কিন্তু তার ফল ভোগ করতে হবে।

পিটার। কই, আমি ত কাউকে তোমাকে খুশিমত ব্যবহার করতে দেখিনি। যদি তা দেখতাম তাহলে অস্ত্র কোষের ভিতরে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ত। কেউ আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেই আমি অস্ত্র বার করে ফেলি আবার আইনেরও সাহায্য নিই।

ধাত্রী। আমি এত রেগে গিয়েছি যে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ঠগ জুয়োচোর কোথাকার।—কিছু মনে করবেন না মশাই (রোমিওর প্রতি) মেয়েটা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। সে আপনাকে যা বলতে বলেছে তা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনি যদি তাকে বোকা বানান অথবা তার সঙ্গে কারচুপি খেলেন তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে, তাহলে সেটা ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে খুবই অপমানজনক ব্যাপার হবে। কারণ তার বয়স খুবই কাঁচা।

রোমিও। ধাইমা, তোমার পালিতকন্যাকে আমার কথা বলে বলবে যে

আমি তোমার একথার প্রতিবাদ করছি।

ধাত্রী। না না, আমি নিশ্চয়ই তা বলব। হা ভগবান, সে নিশ্চয়ই খুশি হবে একথা শুনে।

রোমিও। তুমি তাকে আমার সম্বন্ধে কি বলবে? নিশ্চয়ই খারাপ কিছু বলবে না।

ধাত্রী। আমি তাকে বলব যে আপনি প্রতিবাদ করেছেন। আর আমি মনে করি তা করে আপনি ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজই করেছেন।

রোমিও। কোন রকমে সুযোগ করে আজ বিকালে তাকে আসতে বল না। তাকে ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় যেতে বলবে। সেখানেই আমাদের স্বীকারোক্তি ও বিয়ের কাজ সব হয়ে যাবে। এই নাও তোমার সেই পারিশ্রমিক।

ধাত্রী। না না মশাই, একটা টাকাও আমি নিতে পারব না।

রোমিও। যাও যাও। তোমাকে নিতেই হবে।

ধাত্রী। আজকের বিকালে? আচ্ছা ও ওখানে ঠিক যাবে।

রোমিও। আর একটু দাঁড়াও, এই মঠের পিছনের দেওয়ালের পাশে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার একজন লোক গিয়ে তোমাকে একটা দড়ির সিঁড়ি এনে দেবে। সেটা সাবধানে রাখবে। ঐ সিঁড়ি বেয়েই আমি রাত্রিতে গোপনে দেখা করব। ওটা যেন আমার চরম আনন্দের চূড়ায় ওঠারও সিঁড়ি। বিদায়, খুব সাবধান কিন্তু। আমি অবশ্য তোমার পারিশ্রমিক পুষিয়ে দেব। আচ্ছা বিদায়, আমার কথা তোমার মনিবকন্যাকে বলো।

ধাত্রী। তোমার লোক খুব বিশ্বাসী ত? তুমি কি জান না, দুজনের গোপন কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে বলতে নেই?

রোমিও। সেবিষয়ে ভাবনার কিছু নেই। আমার লোক ইস্পাতের মতই খাঁটি।

ধাত্রী। ভালই তাহলে। আমার মনিবকন্যা খুব মিষ্টি মেয়ে। হা ভগবান। তাহলে বলি শোন। এই শহরে প্যারিস নামে একজন জমিদার আছে। সে ওকে বিয়ে করতে পেলে বর্তে যায়। কিন্তু ও তাকে বিষাক্ত সাপের মত ভয় করে এড়িয়ে চলে। আমি যদি মাঝে মাঝে ওকে রাগাবার জন্যে বলি, প্যারিস খুব ভাল লোক, ওর মুখখানা তাহলে মলিন হয়ে যায়। আচ্ছা রোজমেরি আর রোমিও নামের আদ্যাক্ষর এক না?

রোমিও। কেন কি হলো ধাইমা? দুটো নামের প্রথমেই 'র' আছে।

ধাত্রী। ওমা, তোমাকে ঠকাচ্ছি। ওটা হচ্ছে একটা কুকুরের নাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওর নামটা অন্য অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে।

রোমিও। আমার কথাটা তাহলে ভাল করে বুঝিয়ে বলো তাকে।
ধাত্রী। নিশ্চয়ই, হাজার বার বলব। পিটার!
পিটার। আসছি।
ধাত্রী। (পাখাখানা পিটারের হাতে দিয়ে) আগে আগে চল।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। ক্যাপুলেত পরিবারের বাগানবাড়ি।

জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। ঘড়িতে ঠিক ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ধাইমাকে আমি পাঠিয়েছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে আসবে বলেছিল। হয়ত সে তার দেখাই পায়নি—না, তা হতে পারে না। ওর আবার পা-টা খোঁড়া। প্রেমিক-প্রেমিকার দূতদের আরও দ্রুতগতি হওয়া উচিত, চিন্তার মতই তাদের যে সূর্যরশ্মি ছায়াকে পাহাড়ের পিছনে ঠেলে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যায় তার থেকে দশগুণ গতিশীল হওয়া দরকার। এজন্য দ্রুতপক্ষ কপোত প্রেম আকর্ষণ করে তাড়াতাড়ি; এজন্য প্রেমদেবতা বাতাসের মতই দ্রুতগতি। এখন সূর্য মাথার উপরে; বেলা ন'টা থেকে এখন বারোটা। মধ্যাহ্ন গত হতে চলল, তবু এখনো সে ফিরল না। প্রণয় কি জিনিস সে যদি বুঝত, যদি তার শিরায় যৌবনের উত্তপ্ত রক্তের ঢেউ বয়ে যেত, তাহলে গতিশীল বলের মতই দ্রুত ফিরে আসত। তাহলে আমার কথা আমার প্রেমাস্পদকে সব জানিয়ে তার কথাও পৌঁছে দিত আমার কাছে। কিন্তু বুড়োরা জীবন্মৃত, জড়বৎ, মন্দগতি, সীসের মতই গুরুভার এবং মলিন।

ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ

হা ভগবান! ঐ ত এসে পড়েছে। ও আমার মিষ্টি ধাইমা, খবর কি বলত? তার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে? তোমার লোকটাকে সরে যেতে বল।
ধাত্রী। পিটার, তুমি দরজার বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।

(পিটারের প্রস্থান)

জুলিয়েত। ও আমার মিষ্টি ধাইমা, এবার বলত। হে ভগবান, মুখটা তোমার অমন বিষণ্ণ কেন? খবরটা দুঃখের হলেও তুমি আনন্দের সঙ্গে বল। যদি সুখবর হয়, তাহলে অমন বিষণ্ণ মুখে বলে সুখবরের মাধুর্যটাকে নষ্ট করে দিতে চলেছ।
ধাত্রী। আমি এখন ক্লান্ত; আমাকে একটু সময় দাও। হাড়গুলো সব ব্যথা করছে। কী জোরেই না পথ চলেছি।
জুলিয়েত। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি আমার দেহের হাড়গুলো দিয়ে তোমার কাছ থেকে খবরটা নিই। না, না, আমি প্রার্থনা করছি, তুমি বল, সবকিছু বল।

ধাত্রী। হা ভগবান। এত তাড়াতাড়ি কেন? তুমি একটুখানি অপেক্ষা করতে পারছ না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, আমি হাঁপাচ্ছি।

জুলিয়েত। তোমার যখন এ কথাটা বলার ক্ষমতা আছে যে তোমার কথা বলার ক্ষমতা নেই, তাহলে কি করে বিশ্বাস করব যে তোমার সত্যিই কথা বলার ক্ষমতা নেই? আসল কথাটা না বলার অজুহাত দেখাতে গিয়ে যতটা দেরি করছ কথাটা বলতে তত দেরি হত না। খবরটা ভাল না মন্দ? আগে এ কথাটার উত্তর দাও। যাহোক একটা বল এবং তাহলে আমি এখনকার মত চুপ করে থাকব। শুধু বল, খবরটা ভাল না মন্দ।

ধাত্রী। তোমার পছন্দটা মোটামুটি। কেমন করে বর বাছাই করতে হয় তা তুমি জানই না। রোমিও! না না। অবশ্য তার মুখখানা যেকোন লোকের থেকে ভাল। তার পাও ভাল। তার চেহারা, হাত পায়ের পাতারও তুলনা হয় না। যদিও সে সৌজন্যের ফুল নয়, তথাপি সে ভেড়ার ছানার মতই শান্ত। ভগবানের নাম করে যা ভাল বোঝ কর বাবা। মধ্যাহ্ন ভোজন করেছ বাড়িতে?

জুলিয়েত। না না, এসব আমি আগেই জানতাম। এখন বিয়ের কথা কি বলল তাই বল। তার কি হলো?

ধাত্রী। হা ভগবান! আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথায় কে যেন ঘা দিচ্ছে, মাথাটা এখনি কুড়িটা টুকরো হয়ে যাবে। আমার পিঠেও ব্যথা করছে। গোটা পিঠটা। এখন দেখছি তুমি এত তাড়াতাড়ি যাওয়া আসা করিয়ে আমায় মারার জন্য পাঠিয়েছিলে।

জুলিয়েত। আচ্ছা, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু হে আমার মিষ্টি ধাইমা, আমার প্রিয়তম কি বলল তা বল না।

ধাত্রী। একজন সৎ ভদ্রলোকের যা বলা উচিত তাই বলেছে তোমার প্রিয়তম। আমি বলছি ত, সে ভদ্র, সুন্দর এবং গুণবান। তোমার মা কোথা?

জুলিয়েত। আমার মা কোথা? আমার মা ভিতরে আছে। কোথায় আবার থাকবে? এই কি তোমার উত্তর হলো আমার কথার? 'তোমার প্রিয়তম ভদ্রলোকের যা বলা উচিত তাই বলেছে, তোমার মা কোথা?'

ধাত্রী। ও হরি, মেয়ের কথা শোন। তুমি এতই রেগে গেছ? আমার ব্যথিত হাড়গুলোর উপর বেশ প্রলেপ দিলে যাহোক। যাও, তুমি তোমার খবর নিয়ে এস নিজে গিয়ে।

জুলিয়েত। বেশ ত ঝামেলা দেখছি। এখন রোমিও কি বলল তাই বল।

ধাত্রী। আজ তোমার বাইরে যেতে সময় হবে?

জুলিয়েত। হ্যাঁ, হবে।

ধাত্রী। তাহলে তুমি সোজা ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় চলে যাবে। সেখানে একজন লোক তোমার স্বামী হবার জন্য এবং তোমাকে তার স্ত্রী

করার জন্য অপেক্ষা করবে। এখন দেখছি খুশির রক্তে তোমার গালগুলো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। অন্য কোন খবর শুনলে তা দেখতে হত বেগুনি রঙের। যাও, তুমি গীর্জায় যাও। আমাকে যেতে হবে আবার অন্য দিকে একটা মই আনতে। সেই মই দিয়ে তোমার প্রিয়তম রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পাখির বাসায় উঠবে। তোমরা আনন্দ করবে আর আমাকে খেটে খেটে মরতে হবে। তবে রাত্রিতে যত দায়িত্বের বোঝা তোমাকেই বইতে হবে। আমি এখন খেতে যাচ্ছি, তুমি তোমার ঘরে যাও।

জুলিয়েত। যাকে বলে একেবারে চরম সৌভাগ্য। বিদায় ধাইমা।

ষষ্ঠ দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানা।

ফ্রায়ার লরেন্স ও রোমিওর প্রবেশ

ফ্রায়ার লরেন্স। ঈশ্বর যেন তোমাদের এই শুভকাজে সুপ্রসন্ন হন। পরে যেন কোন দুঃখ পেতে না হয়।

রোমিও। ঈশ্বর দয়া করুন, যত দুঃখ আসে আসুক। আমার প্রিয়তমাকে দেখে যে আনন্দ আমি পাই সে আনন্দকে কোনদিন ম্লান করে দিতে পারবে না সে দুঃখ। আপনি শুধু মন্ত্রদ্বারা আমাদের দুটি হাত এক করে দিন। তারপর দেখি মৃত্যু আমাদের এই প্রেমকে গ্রাস করতে পারে কি না। তাকে একবার আমার বলে ডাকতে পারাটাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

ফ্রায়ার ল। এইসব ভয়ঙ্কর আনন্দের কিন্তু ভয়ঙ্করভাবেই পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে এবং জয়ী হয়েও মৃত্যুবরণ করতে হয় সে আনন্দকে। বারুদ ও আগুনের মিলনে যেমন বিস্ফোরণ ঘটে, এবং তারা উভয়েই শেষ হয়ে যায়, তোমাদের এই মিলনও তেমনি বিপজ্জনক। যে মধু খুব বেশী মিষ্টি তা মানুষের ক্ষুধা নষ্ট করে দেয় এবং তার অতিরিক্ত মাধুর্যের জন্য লোকে তা এড়িয়ে চলে। তেমনি ভালবাসাবাসির ব্যাপারে মধ্যপন্থা মেনে চলতে হয়, তাহলে সে ভালবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয়। বেশী তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি করা মোটেই ভাল নয়, কারণ অতিদ্রুততার ফলও অবশ্য মন্দগতির মতই খারাপ হয়।

জুলিয়েতের প্রবেশ

ঐ আসে প্রিয়তমা। কত হালকা ওর পা। ও পায়ে পাষাণ কখনো ক্ষয় হবে না। লঘুপক্ষ ফড়িং যেমন গ্রীষ্মকালের বাতাসে উড়ে বেড়ায় কিন্তু মাটিতে নামে না, তেমনি প্রেমিক প্রেমিকারাও লঘুপক্ষ ও দ্রুতগামী হয়ে ওঠে সংকেত অনুসারে মিলনকুঞ্জে যাবার বেলায়। তবে প্রেমের অহঙ্কারও তেমনি অলীক এবং গুরুত্বহীন।

জুলিয়েত। প্রণাম গুরুদেব।

ফ্রায়ার লরেন্স। আমাদের পক্ষ থেকে রোমিও তোমাকে ধন্যবাদ দেবে।

জুলিয়েত। ধন্যবাদ তাকেও দেওয়া উচিত। একা আমি তার ধন্যবাদ নিতে

যাব কেন।

রোমিও। আচ্ছা জুলিয়েত, তোমার আনন্দ যদি আমার আনন্দের সমান হয় এবং তোমার দক্ষতাও বেশী, তাহলে গানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করো। আমাদের এই মিলনে যে আনন্দ লাভ করেছ তা তোমার গানের সুরে ফেটে পড়ুক আর সেই সুরের দ্বারা চারপাশের বাতাসকে মধুর করে তুলুক।

জুলিয়েত। যাদের মধ্যে কিছু সারবস্তু আছে, যারা শুধু কথাসার নয়, তারা কখনো বাইরের অলঙ্কারের বা জাঁকজমকের দম্ভ করে না, করে ত তাদের বস্তুরই বড়াই করে। যারা তাদের সম্পদের গণনা করতে পারে তারা ত কাঙাল। আমার প্রেমসম্পদ এতই বেশী যে তা মাপতে পারি না।

ফ্রায়ার ল। এসো, এসো আমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা দুজনে ধর্মমতে মিলিত হচ্ছ ততক্ষণ তোমরা দুজনে নির্জনে থাকবে না। (প্রস্থান)

□ তৃতীয় অঙ্ক □

প্রথম দৃশ্য। বারোয়ারীতলা

মার্কিউশিও, বেনভোল্লো ও কয়েকজন ভৃত্যের প্রবেশ

বেনভোল্লো। আমি তোমার পায়ে পড়ি মার্কিউশিও, চল আমরা চলে যাই। আজ বড় গরম। ক্যাপুলেত-বাড়ির লোকজনেরাও সব বাইরে বেরিয়েছে। দেখা হলেই একটা হাঙ্গামা হবে। দারুণ গরমের দিনে মানুষের রক্ত সহজেই গরম হয়ে ওঠে।

মার্কিউশিও। তুমি হচ্ছ এমন এক ধরনের লোক যারা মদের দোকানে ঢুকে একপাত্র খেতে না খেতেই তরোয়ালটা টেবিলের উপর রেখে বলে, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পাত্র পেটে পড়তেই কোন দরকার না থাকলেও খাপের মধ্যে তরোয়াল খুঁজতে যায়।

বেনভোল্লো। আমি কি সেই ধরনের লোক?

মার্কিউশিও। যাও যাও, তোমার মত রাগী লোক সারা ইটালিতে একটাও নেই। তুমি খুব তাড়াতাড়ি রেগে যাও আর রাগলেও তেমনি আগুন হয়ে ওঠ।

বেনভোল্লো। কি করে শুনি?

মার্কিউশিও। তোমার মত যদি আর একজন কেউ থাকত তাহলে তোমরা দুজনে মারামারি করে মরে যেতে। হ্যাঁ, তুমি হচ্ছ এমনই একজন লোক যে তোমার থেকে কারো দাড়িতে একগাছা কি দুগাছা চুল বেশী বা কম থাকলে তার সঙ্গে ঝগড়া করবে। কাউকে সুপারী কাটতে দেখলেও তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করবে, কারণ তার চোখ কটা। যাদের চোখের তারা কটা তারা এমনি যাতেতাতে ঝগড়া করে। ডিমের ভিতরটা যেমন মাংস ভর্তি

থাকে তোমার মাথাটাও তেমনি ঝগড়ায় ভরা। ঝগড়া করার জন্য তেমনি তুমি পচা ডিমের মতই প্রহারও খেয়েছ! একবার তুমি একটা লোক পথে কেশেছিল বলে তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে, কারণ তার কাশিতে রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘুমিয়েপড়া তোমার কুকুরটা জেগে উঠেছিল। ইস্টারের আগে একটা দর্জি নতুন পোষাক পরেছিল বলেও তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে। আর একটা লোক নতুন জুতোতে পুরনো ফিতে লাগাচ্ছিল বলেও তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে। আর তুমি নিজে আমাকে ঝগড়া না করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছিলে।

বেনভোল্লো। আমি যদি তোমার মত ঝগড়াটে হতাম তাহলে আমার জীবনের বীমা কেউ কিনত না।

মার্কিউশিও। ভারী তোমার জীবন তার আবার জীবনবীমা।

টাইবল্‌ট ও কয়েকজনের প্রবেশ

বেনভোল্লো। ঐ ক্যাপুলেতদের লোক আসছে।

মার্কিউশিও। আসুকগে, আমি ওদের গ্রাহ্যই করি না।

টাইবল্‌ট। (অনুচরদের প্রতি) তোমরা আমার পিছু পিছু এস; আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। (মার্কিউশিওর প্রতি) ও মশাইরা শুনুন শুনুন, আপনাদের একজনের সঙ্গে একটা কথা আছে।

মার্কিউশিও। আমাদের একজনের সঙ্গে মাত্র একটা কথা আছে? এই কথার সঙ্গে আর একটা কিছু অন্ততঃ যোগ করুন। এই ধরুন, কথার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মারপিট।

টাইবল্‌ট। তাতে আমি সবসময়ই প্রস্তুত। ভাল ত, আপনারাই প্রথমে শুরু করুন।

মার্কিউশিও। অন্যকে সুযোগ না দিয়ে কেমন করে তা তুমি আশা করতে পার?

টাইবল্‌ট। মার্কিউশিও! তুমি নিশ্চয় রোমিওর সহচর।

মার্কিউশিও। সহচর! আমাকে তুমি তীর্থের পাণ্ডা পেয়েছ নাকি। তার মানে সব জায়গাতেই ঝগড়া করার অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছ। এই দেখেছ পাণ্ডাগিরির ছড়ি। এই ছড়ির চোটে নাচাতে পারি। একবার সহচর বলার ফল দেখিয়ে দেব হাতে হাতে।

বেনভোল্লো। এটা বারোয়ারী জায়গা, লোক আনাগোনা করছে অনবরত। হয় কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে কথা বল, না হয় তোমরা শান্তভাবে যুক্তির সঙ্গে কথা বল। আর তা না হলে যাও। লোকে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

মার্কিউশিও। তাকাবার জন্যেই মানুষের চোখ থাকে। অন্য কাউকে খুশি করার জন্যে আমি কোথাও যাব না। আমার নাম মার্কিউশিও।

রোমিওর প্রবেশ

টাইবল্‌ট। যাক, এবার আমাদের মধ্যে আর ঝগড়া করে কোন লাভ

নেই। আমি যাকে চাইছিলাম সে এসে গেছে।

মার্কিউশিও। তুমি বলছ তোমার লোক এসে গেছে। কিন্তু আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলব যদি উনি তোমার জনমজুর হিসাবে তোমার হুকুম তামিল করতে তোমার সঙ্গে মাঠে যায়। তবে উনি একজন লোক বটেন।

টাইবল্‌ট। রোমিও, আমি যতটুকু তোমায় জানি তাতে আমি তোমায় এক শয়তান ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।

রোমিও। টাইবল্‌ট, আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার এই অভদ্র সম্ভাষণে আমার রাগ হলেও আমি কিছু বললাম না। তবে জেনে রেখো, আমি মোটেই শয়তান নই। সুতরাং চলে যাও, তুমি হয়ত আমায় চিনতে পারনি।

টাইবল্‌ট। না বৎস। তুমি আমার যা ক্ষতি করেছ তা একথায় পূরণ হবে না। অতএব তরোয়াল ধরো।

রোমিও। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করছি। আমি কখনই তোমার কোন ক্ষতি করিনি। বরং তোমায় এত ভালবাসি যে তার কারণ না জানা পর্যন্ত তুমি তা কল্পনা করতেও পারবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হোন হে ক্যাপুলেত বংশধর। মনে রাখবেন ক্যাপুলেত এই নামটি আমি আমার নিজের নামের মতই শ্রদ্ধা করি। সন্তুষ্ট হোন।

মার্কিউশিও। থাম থাম রোমিও। তোমার এ আত্মসমর্পণ অপমানজনক এবং গ্লানিকর। এ কথা শুনে আমার সব ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি আমি। টাইবল্‌ট, ইঁদুর-রাজা, তুমি কি ভেবেছ এখান থেকে চলে যাবে!

টাইবল্‌ট। না গেলে তুমি কি করতে চাও আমাকে নিয়ে?

মার্কিউশিও। মহাশয় ইঁদুর-রাজা। আমি শুধু তোমাদের নয়জনের মধ্যে একজনের জীবন নেব। পরে আটজনকে মজা দেখাব! তুমি তোমার তরোয়াল বার করো।

টাইবল্‌ট। আমি দেখে নেব তোমাকে। (অসি নিষ্কাশন)

রোমিও। শোন মার্কিউশিও, শান্ত হও। অস্ত্র সংবরণ করো।

মার্কিউশিও। (টাইবল্‌টের প্রতি) এসো দেখি, কোথায় তোমার অস্ত্র। (যুদ্ধ)

রোমিও। ওদের থামাও বেনভোল্লো। টাইবল্‌ট, মার্কিউশিও, তোমরা থাম। তোমরা ভদ্রলোক হয়ে এইভাবে লড়াই করছ! তোমরা জাননা, যুবরাজ ভেরোনার রাজপথে এই ধরনের মারামারি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন? (টাইবল্‌ট রোমিওকে ধাক্কা দিতে রোমিওর হাতের নিচে দিয়ে মার্কিউশিওকে আঘাত করে তার লোকজন নিয়ে প্রস্থান করল।)

মার্কিউশিও। আমি আহত হয়েছি। ওরা কি চলে গেছে সবাই বিনা আঘাতে? দুটো বংশই ধ্বংস হোক। মনে হচ্ছে আঘাতটা খুব বেশী লেগেছে!

বেনভোল্লো। চোট লেগেছে?

মার্কিউশিও। হ্যাঁ, একজায়গায় কেটে গেছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট। কই আমার চাকরটা কোথায়? আর কি হবে, যা একটা সার্জেন ডেকে নিয়ে আয়।

রোমিও। ভয় নেই, আঘাতটা এমনকিছু গুরুতর নয়।

মার্কিউশিও। না, ক্ষতটা তেমন গভীর নয়, আবার তেমন গীর্জার দরজার মত চওড়াও নয়। কিন্তু এটাই যথেষ্ট। কাল দেখবে আমার অবস্থা কি হয়। আমাকে হয়ত বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। দুটো বাড়িই জাহান্নামে যাক। বেটা ইঁদুর বেড়ালের মত একটা লোককে আঁচড়ে মেরে দিয়ে গেল। বেটা শয়তান, বদমাস, অঙ্কের বই পড়ে যুদ্ধ করে। তুমি মাঝখানে কেন এসে পড়লে রোমিও। তোমার হাতের নিচে আমি আহত হয়েছি।

রোমিও। আমি ভেবেছিলাম সব ভালয় ভালয় চুকে যাবে।

মার্কিউশিও। আমায় কোন একটা বাড়িতে নিয়ে চল বেনভোল্লো, না হলে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব। তোমাদের দুটো বাড়িই জাহান্নামে যাক। ওরা আমার হাড় মাংস থেকে পোকা গজিয়ে ছাড়লে। নিপাত যাক দুটো বাড়ি।

(মার্কিউশিওকে নিয়ে বেনভোল্লোর প্রস্থান)

রোমিও। এই ভদ্রলোক যুবরাজের নিকট আত্মীয় এবং আমার বন্ধু। আমার জন্যই আজ ও মারাত্মক আঘাতে আহত। টাইবল্‌টের নিন্দার আঘাতে আমার যশও ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ এই টাইবল্‌ট সম্বন্ধে আমার শ্যালক। হায় সুন্দরী জুলিয়েত, তোমার সৌন্দর্যের মোহেই আমি এমন স্ত্রৈণ ও তেজহীন হয়ে পড়েছি আজ। সেই ইস্পাতকঠিন সাহস ও তেজ আর নেই আমার মনে।

বেনভোল্লোর পুনঃপ্রবেশ

বেনভোল্লো। হায় রোমিও, বীর মার্কিউশিও মারা গেছে। আমাদের এই মর্ত্যভূমিকে অকালে হেলাভরে ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেল।

রোমিও। আজ যে বিপদ যে দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হলো তার শেষ কোথায় কে জানে।

টাইবল্‌টের পুনঃপ্রবেশ

বেনভোল্লো। প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ অবস্থায় টাইবল্ট আবার এসে গেছে।

রোমিও। মার্কিউশিও মারা গেল আর ও বিজয় উল্লাসে জীবিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কোন শান্তশীতল নম্রতা বা ক্ষমা নয়। এক অগ্নিতপ্ত দৃঢ়তা আর ক্রোধোদ্দীপ্ত কঠোরতা নেমে এস আমার আচরণে। শোন শয়তান টাইবল্ট, যে ঘৃণা তুমি একদিন আমায় দিয়েছিলে, তা এখন ফিরিয়ে নাও। মার্কিউশিওর আত্মা একটু আগে আমাদের ছেড়ে সবেমাত্র স্বর্গের পথে পাড়ি দিয়েছে। সে এখনও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমিও তার সঙ্গী হবে। জেনে রেখো, হয় তুমি না হয় আমি দুজনের একজন তার সঙ্গে যাবই।

টাইবল্‌ট। পাজী ছোকরা কোথাকার, তুমি যেমন তার ইহকালের সঙ্গী ছিলে

তেমনি তার পরকালেরও সঙ্গী হবে।

রোমিও। এখনই তা বোঝা যাবে (যুদ্ধ ও টাইবল্‌টের পতন)

বেনভোল্লো। রোমিও পালাও, চলে যাও এখান থেকে। শহরের লোকেরা সব জেনে গেছে। টাইবল্‌ট মারা গেছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। যদি তুমি ধরা পড়ো তাহলে যুবরাজ নিশ্চয়ই তোমার ফাঁসির হুকুম দেবেন। সুতরাং চলে যাও।

রোমিও। আমি হচ্ছি ভাগ্যের হাতের পুতুল মাত্র।

বেনভোল্লো। এখনো দাঁড়িয়ে আছ? (রোমিওর প্রস্থান)

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক। মার্কিউশিওকে যে মেরেছে সে কোন্‌দিকে পালাল? হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইবল্‌ট খুনীটা মেরেছে। গেল কোনদিকে শয়তানটা?

বেনভোল্লো। ওই মরে পড়ে আছে টাইবল্‌ট।

প্রথম নাগরিক। এখন মশাই চলুন ত আমার সঙ্গে। আমি ভেরোনার যুবরাজের নামে অভিযুক্ত করছি আপনাকে। আমার কথা শুনতে হবে আপনাকে।

যুবরাজ, পারিষদবর্গ মন্তেগু ও ক্যাপুলেত পরিবারের সকলের প্রবেশ।

বেনভোল্লো। হে মহান যুবরাজ! আমি এই মারাত্মক ঘটনার সবকিছু জানি। এখানে যে লোকটি মরে পড়ে রয়েছে সে আপনার আত্মীয় বীর মার্কিউশিওকে হত্যা করেছে এবং যুবক রোমিও আবার একে হত্যা করেছে।

ক্যাপুলেতপত্নী। আমার ভাইএর ছেলে টাইবল্‌ট। শুনুন যুবরাজ, শুনুন আমার স্বামী, আমার প্রিয় আত্মীয়ের রক্তপাত যখন হয়েছে তখন তার প্রতিশোধস্বরূপ মন্তেগু পরিবারের লোকদেরও রক্তপাত ঘটাতে হবে। রক্তের বদলে রক্ত চাই। হায় আমার ভাইপো।

যুবরাজ। বেনভোল্লো, আচ্ছা বলত, কে প্রথমে এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার সূত্রপাত করে?

বেনভোল্লো। প্রথম শুরু করে টাইবল্‌ট, যে এখানে মরে পড়ে রয়েছে এবং রোমিও যাকে হত্যা করেছে। রোমিও তাকে ভাল কথাই বলেছিল, ঝগড়া করতে নিষেধ করেছিল। ঝগড়া করলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন সেকথাও বলেছিল। এইসব কথা সে শান্ত ও ভদ্রভাবে তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে অনুনয় বিনয়ের সুরে বলেছিল। কিন্তু এসব কথা টাইবল্‌টের উদ্ধত ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারেনি। এসব কথায় সে কান দেয়নি, বীর মার্কিউশিওর বক্ষ ভেদ করে সে চালিয়ে দেয় তার ইস্পাতের তরবারি। মার্কিউশিও একহাতে টাইবল্‌টের আঘাত ঠেকাবার চেষ্টা করে এবং আর এক হাতে টাইবল্‌টকে আক্রমণ করে। টাইবল্‌টও দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেয় তার। তখন মার্কিউশিও রোমিওর নাম ধরে চীৎকার করতে থাকে।

রোমিও হাত দিয়ে থামাতে এলে তার হাতের তলা দিয়ে টাইবল্‌ট মার্কিউ-শিওকে ভয়ানকভাবে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে আবার ফিরে এলে রোমিও তার নবজাত প্রতিশোধবাসনার বশে তাকে আক্রমণ করে। আমি তাদের ছাড়িয়ে দেবার আগেই টাইবল্‌ট নিহত হয়। আর তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোমিও পালিয়ে যায়। এই হলো আসল কথা। একথা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আমার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন।

ক্যাপুলেতপত্নী। মন্তেগু পরিবারের আত্মীয়। স্নেহের বশবর্তী হয়ে ও সত্যি কথা বলছে না। এই মারামারির ঘটনাতে কুড়িজন জড়িত আছে। এই কুড়িজনে মিলে একজনকে হত্যা করেছে। আমি এখন বিচার চাই যুবরাজ এবং আশা করি সে বিচার আমি আপনার কাছে পাব। রোমিও টাইবল্‌টকে হত্যা করেছে আর সেজন্য তার মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত।

যুবরাজ। রোমিও টাইবল্‌টকে মেরেছে, টাইবল্‌ট মার্কিউশিওকে হত্যা করে-ছিল। এখন টাইবল্‌টের রক্তের মূল্য কে দেবে?

মন্তেগু। রোমিও নিশ্চয়ই না। মার্কিউশিওর বন্ধু হচ্ছে রোমিও। আইনের চোখে যে মৃত্যুদণ্ড লাভ করত টাইবল্‌ট; সে মৃত্যুদণ্ড রোমিও দিয়েছে নিজের হাতে। এতে অপরাধ কোথায় যুবরাজ?

যুবরাজ। আমি সেই অপরাধের জন্য এই মুহূর্তে নির্বাসনদণ্ড দান করলাম রোমিওকে। আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি তোমাদের পার-স্পরিক ঘৃণা বা হিংসা কতদূরে নিয়ে যায় তোমাদের। তোমাদের এই রক্তক্ষয়ী ঝগড়া মারামারি দেখে আমার হৃদয়েও রক্ত ঝরছে। এজন্য এমন অর্থদণ্ড দান করব তোমাদের যাতে অনুতাপ ভোগ করতে হবে তোমাদের আমার এই ক্ষতির জন্য। তোমাদের এ বিষয়ে কোন অনুনয় বিনয়, ওজর আপত্তি বা অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা কিছুই শুনব না আমি। সুতরাং তা করার চেষ্টা করবে না। রোমিওকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বল। তা না হলে যখন যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে তাকে সেই মুহূর্তেই সেখানে হত্যা করা হবে। এখান থেকে মৃতদেহটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের পরবর্তী আদেশ পরে জেনে নিও। হত্যাকারীকে কখনই ক্ষমা করা যায় না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ি।

জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। সূর্যরথবাহী হে সপ্তাশ্বদল, আরও আরও দ্রুতবেগে চল অস্তাচল-পথে। তা না হলে ফীটনের মত একটা মন্দগতি গাড়িও তোমায় হার মানিয়ে দেবে। ত্বরান্বিত করো মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির আগমনকে। প্রেমিক প্রেমিকাদের সুবিধার জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে দাও রাত্রির কালো যবনিকা। যাতে করে পলাতক আসামীরা একটু তন্দ্রাসুখ উপভোগ করতে পারে এবং আমার প্রিয়-

তম রোমিও অদৃশ্য ও অবিদিত অবস্থায় এসে আমার এই বাহুযুগলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের আপন আপন সৌন্দর্যের আলোকেই দেখতে পায় তাদের প্রেমের কার্যাবলী। আর প্রেম যদি অন্ধ হয় তাহলে রাত্রির অন্ধকারে তা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বেশী। হে প্রিয় রাত্রিসহচরী, কৃষ্ণবসনা সুন্দরী, তুমি এসে শিখিয়ে দাও, দুটি কৌমার্যশুভ্র হৃদয়ের প্রণয়-খেলায় আমি জিতেও কেমন করে হারতে পারি। তুমি এসে তোমার কৃষ্ণ আবরণ দ্বারা আবৃত করে দাও আমার কপোলফলকে প্রতিফলিত উদ্ধত অবাধ্য রক্তের উচ্ছ্বাসকে। তার ফলে আমাদের আশ্চর্য প্রণয়লীলা যেন আরও বিশুদ্ধ, বলিষ্ঠ, সরল ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। হে রাত্রি, এস ত্বরা করি। হে রোমিও, অন্ধকার রাত্রির মাঝে তুমিই আমার দিন। উড়ন্ত দাঁড়কাকের কালো পিঠের উপর ঝরেপড়া তুষারের মত রাত্রির পাখায় ভর করে তুমি চলে এস। তোমার কৃষ্ণকুটিল ভ্রূকুটি নিয়ে হে রাত্রি এসে পড়। আমার রোমিওকে এনে দাও। রোমিওর মৃত্যু হলে তুমি তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে ছড়িয়ে দিও আর তার ফলে রাত্রির আকাশটা এত সুন্দর হয়ে উঠবে যে পৃথিবী আর সূর্যকে কোনদিন ভাল না বেসে শুধু রাত্রিকেই ভালবাসবে। হায়, আমি শুধু প্রেমের সৌধকে চিনেছি মাত্র। এখনো দখল করতে পারিনি; আমি বিক্রীত হয়েছি শুধু, আমাকে এখনো ভোগ করা হয়নি। কোন অধৈর্য শিশুর কাছে প্রাক-উৎসব রজনীর মত এদিন আমার কাছে অতীব দুঃসহ। কোন শিশু নতুন পোষাক পেয়েও পরতে না পেলে তার যেমন অবস্থা হয় আমারও এখন সেই অবস্থা। আমার ধাইমা আসছে দেখছি।

দড়িহাতে ধাত্রীর প্রবেশ

মনে হয় ও খবর আনছে। যে কথায় রোমিওর নাম থাকে সেকথা মনে হয় ঈশ্বরের আকাশবাণী। আচ্ছা ধাইমা, কি খবর? ওটা কি দড়ি, রোমিও যা আনতে বলেছিল?

ধাত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ দড়ি। (মাটিতে ফেলে দিয়ে)

জুলিয়েত। তা ত হলো, খবর কি? তুমি হাতদুটো অমন করে মোচড়াচ্ছ কেন?

ধাত্রী। হায় হায়! সে মরে গেছে, সে আর নেই, আমাদের সর্বনাশ হলো। এমন দুঃখের দিন আর মানুষের আসে না। সে খুন হয়েছে, মারা গেছে।

জুলিয়েত। ঈশ্বর কখনো আমাদের সুখে এতখানি বাদ সাধতে পারে?

ধাত্রী। ঈশ্বর পারে না। কিন্তু রোমিও পারে। এমন যে হবে কে তা ভাবতে পেরেছিল! হা রোমিও!

জুলিয়েত। তুমি কেন আমায় শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? এ কষ্ট ভয়ঙ্কর নরকযন্ত্রণাকেও হার মানিয়ে দেবে। রোমিও কি আত্মহত্যা করেছে? বল হ্যাঁ, কি না। যদি বল হ্যাঁ তাহলে পুরাণের ককাট্রিসের দৃষ্টিতে লুকিয়েথাকা

মৃত্যুবাণের মতই তা হবে সাংঘাতিক। তুমি চোখ বন্ধ করে ইংগিতেও হ্যাঁ বলতে পার। যাইহোক হ্যাঁ বা না সংক্ষেপে যা উত্তর দেবে তার উপর নির্ভর করবে আমার জীবনের সুখদুঃখ।

ধাত্রী। আমি দেখেছি তার আঘাত, নিজের চোখে দেখেছি। আঘাত পেয়েছে একেবারে বুকের উপর। রক্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে সারা দেহ। দেখলে মায়া হয়।

জুলিয়েত। হে রিক্ত নিঃস্ব অন্তর, এখনি বিদীর্ণ হও। চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাক এ চোখের দৃষ্টি। হে নিষ্ঠুর পৃথিবী, মাটিতে মিশে যাও একেবারে। একই শবাধারে সমাহিত হও রোমিওর সঙ্গে।

ধাত্রী। হায় টাইবল্‌ট, আমার বন্ধু টাইবল্‌ট, ভদ্র সদাচারী। তোমার মৃত্যুও আমায় দেখতে হলো!

জুলিয়েত। কেন এমন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হলো? রোমিও এবং টাইবলট দুজনেই মারা গেল! আমার জ্ঞাতিভাই এবং স্বামী দুজনেই যদি মারা যায় তাহলে আর কেউ রইল না পৃথিবীতে। সমস্ত পৃথিবী রসাতলে যাক।

ধাত্রী। টাইবল্‌ট মারা গেছে আর রোমিও নির্বাসিত হয়েছে। রোমিও তাকে খুন করে পালিয়ে গেছে।

জুলিয়েত। হা ভগবান, রোমিওর হাতে টাইবল্‌টের রক্তপাত হয়েছে!

ধাত্রী। হ্যাঁ, ঠিক তাই হয়েছে।

জুলিয়েত। তাহলে ফুলের মত সুন্দর একটা মুখের আড়ালে সাপের মত কুটিল হিংস্র একটা হৃদয় লুকিয়ে ছিল। যেন সুন্দর গুহায় লুকিয়ে ছিল একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগন। কপোতের পাখনাওয়ালা দাঁড়কাক, শান্ত মেষশাবকরূপী একটা নেকড়ে। দেবমহিমাধারী এক ঘৃণ্য বস্তু, উপর থেকে দেখে যা মনে হয় ঠিক তার বিপরীত। সুদর্শন অত্যাচারী। দেবদূতরূপী এক শয়তান। একটা ভণ্ড সাধু। হে বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতি, এই সুন্দর মানবদেহরূপ স্বর্গের মাঝখানে যখন শয়তান সৃষ্টি করে রেখেছ তখন কী প্রয়োজন ছিল তোমার নরকে? এ যেন অপাঠ্য অশ্লীল লেখায় ভর্তি সুন্দরভাবে বাঁধাই করা একখানা বই। সুদৃশ্য প্রাসাদবাসী এক প্রতারক শয়তান।

ধাত্রী। মানুষের মধ্যে সততা বা বিশ্বাস বলে কোন জিনিস নেই। সবাই বিশ্বাসঘাতক। প্রতারক। আমার লোকটা আবার কোথা গেল? আমার সেই ওষুধের শিশিটা দে। এইসব নানারকমের ঝড়-ঝক্কি আর শোক-দুঃখের ঝামেলাই আমাকে অকালে বুড়ো করে তুলেছে। রোমিওটার সত্যি সত্যিই লজ্জা পাওয়া উচিত।

জুলিয়েত। এ ধরনের কথা বলার জন্য তোমার জিবটা পুড়ে যাক। লজ্জা পাবার জন্য তার জন্ম হয়নি। তার মুখচোখের উপর লজ্জা বসলে নিজেই লজ্জা পাবে। সারা বিশ্বের অধিপতির উপযুক্ত এক বিরাট আত্মসম্মানবোধ

প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তার ভ্রূযুগলে। ছি, ছি, ধিক আমার অন্তর, এমন লোককে আমি ভর্ৎসনা করলাম।

ধাত্রী। একি করছ তুমি, যে তোমার ভাইকে মেরেছে তার তুমি জয়গান করছ?

জুলিয়েত। তাহলে কি আমি আমার স্বামীর নিন্দা করব? হে আমার হতভাগ্য স্বামী, আমি কোন্ মুখে তোমার আবার গুণগান করব! আমার শয়তান ভাইটিকে কেন কিজন্য তুমি মারলে? না মারলে ওই হয়ত আমার স্বামীকে খুন করে বসত। অতএব হে নির্বোধ অশ্রু, তোমরা তোমাদের উৎসে ফিরে যাও। তোমরা ভুল করে আনন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলে। এখন থেকে যা কিছু শ্রদ্ধা জানাবে তা শুধু দুঃখকে। টাইবল্‌ট মারা গেছে বলেই আমার স্বামী বেঁচে আছে। টাইবল্‌ট বেঁচে থাকলে আমার স্বামীকে মেরে ফেলত সে। এটা তবুও স্বস্তির কথা। তবে আমি কাঁদছি কেন? টাইবল্‌টের মৃত্যুর থেকেও একটা খারাপ খবর ছিল যাতে আমি মর্মাহত হয়েছি। 'টাইবল্‌ট মৃত এবং রোমিও নির্বাসিত' —'নির্বাসিত' এই কথাটা আমি ভুলতে পারছি না কিছুতেই। অপরাধীর মনে পুরনো পাপ-চেতনার মত মনে বিঁধছে! দশ হাজার টাইবল্‌টের মৃত্যুর থেকেও এ কথাটা অনেক বেশী দুঃখজনক। আচ্ছা, টাইবল্‌টের মৃত্যুতেই ত সবকিছু চুকে যেতে পারত। অথবা যদি এমনই হয় যে শোকদুঃখ সঙ্গী ছাড়া কখনো একা আসে না, তাহলে টাইবল্‌টের সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা মা মরতে পারত। তা না, টাইবল্‌টের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রোমিও নির্বাসিত। ধাত্রী আমায় খবরটা দেবার সময় বলতে পারত টাইবল্‌ট, রোমিও, জুলিয়েত তার বাবা মা সব মরে গেছে। তা না বলে বলল কি না রোমিও নির্বাসিত। সবাই মরে গেলে তার শোকের কোন সীমা পরিসীমা থাকত না, সে শোক ভাষায় প্রকাশ করা যেত না। আচ্ছা ধাইমা, আমার বাবা মা কোথায়?

ধাত্রী। টাইবল্‌টের মৃতদেহটা নিয়ে কান্নাকাটি করছে। সেখানে তুমি যাবে কি? আমি তাহলে সেখানে তোমায় নিয়ে যাব।

জুলিয়েত। মৃত টাইবল্‌টের ক্ষতগুলোকে তারা চোখের জল দিয়ে ধুয়ে দিতে চাইছে। শীঘ্রই তাদের সব অশ্রু শুকিয়ে যাবে। কিন্তু আমারও অশ্রু যদি সেখানে শুকিয়ে যায় এমনি করে, তাহলে কেমন করে রোমিওর নির্বাসনের জন্য শোক প্রকাশ করব; ঐ দড়িগুলো নিয়ে এস। হায় হতভাগ্য বন্ধু, তুমি আমি দুজনেই বঞ্চিত হলাম, কারণ রোমিও নির্বাসিত। গোপনে রাত্রিতে আমার বিছানায় আসার জন্য সে তোমাকে তৈরি করেছিল। কিন্তু আমার কুমারী অবস্থা না ঘুচতেই আমি বিধবা হলাম। এস বন্ধু, আমি বাসরশয্যায় যাচ্ছি, তুমিই এস আমার সঙ্গে। রোমিওর পরিবর্তে মৃত্যুকেই অর্পণ করব আমার কুমারীত্বকে।

ধাত্রী। খুব হয়েছে, যাও তোমার ঘরে যাও। তোমার সুখের জন্যই রোমিওকে নিয়ে আসব আমি। আমি ভালই জানি সে কোথায় আছে। রোমিও আজ রাতেই তোমার এখানে আসবে। আমি তার কাছে যাচ্ছি। সে এখন লরেন্সের আস্তানায় আছে।

জুলিয়েত। ও, তুমি তাকে খুঁজে পেয়েছ? তাহলে আমার এই আংটিটা আমার সেই নাইটকে দেবে। বলবে সে যেন নির্বাসনে যাবার আগে একবার শেষ দেখা দিয়ে যায়। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের কুটির।

ফ্রায়ার লরেন্সের প্রবেশ

ফ্রায়ার ল। এস রোমিও এস। তুমিও সাংঘাতিক লোক। এখন দেখছি দুঃখ তোমার গুণে মুগ্ধ হয়ে তোমায় ছাড়তে চাইছে না। বিপদ তোমার কাঁধে ভর করেছে।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। গুরুদেব, খবর কি? যুবরাজেরই বা আদেশ কি? আবার নতুন কি দুঃখ আমার প্রতীক্ষায় আছে তা জানি না।

ফ্রায়ার ল। দুঃখের সাহচর্যের সঙ্গে তুমি বাছা ত আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়ে আছ। আমি তোমার প্রতি যুবরাজের দণ্ডাদেশের খবর নিয়ে এসেছি।

রোমিও। নিশ্চয় সে আদেশ মৃত্যুদণ্ডের থেকে অনেক বেশী ভয়াবহ।

ফ্রায়ার ল। না, মৃত্যুদণ্ড থেকে অনেক ভাল দণ্ডাদেশ বেরিয়েছে তাঁর মুখ থেকে। উনি তোমার মৃত্যুদণ্ড নয়, নির্বাসনদণ্ড দান করেছেন।

রোমিও। হায় নির্বাসন! তার থেকে দয়া করে বলুন মৃত্যু।

ফ্রায়ার ল। ধৈর্য ধর বৎস। তুমি শুধু ভেরোনা নগর হতে নির্বাসিত। কিন্তু এই ভেরোনার বাইরেও এক বিরাট জগৎ পড়ে আছে।

রোমিও। এই ভেরোনা নগরের সীমার বাইরে কোন জগৎ নেই আমার কাছে। আছে শুধু অনুতাপ, পীড়ন আর নরক। সুতরাং ভেরোনা থেকে নির্বাসন মানেই সমগ্র জগৎ থেকে নির্বাসন আর তার মানেই মৃত্যু। সুতরাং আসলে তিনি আমায় মৃত্যুদণ্ডই দিয়েছেন। ভুল করে বলেছেন নির্বাসন। আপনি যেন একটা সোনার কুড়ুল দিয়ে আমার গলাটা কাটছেন আর তাই নিয়ে হাসাহাসি করছেন।

ফ্রায়ার ল। এ হচ্ছে মহাপাপ, অভদ্রতা, অকৃতজ্ঞতা। তুমি যে অপরাধ করেছ তার আইন অনুসারে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু দয়ালু যুবরাজ আইনের বিধানকে সরিয়ে দিয়ে মৃত্যুর কালো শব্দটাকে নির্বাসনে পরিণত করেছেন। একেই বলে সপ্রেম দয়ালুতা। কিন্তু তুমি তা মোটেই বুঝতে পারছ না।

রোমিও। এটা একটা নিষ্ঠুর পীড়ন, দয়া নয়। জুলিয়েত যেখানে বাস করে সেই জায়গাই স্বর্গ। সেখানকার কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর প্রতিটি নিকৃষ্ট প্রাণীও

স্বর্গসুখ উপভোগ করে থাকে; তারা জুলিয়েতকে দেখতে পায়; কারণ এমন কি মাছিরাও সম্মান ও স্বাধীনতার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে জুলিয়েতের সঙ্গে। প্রিয়তমা জুলিয়েতের হাতের উপর বসে তারা তার গায়ের রঙের শুভ্রতায় বিস্মিত হবে। তার ওষ্ঠাধরের মাধুর্য উপভোগ করবে। তাদের চুম্বনের কথা ভেবে লজ্জারক্ত হয়ে উঠবে জুলিয়েত। কিন্তু রোমিও এসব কিছুই করতে পারবে না, কারণ সে নির্বাসিত। সামান্য মাছিরাও স্বাধীন, স্বাধীনভাবে তারা সবকিছুই করতে পারে, কিন্তু আমি নির্বাসিত বলে আমাকেই পালাতে হবে। আর আপনি বলছেন কিনা নির্বাসন মৃত্যু নয়। নির্বাসন ছাড়া আপনি বিষ, ছুরি বা অন্য কোন সহজ উপায় জানেন না আমার মৃত্যুর? নরকে নিক্ষেপ করে দিন ও হীন কথাটা। আপনি একজন ঈশ্বরভক্ত, পাপমোচনকারী, আসল বন্ধু হয়েও এমনই নিষ্ঠুর যে বারবার ঐ নির্বাসন কথাটা বলে আমায় আঘাত দিচ্ছেন।

ফ্রায়ার ল। ওরে পাগলা, আমায় একটা কথা বলতে দে।

রোমিও। আপনি ত বলবেন শুধু সেই নির্বাসনের কথা।

ফ্রায়ার ল। এ কথার পীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে একটি কবচ দেব। যেকোন বিপদের ওষুধ হচ্ছে দর্শন। তুমি নির্বাসিত হলেও নির্বাসনের মাঝেই তোমায় সান্ত্বনা দেবে এই দর্শনের কথা।

রোমিও। তবুও নির্বাসন? রেখে দিন আপনার দর্শন। দর্শন যদি জুলিয়েত সৃষ্টি করতে না পারে, একটা শহরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, যদি যুবরাজের দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তন করতে না পারে তাহলে সে দর্শনতত্ত্বে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

ফ্রায়ার ল। আমি দেখছি পাগলা লোকদের কান নেই।

রোমিও। বিজ্ঞ লোকদেরও চোখ নেই।

ফ্রায়ার ল। আচ্ছা, তোমার অবস্থারই কথা বিচার করে দেখা যাক।

রোমিও। যে অবস্থার কথা অন্তর দিয়ে অনুভব করেননি সে অবস্থার কথা কেমন করে বিচার করবেন? আপনি যদি আমার মত তরুণ যুবক হতেন, জুলিয়েতকে ভালবাসতেন, আর মাত্র এক ঘণ্টা আগে বিয়ে করে এমনি করে টাইবল্‌টের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নির্বাসিত হতেন, তাহলে আপনি কোন কথাই বলতে পারতেন না, শুধু মাথার চুল ছিঁড়তেন আর আমার মত মাটিতে পড়ে কবরের মাপ নিতেন।

(দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ)

ফ্রায়ার ল। কে ডাকছে। রোমিও উঠে পড়। ভিতরে লুকিয়ে থাক।

রোমিও। না আমি যাব না। আমার অন্তর-বেদনার নিবিড়তম কুয়াশা আমায় লোকচক্ষু হতে ঢেকে রাখুক।

ফ্রায়ার ল। শোন, কারা ডাকছে। রোমিও ওঠ। তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে

যাবে। একটু সরে যাও। (আবার কড়া নাড়ার শব্দ) আমার পড়ার ঘরে চলে যাও। ঈশ্বরের এ আবার কি ইচ্ছা। কী বোকামি—যাচ্ছি, যাচ্ছি। (কড়া নাড়ার শব্দ) কে এত জোরে কড়া নাড়ছে? কোথা হতে আসছ? কি চাও তোমরা?

ধাত্রী। (দরজার ওধার থেকে) আমাকে ভিতরে যেতে দিন এবং সেখানে গিয়ে আমি আমার কথা বলব। আমি আসছি জুলিয়েতের কাছ থেকে।

ফ্রায়ার ল। এস তাহলে।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। হে গুরুদেব, দয়া করে বলুন, আমার মনিবকন্যার স্বামী কোথায়? রোমিও কোথায়?

ফ্রায়ার ল। ঐ দেখ অশ্রুসিক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

ধাত্রী। ওমা, ওরও দেখছি আমার মনিবকন্যার মতই অবস্থা। দুজনের একই অবস্থা।

ফ্রায়ার ল। হায় কী দুঃখজনক দুজনের সমবেদনা! কী সকরুণ অবস্থা!

ধাত্রী। এমনি করে মেয়েটাও অনবরত ফোঁপাচ্ছে আর চোখের জল ফেলছে। কিন্তু তুমি ত পুরুষমানুষ। তুমি উঠে দাঁড়াও। অন্তত জুলিয়েতের মুখ চেয়ে ওঠ। এমন করে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?

রোমিও। কে, ধাইমা?

ধাত্রী। হ্যাঁ, মৃত্যুতেই সবকিছুর শেষ।

রোমিও। তুমি জুলিয়েতের কথা বললে না? সে কেমন আছে? সে কি আমায় একজন পুরনো খুনী বলে ভাবছে না? আমি তার একজন নিকট আত্মীয়কে হত্যা করে সেই রক্ত দিয়ে আমাদের আনন্দকে অঙ্কুরেই কলঙ্কিত করেছি। এখন সে কোথায়? আমার প্রত্যাখ্যাত প্রেমের গোপন নায়িকা এখন কি করছে এবং বলছে?

ধাত্রী। কিছুই বলছে না মশাই, শুধু কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর মাঝে মাঝে বিছানায় পড়ে যাচ্ছে আর উঠে বসছে। একবার টাইবল্টি আর একবার রোমিওর নাম ধরে ডাকছে আর কাঁদছে। আবার পড়ে যাচ্ছে।

রোমিও। হ্যাঁ, যে রোমিওর অভিশপ্ত হাত তার আত্মীয়কে হত্যা করেছে সেই রোমিওর নামটা তার কানে এখন বন্দুক হতে বিচ্ছুরিত আগুনের মত বিঁধছে। আচ্ছা ফ্রায়ার, বলতে পারেন আমার দেহের ভিতর কোথায় কোন্ গোপন কন্দরে এই নামটা আছে? বলতে পারেন, কি করে আমি এই দেহটা থেকে নামটা বিচ্ছিন্ন করতে পারি?

(তরবারি নিষ্কাশিত করে)

ফ্রায়ার ল। থাম থাম, অত মরিয়া হয়ো না। তোমার হাতটাকে নিবারিত করো। তুমি কি মানুষ? অবশ্য তোমার চেহারাটা দেখে তাই মনে হয়!

কিন্তু তোমার এই অশ্রুপাত দেখে মনে হয় তুমি নারী, তোমার এই অযৌক্তিক উদ্দাম কাজ দেখে মনে হয় তুমি একটা পশু। চেহারাটা পুরুষের মত হলেও আসলে তুমি একটা নারী অথবা নরনারী কেউ না, আসলে একটা পশু। তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি ঈশ্বরের নামে বলছি তোমার মতিগতি ভাল হোক। তুমি টাইবল্‌টকে হত্যা করেছ, আবার নিজেকেও হত্যা করবে? তুমি তোমার জন্ম, স্বর্গ, মর্ত্য সব কিছুকেই ধিক্কার দিচ্ছ। যে স্বর্গ, মর্ত্য এবং মানবজন্ম তোমার এই দেহের আধারে মিলিত হয়েছে ত্রিধারার মত, তুমি একই সঙ্গে তাদের হারাতে বসেছ। ধিক, শত ধিক তোমাকে। তুমি তোমার সুন্দর মানব-জীবন, প্রেম ও বিচারবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করে তুলছ। তুমি এর কোনটারই সদ্ব্যবহার করনি। সদ্ব্যবহার করলে সার্থক হত তোমার এই মানবজীবন। তোমার এই সুন্দর ও আপাতমহৎ চেহারাটা ঠিক মোমের পুতুলের মত, মানবোচিত সাহসিকতা তার মধ্যে নেই। তুমি প্রেমের শপথবাক্য উচ্চারণ করেছ, কিন্তু সে শপথ রাখার তোমার ক্ষমতা নেই। সে প্রেমের শপথ নিয়েই সেই প্রেমকেই হত্যা করতে চলেছ তুমি। যে বুদ্ধি মানুষের জীবন ও প্রেমকে অলঙ্কৃত করে সার্থক করে তোলে সেই বুদ্ধিকে তোমার আচরণের দ্বারা কলঙ্কিত করে তুলেছ। অযোগ্য অদক্ষ সৈনিক যেমন তার আগ্নেয়াস্ত্রের সদ্ব্যবহার করতে না পেরে বিপদ ডেকে আনে তেমনি তুমিও তোমার বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে পারছ না। যাইহোক, এবার ওঠ, তোমার জুলিয়েত বেঁচে আছে। একটু আগে তার জন্য মরতে বসেছিলে; সেদিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত। টাইবল্‌ট তোমায় মেরে ফেলত, কিন্তু তুমি তাকে হত্যা করেছ। সেদিক দিয়েও তুমি সুখী। যে আইনমতে তোমার মৃত্যু হত, সেই আইনও তোমায় মৃত্যুর পরিবর্তে নির্বাসন দিয়েছে, সেদিক দিয়েও তুমি সুখী। আশীর্বাদের একরাশ আলো ঝরে পড়ছে তোমার পিঠে। একের পর এক সুখ ও সৌভাগ্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে তোমার জন্য। কিন্তু এক ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ নারীর মত সমস্ত সৌভাগ্য ও প্রেমকে পায়ে ঠেলছ তুমি। মনে রেখো, যারা এইরকম করে, জীবনে কোনদিন সুখ পায় না তারা। ওঠ, আগে যা ঠিক হয়েছিল ঠিক সেইভাবে তোমার প্রেমিকার কাছে যাও। তার উপরকার ঘরে উঠে গিয়ে সান্ত্বনা দেবে তাকে। কিন্তু দেখবে, ভোরে প্রহরীরা জেগে উঠে প্রহরায় বসার আগেই চলে যাবে সেখান থেকে। সকাল হয়ে গেলে তুমি আর মান্তুয়া নগরীতে যেতে পারবে না। সেখানে গিয়ে তুমি কিছুদিন থাকবে। ইতিমধ্যে আমি তোমার বিয়ের কথা প্রচার করে তোমার বন্ধুবান্ধবদের স্বমতে আনব, যুবরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তোমায় ফিরিয়ে আনব। তখন দেখবে ছেড়ে যাবার সময় যত দুঃখ যত বেদনা, ফিরবার সময় তার শত সহস্র গুণ আনন্দ পাবে। ধাত্রী, তুমি আগে যাও। তোমার মনিবকন্যাকে আমার কথা বলো। তাকে

আরও বলো, সে যেন বাড়ির সব লোকদের তাড়াতাড়ি শুতে পাঠায়, শোক-গ্রস্ত বলে তারাও তা যাবে। বলবে, রোমিও আসছে।

ধাত্রী। সত্যিই গুরুদেব, আপনার এমন নীতি উপদেশ পেলে আমি সারারাত ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। সত্যিই বুঝলাম বিদ্যা কি জিনিস। (রোমিওর প্রতি) আচ্ছা যাই তাহলে। বলিগে যে আপনি আসছেন।

রোমিও। হ্যাঁ, যাও, তাই বলগে। আমার প্রিয়তমাকে বলবে যত ভৎ'সনা করতে পারে আমায় করবে।

ধাত্রী। এই যে মশাই, আমাকে একটা আংটি দিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে। তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। (প্রস্থান)

রোমিও। যাকগে, এই ঘটনায় বেশ কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম।

ফ্রায়ার ল। এখন চলে যাও। বিদায়, এই তোমার জিনিসপত্র রইল। হয় প্রহরীরা জেগে ওঠার আগেই চলে যাবে অথবা দিনের আলো ফুটে উঠলে ছদ্মবেশে এখান থেকে সোজা মাঞ্চুয়া চলে যাবে। আমি তোমার চাকরকে পরে খুঁজে নেব। আমি তার হাতেই এখানে যা যা ঘটবে তার খবর পাঠাব। তোমার হাতটা দেখি। যাও দেরি হয়ে গেছে, বিদায়।

রোমিও। আপনাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। পুরনো দিনের আনন্দের কথা মনে আসছে। আচ্ছা চলি, বিদায়। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাড়ি।

ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতপত্নী ও প্যারিসের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। দুর্ভাগ্যক্রমে এমনই কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যে মেয়েটাকে কোন কথা বুঝিয়ে বলতেই পারিনি। তার উপর দেখ, আবার সেও তার আত্মীয় টাইবল্‌টকে ভালবাসত। অবশ্য একদিন আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। আজ বড় দেরি হয়ে গেল। আজ আর বোধহয় ও নামবে না। তুমি না থাকলে এক ঘণ্টা আগেই শুয়ে পড়তাম আমি।

প্যারিস। এখন দুঃখের সময় কোন কথা বুঝিয়ে বলার সুযোগ কোথায়? আচ্ছা মা, আমি তাহলে চলি। আপনার মেয়েকে আমার কথা বলবেন।

ক্যাপুলেতপত্নী। নিশ্চয়ই বলব। কাল সকালেই তার মনের খবর জানব। আজ রাত্রিতে সে বড় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

ক্যাপুলেত। শোন প্যারিস, আমি আমার মেয়েকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলব। সে যে সব বিষয়ে আমার কথা মেনে চলবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার। তবে গিন্নী, তুমি শুতে যাবার আগে তার কাছে একবার যাও। প্যারিসের ভালবাসার কথাটা তাকে একবার জানাও। আর তাকে আগামী বুধবার দিনটার কথা মনে রাখতে বলো—কিন্তু থাম থাম, আজ কি বার?

প্যারিস। আজ সোমবার।

ক্যাপুলেত। সোমবার! হাঃ হাঃ, আচ্ছা বুধবার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তাহলে বৃহস্পতিবার ঠিক করো। হ্যাঁ, তাকে বৃহস্পতিবারের কথা বলবে, বলবে এইদিন তার বিয়ে এই আর্লের সঙ্গে। তুমি প্রস্তুত আছ? এত তাড়াতাড়ি তোমার মনঃপূত ত? আমরা বেশীকিছু জাঁকজমক করব না। শুধু দু চারজন বন্ধুবান্ধব। কারণ দেখ, এই টাইবল্‌ট মারা গেল, আমরা যদি বেশী জাঁকজমক সহকারে আনন্দোৎসব করি তাহলে লোকে নিন্দে করবে, ভাববে টাইবল্‌টকে আমরা দেখতে পারতাম না। সুতরাং ডজনখানেক বন্ধুবান্ধবকে আমরা নেমন্তন্ন করব। এইভাবে সেরে দেব ব্যাপারটা। কিন্তু বৃহস্পতিবার দিন সম্বন্ধে তোমার মত কি? তুমি তৈরি আছ ত?

প্যারিস। আজ্ঞে, আমি ত বলি আগামীকালই বৃহস্পতিবার হলে আরও ভাল হত।

ক্যাপুলেত। আচ্ছা তাহলে তুমি যাও। তাহলে বৃহস্পতিবারই ঠিক রইল। তাহলে গিন্নী, তুমি শোবার আগে মেয়ের কাছে গিয়ে বিয়ের জন্য তার মনটাকে প্রস্তুত করো। বিদায় তাহলে। কই রে, আমার ঘরে আলো দে। আজ এত দেরি হয়ে গেল যে প্রায় ভোর হয়ে এল। যাক, বিদায়। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ি।

উপরের ঘরে রোমিও ও জুলিয়েতের প্রবেশ

জুলিয়েত। তুমি কি এখনি যাবে? এখনো ত ভোর হয়নি। তোমার শঙ্কাকীর্ণ কর্ণকুহরে যে পাখির ডাক এইমাত্র বিঁধল তা হচ্ছে নাইটিঙ্গেলের, স্কাইলার্কের নয়। ও পাখি রোজ রাতেই ঐ ডালিম গাছের ডালে বসে ডাকে। বিশ্বাস করো প্রিয়তম, ওটা নাইটিঙ্গেলের ডাক।

রোমিও। না, ওটা নাইটিঙ্গেল নয়, লার্ক, প্রভাতের দূত। দেখ প্রিয়তমা, পূর্ব দিগন্তে নতুন আলোর ছটা কেমন ধূসর রঙের মেঘের প্রান্তভাগগুলিকে রাঙিয়ে দিয়েছে। রাত্রির দীপগুলি সব নিবে গেছে একে একে। উল্লসিত দিন কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতশিখরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আমাকে এখনই যেতে হবে অথবা মৃত্যুবরণ করতে হবে।

জুলিয়েত। ও আলো দিনের আলো নয়। আমি তা ভালভাবেই জানি। ও হচ্ছে সূর্যবাষ্পবিচ্ছুরিত এক উল্কা যা তোমার মাঞ্চুয়া যাবার পথে মশালরূপে আলো দেখাবে। সুতরাং এখন যাওয়ার দরকার নেই, আরো কিছুক্ষণ থাক।

রোমিও। তাহলে আমায় ধরা পড়তে দাও, তাহলে মৃত্যুবরণ করতে দাও। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি তাই চাও। আমি বলছি ঐ ধূসর রঙের আলো সকালের চোখ নয়, ওটা হচ্ছে সিনথিয়ার কুটিল ভ্রূকুটি। আর ওটা স্কাইলার্ক পাখির গানও নয়। আমাদের মাথার উপরে যে অমোঘ স্বর্গের বিধান আছে ওটা হচ্ছে তারই জয়গান। আমি যেতে চাই না, থাকতেই

চাই, কিন্তু তাহলে আমায় মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে হয়। জুলিয়েতও তাই চায়। হে আমার আত্মা, সবকিছু সহ্য করে যাও। নাও, এস আমরা অবার কথা বলি। এখনো দিন হতে দেরি আছে।

জুলিয়েত। না না, দিনের আলো সত্যি সত্যিই ফুটে উঠেছে। অতএব চলে যাও, তাড়াতাড়ি চলে যাও। এখন স্কাইলার্ক পাখিই ডাকছে; তবে তার স্বরটা অস্বাভাবিকভাবে কর্কশ এবং তীক্ষ্ণ। সাধারণতঃ লার্ক পাখিরা মিষ্টি সুরে গান করে। কিন্তু এখন আমাদের বিচ্ছেদের কথা ভেবে তা করছে না। আমাদের বাহুর বন্ধন ছিন্ন করার থেকে পাখিদের মত গলার স্বর পরিবর্তন করা ঢের ভাল ছিল। এখন যাও, আলো ক্রমশই বাড়ছে।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। মা!

জুলিয়েত। কে ধাইমা?

ধাত্রী। তোমার মা তোমার ঘরে আসছেন। সকাল হয়েছে। সাবধান হও। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। তাহলে জানালা খুলে দাও, আলো আসুক। আমার জীবনের আলো নিভে যাক।

রোমিও। বিদায় তাহলে। শুধু একটিমাত্র চুম্বন আর তারপরেই আমি নেমে যাব। (নিচে অবতরণ)

জুলিয়েত। তুমি কি চলে গেলে প্রিয়তম, আমার স্বামী? আমার সুহৃদ। রোজ প্রতি ঘণ্টায় চিঠি লিখবে ও খবর পাঠাবে, প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাছে মনে হবে অনেকগুলো দিন। এমনি করে দিন গুণতে গুণতে তোমাকে দেখার আগেই হয়ত আমি বুড়ো হয়ে যাব।

রোমিও। বিদায়। তোমার কাছে খবর পাঠাবার কোন সুযোগই আমি হারাব না প্রিয়তম।

জুলিয়েত। ধন্যবাদ। আবার আমাদের মিলন হবে।

রোমিও। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকের এইসব দুঃখের অবসান হবে ভবিষ্যতের এক মধুর মিলনের মধ্যে।

জুলিয়েত। হা ভগবান! আমার মনটা কিন্তু কেমন করছে। তোমায় নিচেয় দেখে আমার মনে হচ্ছে, কবরের তলদেশে একটা মৃতদেহ। হয় আমার চোখের দৃষ্টি কমে গেছে আর তা না হলে তোমায় খুব ম্লান দেখাচ্ছে।

রোমিও। বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, আমার চোখেও তোমাকে অমনি দেখাচ্ছে। দুঃখের উত্তাপে রক্ত আমাদের শুকিয়ে গেছে। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। হে সৌভাগ্যদেবী, লোকে বলে তুমি নাকি চঞ্চলা, তা যদি হয় তাহলে যারা তোমায় বিশ্বাস করে তাদের তুমি কি করবে? সত্যিই তুমি যদি চঞ্চলা হও তাহলে আমার প্রিয়তমকে বেশীদিন বাইরে রেখে

আমায় কষ্ট দেবে না, তুমি শীগগির তাকে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে।

ক্যাপুলেতপত্নী। (ভিতর থেকে) বাছা, ওঠনি?

জুলিয়েত। কে ডাকছে আমায়? আমার মা? আজ মা কি খুব তাড়াতাড়ি উঠেছে? এদিকে ত মার আসার কোন কারণ নেই, তবে কেন আসছেন।

ক্যাপুলেতপত্নীর প্রবেশ

ক্যাপুলেতপত্নী। কেমন আছিস জুলিয়েত?

জুলিয়েত। ভাল নেই মা।

ক্যাপুলেতপত্নী। দিনরাত তোর ভাইএর জন্য কাঁদছিস? তুই কি ভেবেছিস কেঁদে কেঁদে তোর চোখের জলে তাকে কবর থেকে ধরে আনবি? কিন্তু তাহলেও কি তাকে বাঁচাতে পারবি? তাই বলি কি, চুপ কর। অবশ্য দুঃখের মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার আধিক্য জানা যায়। কিন্তু দুঃখ করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

জুলিয়েত। তবু এই ক্ষতির জন্য আমায় কাঁদতে দাও।

ক্যাপুলেতপত্নী। তাতে শুধু ক্ষতিটাই অনুভব করবি, যার জন্য কেঁদে মরবি তাকে আর পাবি না।

জুলিয়েত। তা হয় হোক, তবু বন্ধুর জন্যে না কেঁদে থাকতে পারব না।

ক্যাপুলেতপত্নী। আচ্ছা মা, তুই বোধহয় টাইবল্‌টের মৃত্যুর জন্য এত কাঁদছিস না, যে শয়তানটা তাকে মেরেছে সে এখনো জীবিত আছে বলেই কাঁদছিস।

জুলিয়েত। কোন্ শয়তান মা?

ক্যাপুলেতপত্নী। কে আবার রোমিও।

জুলিয়েত। (স্বগত) শয়তানের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন। আমিও তাকে ক্ষমা করেছি, যদিও তার মত দুঃখ আমায় কেউ দেয়নি।

ক্যাপুলেতপত্নী। তার কারণ সেই খুনী বিশ্বাসঘাতকটা বেঁচে আছে এখনো।

জুলিয়েত। হ্যাঁ, মা। আমার এই হাতের নাগাল থেকে অনেক দূরে আছে সে। তা নাহলে আমি আমার ভাইএর মৃত্যুর জন্য নিজের হাতেই প্রতিশোধ নিতাম।

ক্যাপুলেতপত্নী। ভেবো না, আমরা তার প্রতিশোধ নেবই। আর কেঁদো না। আমি মাঞ্চুয়াতে লোক পাঠাব। সে সেই পলাতক দুর্বৃত্তটাকে এমন শিক্ষা দেবে যাতে সেও টাইবল্‌টের কাছে মৃত্যুপুরীতে যেতে বাধ্য হবে। তখন তুমি নিশ্চয় খুশি হবে।

জুলিয়েত। রোমিওকে মৃত না দেখা পর্যন্ত আমি খুশি হব না। কী বলব মা, আমার রিক্ত অন্তর আমার আত্মীয়ের জন্য এতই পীড়িত হচ্ছে যে যদি তুমি বিষ এনে দেবার মত একটা লোক পাও ত আমি নিজেই সেই

বিষ রোমিওকে খাইয়ে তাকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে দেব। তার নামটা শুনতেও আমার ঘৃণা হয় আর তার যে দেহটা আমার প্রিয় ভাই টাইবল্‌টকে খুন করেছে তাকে কাছে দেখলে আরও ঘৃণা হয়।

ক্যাপুলেতপত্নী। আমি তোমায় উপায় খুঁজে দেব। সে লোক তোমায় এনে দেব। এখন একটা সুখবর বলছি শোন।

জুলিয়েত। এই দুঃখের সময়ে আনন্দের খুবই দরকার। কিন্তু তোমার সুখবরটা কি মা?

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমার বাবা সত্যিই খুব চৌকোশ লোক, তাঁর সব দিকে লক্ষ্য। তোমাকে তোমার এই শোকের বোঝাভার হতে মুক্ত করার জন্যে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি উৎসবদিবসের আয়োজন করেছেন। তুমি আমি কেউ তা আশা করতে পারিনি।

জুলিয়েত। সে কোন্ দিন?

ক্যাপুলেতপত্নী। আগামী বৃহস্পতিবার সকালে রাজার আত্মীয় সম্ভ্রান্তবংশ-জাত বীর সাহসী ভদ্র যুবক প্যারিস সেণ্ট পিটার গীর্জাতে তোমায় বিবাহ করবে। তুমি তার ধর্মপত্নী হয়ে সুখী হবে।

জুলিয়েত। কিন্তু সেণ্ট পিটার ও তার গীর্জার নামে শপথ করে বলছি তার ধর্মপত্নী হয়ে আমি কখনই সুখী হব না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আমার বিয়ের এত তাড়াতাড়ি কিসের? কেউ আমায় বিয়ে করতে চাইলে অবশ্যই বিয়ের আগে আলাপ করতে হবে তাকে আমার সঙ্গে। আমার অনুরোধ, তুমি ও বাবা প্যারিসকে বলে দেবে আমি বিয়ে করব না। যদি কখনো করি ত রোমিওকে করব। যদিও জান আমি তাকে ঘৃণা করি, তবু প্যারিসকে কখনই করব না। খুব আহ্লাদের কথা বললে যা হোক।

ক্যাপুলেতপত্নী। ওই তোমার বাবা আসছেন। বলো তাঁকে। উনি কি বলেন শোন, কিভাবে কথাটা নেন দেখ।

ক্যাপুলেত ও ধাত্রীর প্রবেশ

ক্যাপুলেত। সূর্য যখন অস্ত যায় তখন শিশির ঝরে বাতাসে। কিন্তু আমার ভাইপোর জীবনসূর্য অস্ত গেলে একেবারে বৃষ্টি ঝরছে। এখন কি করছে মেয়েটা? এখনো কাঁদছে? এখনো জল ঝরছে তার চোখ থেকে? তোমার এই ছোট্ট দেহটার মধ্যে জাহাজ সমুদ্র ঝড়—এই তিনটে বিরাট বস্তুর সমন্বয় ঘটেছে দেখছি। তোমার চোখদুটোকে দেখে সমুদ্র মনে হচ্ছে; তাতে অশ্রুর জোয়ার ভাটা চলছে সব সময়। তোমার দেহটা হচ্ছে একটা জাহাজ, লবনাক্ত অশ্রুর প্লাবনের উপর পাল তুলে চলেছে। তোমার দীর্ঘশ্বাস হচ্ছে ঝড়ের মত। ঝড়ের মতই বিক্ষুব্ধ করে তুলছে তোমার অশ্রুর বেগকে। আবার এই অশ্রুও উদ্রেক করছে দীর্ঘশ্বাসরূপ ঝড়ের। যদি হঠাৎ থামাতে না পার তাহলে ওরা পরস্পরে মিলে তোমার এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দেহটাকে উল্‌টে দেবে। কী গিন্নী,

আমাদের ব্যবস্থার কথা ওকে বলেছ ?

ক্যাপুলেতপত্নী। হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু ও সেকথা শুনবে না। ও শুধু তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। মরে যাবে তবু ও বিয়ে করবে না।

ক্যাপুলেত। আচ্ছা থাক। আমি গিয়ে দেখছি কেমন না শোনে। সে আমাদের এর জন্য ধন্যবাদ দেয়নি। সেকি এর জন্য গর্বিত নয় ? তার মত এক অযোগ্য মেয়ের জন্য আমরা যে এমন যোগ্য ভদ্র বরের যোগাড় করেছি এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করে না ও ?

জুলিয়েত। না, গর্ব অনুভব করতে যাব কেন বাবা ? তবে তোমরা এ কাজ করছে বলে আমি কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে। আমি যাকে ঘৃণা করি তার জন্য আমি গর্ববোধ করতে পারি ? কিন্তু কেউ যদি আমায় ভালবেসে আমার ঘৃণার পাত্রকে আমার হাতে তুলে দিতে চায় তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ হতে পারি।

ক্যাপুলেত। তুই একথা কেমন করে বলতে পারলি ? কুতার্কিক কোথাকার, এটা কি হচ্ছে ? আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, দিচ্ছি না, অথচ গর্বিত নই ? শোন বলি, আমি তোমার ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা চাই না, তোমার গর্বও চাই না। আমি চাই তুমি শুধু আগামী বৃহস্পতিবারের জন্য প্রস্তুত হও, ঐদিন সেণ্ট পিটার গীর্জায় প্যারিসের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। না গেলে তোমায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব। দূর হ, শুঁটকি, প্যাঁচামুখী এ বাড়ি থেকে।

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমাকেও ধিক, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

জুলিয়েত। বাবা, আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, আমার একটা কথা শোন ধৈর্য ধরে।

ক্যাপুলেত। চুলোয় যা, অবাধ্য পাজী মেয়ে। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, বৃহস্পতিবার গীর্জায় যাবে আর তা যদি না যাও ত তোমার ও মুখ কোনদিন আমায় দেখাবে না। আর কোন কথা নেই, একটা জবাব পর্যন্ত দিতে যেও না। আমার হাতের আঙুলগুলো সুরসুর করছে তোকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। গিন্নী, ভগবান যখন আমাদের এই সন্তানদান করেছিলেন, আমরা তখন নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ও একাই একশো। এখন দেখছি ওর মত সন্তান পাওয়া একটা অভিশাপ। দূর হ পোড়ারমুখী।

ধাত্রী। ভগবান তার মঙ্গল করুন। ওকে এভাবে গালাগালি করা আপনার অন্যায়।

ক্যাপুলেত। কেন বল দেখি বিজ্ঞ বুড়ী ঠাকরুণ ? তুমি চুপ কর। তুমি তোমার পরচর্চা নিয়ে থাকগে যাও।

ধাত্রী। কেন, কী এমন আমি অন্যায় বা অপরাধের কথা বলেছি।

ক্যাপুলেত। হে ভগবান !

ধাত্রী। কেন, কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না ?

ক্যাপুলেত। থাম, বোকার মত বকবক করিস না। ওসব বড় বড় কথা বলবি তোর পরচর্চার আড্ডাখানায় গিয়ে। এখানে নয়।

ক্যাপুলেতপত্নী। তুমি বড্ড বেশী রেগে গেছ।

ক্যাপুলেত। কি বলছ রাগব না? আমাকে পাগল করে দিয়েছে। দিনে, রাতে, কাজের সময় বা অবসর সময়ে, একা বা লোকসঙ্গে যখন যেখানে থেকেছি, আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, আমি কিভাবে ওকে পাত্রস্থ করব। কিন্তু অতি কষ্টে যখন সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, কমবয়সী গুণবান একটি পাত্রকে জোগাড় করলাম, তখন ঐ ছিঁচকাঁদুনে বোকা বদমায়েস হতভাগী মেয়েটা বলে কি না 'আমি এত ছোট যে এখন বিয়ে করব না। ভালবাসতে জানি না। আমাকে ক্ষমা করো।' ঠিক আছে বিয়ে না করলেও ক্ষমা আমি করব, কিন্তু যেখানে খুশি গিয়ে তোমায় চড়ে খেতে হবে, এক বাড়িতে তোমাকে নিয়ে আর বাস করব না। এটা ভেবে দেখ, আমি ঠাট্টা করছি না। বৃহস্পতিবার আর দেরি নেই। বুকে হাত দিয়ে তোমার অন্তরকে বোঝাও। তুমি আমার কথা শুনবে, আমি তোমায় সৎপাত্রে দান করব। আর যদি তা না করো, তাহলে চুলোয় যাও, ভিক্ষা করো, উপোস যাও, না খেতে পেয়ে মরো রাজপথে, আমি তোমায় আমার মেয়ে বলে স্বীকার করব না। আর আমার যা কিছু আছে তা তোমার কাজে কোনদিন লাগতে দেব না। ভাল করে ভেবে দেখ, আমাকে ত্যাগ করো না। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। স্বর্গের যেসব দেবতারা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলের সব দুঃখবেদনা দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের কি কোন দয়ামায়া নেই? মা, আমায় এমন করে মেরে ফেলে দিও না। বিয়েটা অন্ততঃ একমাস কি এক সপ্তা পিছিয়ে দাও। আর তা যদি না পার তাহলে টাইবল্‌ট যেখানে সমাহিত হয়েছে সেই সমাধিক্ষেত্রেই আমার বাসরশয্যা রচনা করো।

ক্যাপুলেতপত্নী। আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না। আমি কিছু বলব না। তোমার যা খুশি করো, আমার কিছু করার নেই। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। হে ভগবান! হে ধাইমা! এ বিয়েটাকে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখা যায়? মর্ত্যে আমার স্বামী আর উপরে ঈশ্বর। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু সে বিশ্বাসের ফল কেমন করে নেমে আসবে পৃথিবীতে? তবে কি আমার স্বামী ইহলোক ত্যাগ না করা পর্যন্ত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন না? ধাইমা, তুমি যা হোক একটা পরামর্শ দাও। অবশ্য এর প্রকৃত উপায় একমাত্র ঈশ্বরই বলে দিতে পারেন, কিন্তু তোমার মুখে কথা নেই কেন? তুমি একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পার না?

ধাত্রী। আচ্ছা বলছি: দেখ, রোমিও নির্বাসিত। সারা পৃথিবীর বিনিময়েও সে কোনদিন সাহস করে এসে কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। সে কোনদিন এলেও লুকিয়ে চুপিসারে আসবে। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার

মতে তোমার প্যারিসকেই বিয়ে করা উচিত। তাছাড়া প্যারিস যেমন সুন্দর তেমনি ভদ্র। তার তুলনায় রোমিও একটা অসৎ পাগলা লোক। প্যারিসের মত রোমিওর চোখগুলোও সুন্দর ও সবুজাভ নয়। আমি অন্তরের সঙ্গে বলছি, তুমি তোমার এই দ্বিতীয় বিয়েতেই বেশী সুখী হবে। কারণ এটা প্রথমকার বিয়ের থেকে সবদিক দিয়ে ভাল। মনে কর, প্রথম স্বামী মারা গেছে আর বেঁচে থাকলেও তাকে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

জুলিয়েত। তুমি তোমার অন্তর থেকে এ কথা বলছ?

ধাত্রী। শুধু অন্তর থেকে নয়, আত্মা থেকেও, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা থেকেই আমি এ কথা বলছি।

জুলিয়েত। ভগবান তোমার ভাল করুন।

ধাত্রী। তার মানে?

জুলিয়েত। তুমি আমায় চমৎকার সান্ত্বনা দিয়েছ। ভিতরে গিয়ে মাকে বল, আমি আমার বাবার মনে দুঃখ দিয়েছি বলে স্বীকারোক্তি করে পাপস্খালন করতে যাচ্ছি ফ্রায়ার লরেন্সের গীর্জায়।

ধাত্রী। তাহলে খুব ভাল হয়, আমি যাচ্ছি। এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। রে পাপিষ্ঠা বুড়ী শয়তানী, তুই বলে যা, এইভাবে আমার স্বামীকে ত্যাগ করা কি পাপ নয়? যে মুখে একদিন তার প্রশংসা করেছি সে মুখে তার নিন্দা করা কি পাপ নয়? শয়তানী, এখন তুই যা, এবার থেকে তুই আর আমি এক হব না কোনদিন। এখন আমি প্রতিকারের জন্য ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় যাচ্ছি। যদি কিছু না হয় তাহলে অন্ততঃ মরতে পারব।

□ চতুর্থ অঙ্ক □

প্রথম দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের গীর্জা।

ফ্রায়ার লরেন্স ও কাউণ্ট প্যারিসের প্রবেশ

ফ্রায়ার ল। বৃহস্পতিবার, সময়টা খুবই কম।

প্যারিস। আমার শ্বশুরমশায় ক্যাপুলেত তাই চান। আর আমিও তাঁকে দমাতে চাই না। আমিও তাই চুপ করে বসে নেই।

ফ্রায়ার ল। আপনি বললেন, আপনি পাত্রীর মনের খবর জানেন না এবং সেটা এখন অশোভন। আমি কিন্তু সেটা ভাল বলি না।

প্যারিস। অস্বাভাবিকভাবে সে টাইবলটের জন্য শোকে কান্নাকাটি করছে। এমত অবস্থায় আমি তার সঙ্গে ভালবাসাবাসির কথা বলার কোন সুযোগই পেলাম না। কোন শোকগ্রস্ত সংসারে প্রেমের কোন অবকাশ নেই। এখন তার বাবা চান না যে সে এতখানি হা হুতাশ করুক শোকে। তার চোখের জল বন্ধ করার জন্য তার বাবাই তার বিয়ের জন্য তাড়াতাড়ি করছেন। এখন

থাকলে যে দুঃখটা ভারী হয়ে চেপে বসবে তার উপর, অপরের সাহচর্যে সে দুঃখের বোঝাটা হালকা হয়ে যাবে। এখন আপনি কি জানেন কেন ওরা তাড়াতাড়ি করছে?

ফ্রায়ার ল। (স্বগত) আমি জানি না, দেরি করারই বা কারণ কি—ঐ দেখুন, মেয়েটা আমার আস্তানার দিকেই আসছে!

জুলিয়েতের প্রবেশ

প্যারিস। আমার প্রণয়িনী এবং পত্নী, তোমায় দেখে খুশি হলাম।

জুলিয়েত। আমি যখন আপনার স্ত্রী হব তখন একথা বলবেন।

প্যারিস। কেন প্রিয়তমা, তা ত তুমি আগামী বৃহস্পতিবারই হবে।

জুলিয়েত। যা হবার হবে।

ফ্রায়ার ল। এটা ত শাস্ত্রকথা।

প্যারিস। তুমি কি গুরুদেবের কাছে স্বীকারোক্তি করতে এসেছ?

জুলিয়েত। এর উত্তরে আমি বলতে চাই যে তার আগে আপনার কাছে আমার স্বীকারোক্তি করা উচিত।

প্যারিস। তুমি যে আমায় ভালবাস, একথা অস্বীকার করো না যেন তাঁর কাছে।

জুলিয়েত। আমি আপনার কাছেই স্বীকার করব যে, আমি তাকে ভালবাসি।

প্যারিস। আমি বিশ্বাস করি তার মত তুমি আমাকেও ভালবাসবে।

জুলিয়েত। যদি তা পারি তাহলে ত খুব ভাল হয়। তাতে লাভ হয় আমারই বেশী। তাহলে আপনার মুখের সামনে সেকথা না বলে পিছনে বলা হবে।

প্যারিস। তোমার মুখ ত এখন চোখের জলে ভিজে।

জুলিয়েত। আমার মুখ ভিজিয়ে চোখের জলের কোন লাভ হবে না। কারণ মুখটা আমার এতই খারাপ যে তাদের কাছে এটা ঘৃণার বস্তু।

প্যারিস। এটা তুমি অন্যায় করছ তোমার মুখের প্রতি যেমন করেছে তোমার চোখের জল।

জুলিয়েত। এটা কোন নিন্দার কথা নয়, সত্যি কথা। কিন্তু যাইহোক আমি আমার মুখের সামনেই বলেছি।

প্যারিস। তোমার নিজের মুখের নিন্দা তুমি নিজেই করেছ।

জুলিয়েত। তা হতে পারে, কারণ এটা আমার নিজের না। এখন কি আপনার সময় হবে গুরুদেব? তা না হলে আমি সন্ধ্যায় প্রার্থনার সময় আসব।

ফ্রায়ার ল। হ্যাঁ, আমার সময় হবে মা। (প্যারিসের প্রতি) আচ্ছা আপনি তাহলে আসুন, আমরা একটু নিভৃতে আলোচনা করতে চাই।

প্যারিস। ভগবান করুন, আমি যেন কারো কোন ধর্মের কাজে বাধা না দিই। বৃহস্পতিবার সকালেই আমি গিয়ে তোমাকে তুলব। তার আগে আপাততঃ বিদায়। এই আমার পবিত্র চুম্বন রইল তোমার প্রতি। (প্রস্থান)

জুলিয়েত। হে গুরুদেব, দরজা বন্ধ করে দিন, তারপর আমার সঙ্গে কাঁদুন। এ যা দুঃখ, এ দুঃখের কোন প্রতিকার নেই, আশা নেই, সাহায্য নেই।

ফ্রায়ার ল। আমি তোমার দুঃখের কথা আগেই জেনে ফেলেছি। তাতে আমিও দুঃখিত হয়েছি; কিন্তু কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না বুদ্ধি দিয়ে। আমি আরও শুনছি তোমাকে এ বিয়ে করতেই হবে এবং কোন কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না এ বিয়েকে। আগামী বৃহস্পতিবার তুমি কাউন্ট প্যারিসকেই বিয়ে কর।

জুলিয়েত। তাহলে আপনি সেকথা শোনেননি গুরুদেব, শুনলে একথা বলতেন না; বরং তাহলে এ বিপদ কেমন করে নিবারণ করতে পারি সেকথা বলতেন। আপনি আপনার জ্ঞানের দ্বারা যদি এর প্রতিকারের কোন উপায় বলে দিতে না পারেন, তাহলে আমার সংকল্পের সততাকে স্বীকার করে নিন। আমার সংকল্প এই যে আপনি যদি এ বিষয়ে কোন সাহায্য করতে না পারেন তাহলে এই ছুরির আঘাতেই সবকিছুর সমাধান করে ফেলব। ভগবান আমাদের দুটি হৃদয় এক করে দিয়েছেন আর আপনি আমাদের দুটি হাতকে এক করেছেন। কিন্তু রোমিওর সঙ্গে আবদ্ধ এই হাত যদি আবার অন্য কারো হাতের সঙ্গে আবদ্ধ হয় এবং আমার এই অন্তর বিদ্রোহী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে অপরের দিকে ধাবিত হয় তাহলে তার আগেই আমি আমার হাত আর হৃদয় দুটোকেই হত্যা করব। আপনি আপনার দীর্ঘদিনের জ্ঞানবিদ্যার আলোকে অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে আমার কি করণীয় সেবিষয়ে কিছু সুপরামর্শ দিন। আর তা না পারলে দেখুন, আপনি আপনার শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতার দ্বারা যা পারেননি তা আমার এই ছুরির রক্তাক্ত মধ্যস্থতায় সম্ভব হয়ে উঠবে, আমার মান সম্মানও সব বাঁচবে। আপনি দেরি করবেন না। আমি মরতে চাই। প্রতিকারের যদি কিছু থাকে ত বলুন।

ফ্রায়ার ল। থাম মা, আমি একটা আশা কোন রকমে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু সে পথটা বড় ভয়ঙ্কর। এই বিয়ের ব্যাপারটা ঠেকানোর মত সে কাজটাও কঠিন। তুমি যদি প্যারিসের সঙ্গে তোমার বিয়েটাকে এড়ানোর জন্য মরতে পার, তাহলে তুমি মৃত্যুর সমান ভয়ঙ্কর এ কাজটাও করতে পার সব লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মৃত্যুর সঙ্গেই মিতালি করতে হবে তোমায়। যদি পার ত বলি।

জুলিয়েত। প্যারিসকে বিয়ে করার কুকার্য হতে রক্ষা পাবার জন্য আমি দরকার হলে সুউচ্চ দুর্গচূড়া হতে লাফ দিতে পারব, দস্যু বা সর্পসংকুল পথে বা জায়গায় যেতে বা থাকতে পারব, কোন ক্রুদ্ধ ভালুকের সঙ্গে বাঁধা থাকতে পারব অথবা রাত্রিতে কোন অন্ধকার শবগৃহে মাথার খুলি ও অস্থিশয্যা পরে একা শুয়ে থাকতে পারব অথবা সদ্যনির্মিত কোন কবরের মধ্যে গিয়ে মৃত লোকের পাশেও শুয়ে থাকতে পারব। যেসব কাজের নাম শুনলে

আগে হৃৎকম্প হত এখন সে সব কাজ আমি আমার প্রিয়তমের প্রতি স্ত্রী হিসাবে আমার প্রেমের বিশ্বস্ততাকে কলঙ্কমুক্ত রাখার জন্য স্বচ্ছন্দে করতে পারব।

ফ্রায়ার ল। ঠিক আছে। এখন বাড়ি যাও। খুশির সঙ্গে প্যারিসকে বিয়ে করতে সম্মত হও। আগামীকাল বুধবার। কাল রাত্রে একা শোবে। তোমার ঘরে ধাইও যেন না শোয়। এই শিশিটা সঙ্গে নিয়ে শোবে। শিশির ভিতরকার তরল মদের মত এই জিনিসটা সব খেয়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখবে তোমার শিরায় শিরায় খুব শীতল তন্দ্রালু একটা ভাবের ঢেউ খেলে যাবে। তোমার হৃৎস্পন্দন তার স্বাভাবিক গতিশক্তি হারিয়ে থেমে যাবে। প্রাণের স্বাভাবিক উত্তাপ এমনভাবে চলে যাবে এবং শ্বাস প্রশ্বাস এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে যে সজীবতার কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না তোমার মধ্যে। তোমার ওষ্ঠাধরের সব গোলাপী আভা নিঃশেষে ম্লান হয়ে যাবে। নিমীলিত হয়ে যাবে তোমার নয়নরূপ গবাক্ষ, ঠিক যেমন মৃত্যুতে জীবনের সব আলো নিভে যায়। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মৃত্যুর মত শিথিল শীতল ও কঠিন হয়ে পড়বে এবং ঠিক এইভাবে তোমায় বিয়াল্লিশ ঘণ্টা থাকতে হবে। তারপর তুমি জেগে উঠবে, যেন মনে হবে দীর্ঘ মধুর এক নিদ্রার গভীর থেকে উঠে এসেছ। এর মধ্যে সকালে যখন বর এসে তোমায় উঠোতে যাবে তখন দেখবে মরে পড়ে আছে। তখন আমাদের দেশের প্রথামত তোমাকে ভাল পোষাক পরিয়ে কফিনে শুইয়ে অনাবৃত অবস্থায় সেই প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে ক্যাপুলেত বংশের মৃতব্যক্তিরা সকলেই সমাহিত হয়ে আছে। তারপর তুমি জেগে ওঠার আগেই আমার চিঠি পেয়ে সবকিছু জেনে রোমিও চলে আসবে। রোমিও ও আমার সামনেই তুমি জেগে উঠবে এবং সেই রাত্রিতে সে তোমায় মাঞ্চুয়া নিয়ে গিয়ে সব লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে তোমায় রক্ষা করবে। অবশ্য যদি কোন ক্রীড়াসুলভ চঞ্চলতা বা নারীসুলভ ভয় তোমার সাহসকে কমিয়ে দিয়ে একাজে তোমায় প্রতিনিবৃত্ত করতে না পারে।

জুলিয়েত। দিন, দিন গুরুদেব, ভয়ের কথা আর বলবেন না।

ফ্রায়ার ল। ধর। এখন চলে যাও, দৃঢ় ও নির্ভীক হয়ে থাক তোমার সংকল্পে, আমি আমার চিঠি দিয়ে শীগগির একজন লোক পাঠাব মাঞ্চুয়ায় তোমার স্বামীর কাছে।

জুলিয়েত। হে ভগবান! শক্তি দাও এবং শক্তিই আমায় সাহায্য করবে। বিদায় গুরুদেব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। কাপুলেতদের বাড়ি।

ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতপত্নী, ধাত্রী ও দু তিনজন ভৃত্যের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। যেসব অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাদের সকলের

নাম এখানে লেখা আছে। (একজন ভৃত্যের প্রস্থান) (অন্য একজন ভৃত্যের প্রতি) দেখ, কুড়িজন সুদক্ষ রাঁধুনির ব্যবস্থা করো।

ভৃত্য। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না হুজুর। এমন রাঁধুনি আনব যে তারা আঙুল চাটবে।

ক্যাপুলেত। সে আবার কি?

ভৃত্য। জানেন না হুজুর, যে রাঁধুনি নিজের আঙুল চাটতে পারে না সে বাজে রাঁধুনি আর আমি তাকে দেখতে পারি না।

ক্যাপুলেত। যাও। (দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রস্থান) এবার দেখছি আমাদের অপ্রস্তুত হতে হবে। মেয়েটা কি ফ্রায়ার লরেন্সের কাছে গেছে?

ধাত্রী। হ্যাঁ হুজুর, সান্ত্বনার জন্যে গেছে সেখানে।

ক্যাপুলেত। আমার মনে হয়, লোকটা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মনটাকে তার ভালর দিকে নিয়ে যেতে পারে। মেয়েটা এমন রগচটা একগুঁয়ে আর নচ্ছার ধরনের যে বলার নয়।

জুলিয়েতের প্রবেশ

ধাত্রী। ঐ দেখুন আসছে কোথা থেকে; চোখের দৃষ্টিটা কেমন খুশি খুশি মনে হচ্ছে।

ক্যাপুলেত। এই যে আমার মাথামোটা মেয়েটা। কিরে, খবর কি! কোথা গিয়েছিলি?

জুলিয়েত। তোমার অবাধ্য হয়ে তোমার কথা না শুনে যে পাপ আমি করেছি সে পাপ অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করতে গিয়েছিলাম। গুরুদেব লরেন্স আমায় তোমার কাছে প্রণিপাত হয়ে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছেন। আমায় ক্ষমা করো বাবা, আমি অনুনয় বিনয় করছি। কথা দিচ্ছি। এখন থেকে তুমি যা বলবে তাই করব। তোমার কথা-মতং চলব।

ক্যাপুলেত। কে আছিস, কাউণ্ট প্যারিসকে ডেকে পাঠা। তাকে এই খবরটা দে। কাল সকালেই ওদের গাঁটছড়াটা বেঁধে দিই।

জুলিয়েত। লরেন্সের গীর্জায় আমার ভাবী স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। শালীনতার সীমা বজায় রেখে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি কত ভাল ও প্রিয়তমা স্ত্রী তার হব আমি।

ক্যাপুলেত। শুনে সত্যিই খুশি হলাম। খুব ভাল কথা—উঠে দাঁড়া। ও কি করছিস? ওরে বলছি, কাউণ্টকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে। রেভারেণ্ড ফ্রায়ার আমাদের সত্যিই খুব ধার্মিক লোক। আজ সারা শহর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি একাজ না করলে সারা শহরের মুখে চুণকালি পড়ত।

জুলিয়েত। ধাইমা। তুমি একবার আমার সঙ্গে আমার ঘরে যাবে? কাল কোন্ কোন্ গয়না পড়লে আমায় মানাবে, সেগুলো বেছে দেবে।

ক্যাপুলেতপত্নী। বৃহস্পতিবারের আগে নয়। এখনো অনেক সময় আছে।
ক্যাপুলেত। যাও ধাই, ওর সঙ্গে যাও। কালই আমরা গীর্জায় যাব।

(জুলিয়েত ও ধাত্রীর প্রস্থান)

ক্যাপুলেতপত্নী। আমরা সব যোগাড়যন্তর কিকরে করে উঠতে পারব তা একবার ভেবে দেখেছ? এখন ত সন্ধ্যে হয়ে এল।
ক্যাপুলেত। রেখে দাও তোমার কথা। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি গিন্নী, আমি একা ঘুরে বেড়িয়ে সবকিছুর ব্যবস্থা করব। তুমি জুলিয়েতের কাছে গিয়ে তার সাজগোজ দেখগে। আজ রাতে আমি শোব না। আজ আমি একাই ঘরকন্নার কাজ সারব। কি দেখছ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্যারিসের কাছে নিজে গিয়ে তাকে প্রস্তুত করে তুলব কালকের জন্য। আজ আমার অন্তরটা আশ্চর্যভাবে হালকা হয়ে উঠেছে। সেই খামখেয়ালী মেয়েটা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। জুলিয়েতের কক্ষ।

জুলিয়েত ও ধাত্রীর প্রবেশ

জুলিয়েত। হ্যাঁ, ঐ পোষাকগুলো খুব ভাল। কিন্তু ধাইমা, আজ রাত্রে আমি একা থাকব। কারণ তুমি ভালভাবেই জান, আমি কতবড় পাপ করতে চলেছি। ঈশ্বর যাতে অসন্তুষ্ট না হন তার জন্য আমাকে কতকগুলো ধর্মীয় প্রক্রিয়া করতে হবে।

ক্যাপুলেতপত্নীর প্রবেশ

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমরা এখন কি করছ? আমার সাহায্যের কোন দরকার আছে?
জুলিয়েত। না মা। কালকের জন্য যা যা দরকার আমরা তার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এবার আমায় একা থাকতে দাও। আজ রাতে ধাইমা তোমার কাছে থেকেই তোমায় সাহায্য করুক, কারণ আজ তোমার হাতে অনেক কাজ।
ক্যাপুলেতপত্নী। ঠিক আছে। বিদায় তাহলে। এখন শুয়ে পড়। বিশ্রাম নাও। এখন তোমার বিশ্রামের খুব দরকার।

(ক্যাপুলেতপত্নী ও ধাত্রীর প্রস্থান)

জুলিয়েত। ঈশ্বর জানেন, কখন আবার আমাদের দেখা হবে। সূক্ষ্মশীতল একটা ভয়ের রোমাঞ্চ শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে আমার আর তাতে হিম হয়ে যাচ্ছে আমার প্রাণের উত্তাপ। আমাকে হয়ত আবার ওদের ডাকতে হবে আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্য। ধাইমা—সেই বা এখানে কি করবে? সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা আমায় নিজের হাতেই করতে হবে। এস তবে শিশি, কিন্তু এই ওষুধ যদি কাজ না করে তাহলে কি কাল সকালে আমার বিয়ে সুনিশ্চিত? না না, এটা তা হতে দেবে না। তুমি এখানেই থাক। (ছুরিটি নামিয়ে রেখে) যদি এটা কোন বিষ হয় যা গুরুদেব আমায় মারার

জন্য গোপনে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন কারণ তিনি নিজে রোমিওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার পর আবার যদি বিয়ে দেন তাহলে তাঁর নাম খারাপ হয়ে যাবে? আমার ভয় হচ্ছে, তাই হবে, আবার মনে হচ্ছে তা নয়। কারণ তিনি যে ধার্মিক লোক তার পরিচয় আগেই পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি রোমিও আমায় উদ্ধার করতে আসার আগেই কবরের মধ্যে আমি জেগে উঠি সেখানে অবশ্য একটা ভয়ের কথা আছে। যেখানে কোন বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করতে পারে না সেই কবরের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রোমিও আসার আগেই আমি মরে যাব না ত! আবার যদি বেঁচেও থাকি, যে সমাধিক্ষেত্রে শত শত বছর ধরে আমার মৃত পূর্বপুরুষদের কঙ্কাল সমাহিত হয়ে আছে, যার মধ্যে মৃত টাইবল্‌টের রক্তাক্ত দেহ এখনো অবিকৃত হয়ে চাপা আছে, আমার মৃতবৎ অবস্থার সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর স্থানের ভীষণতাকে কেমন করে সহ্য করব আমি? শুনছি রাত্রির বিশেষ এক সময়ে প্রেতাত্মারা কবর থেকে উঠে পড়ে—আমি নির্দিষ্ট সময়ের আগে জেগে উঠলে সেই প্রেতাত্মা-দের দূষিত গন্ধ পেয়ে ও চীৎকার শুনে কী আমি করব যা শুনে জীবিত মানুষ পাগল হয়ে যায়। অকালে জেগে উঠে সেই পরিবেশের মধ্যে আমিই যদি পাগল হয়ে গিয়ে আমার পূর্বপুরুষদের অস্থি নিয়ে খেলা করতে শুরু করে দিই অথবা টাইবল্‌টের দেহটাকে কফিন থেকে তুলে ফেলি অথবা রাগের মাথায় একটা অস্থিকে লাঠি নিয়ে তাড়া করি? ওকি, আমার মনে হচ্ছে আমার জ্ঞাতিভাই টাইবল্‌টের প্রেত রোমিওকে খুঁজছে যে রোমিও ওকে হত্যা করেছে। থাম থাম টাইবল্‌ট, রোমিও, আমি যাচ্ছি। তোমার জন্যই আমি এটা পান করছি। (ওষুধ পান ও শয্যায় পতন)

চতুর্থ দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাড়ি।

ক্যাপুলেতপত্নী ও ধাত্রীর প্রবেশ

ক্যাপুলেতপত্নী। এই নে চাবিকাঠি ধাই, ধর। আরো কিছু মশলা নিয়ে আয়।

ধাত্রী। ওরা গরমমশলার জন্যে কিছু বাদাম, কিচমিচ ও জাফরাণ চাইছে।

ক্যাপুলেতের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। ওরে, তোরা সব ওঠ, উঠে পড়। দ্বিতীয় মোরগ ডাকল। তিনটে বেজে গেছে। লক্ষ্মী এ্যাঞ্জেলিকা, কিছু কষা মাংস দেখ ত, দামের জন্য ভাবতে হবে না।

ধাত্রী। আপনি যান শুতে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। রাত জেগে একটা অসুখ বাধিয়ে বসবেন।

ক্যাপুলেত। না না, কিছু হবে না। এর আগে কত আজেবাজে কারণে কত রাত আমি জেগেছি, তাতে কখনো কোন অসুখ হয়নি।

ক্যাপুলেতপত্নী। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সারারাত যেন ইঁদুর ধরে বেড়াচ্ছ। আমি আর তোমাকে তা করতে দিচ্ছি না।

(ক্যাপুলেতপত্নী ও ধাত্রীর প্রস্থান)

ক্যাপুলেত। হিংসা, হিংসা ছাড়া আর কিছুই না।

লোহার শিক, ঝুরি, কাঠ প্রভৃতি সহ তিন চারজন ভৃত্যের প্রবেশ

ওসব কি?

প্রথম ভৃত্য। রান্নার সরঞ্জাম হুজুর, কিন্তু কি তা জানি না।

ক্যাপুলেত। যাই হোক, তাড়াতাড়ি করো। (প্রথম ভৃত্যের প্রস্থান) শুনছ? আরও শুকনো কাঠ আনো, পিটারকে ডাক, সে দেখিয়ে দেবে কোথায় আছে।

দ্বিতীয় ভৃত্য। আমিই পারব হুজুর কাঠ খুঁজে নিতে। পিটারকে আর দরকার হবে না। কাঠ কেটে কেটে কোনটা কাঠ আর কোনটা অকাঠ তা আমি চিনি।

ক্যাপুলেত। লোকটা ভালই বলেছে, লোকটার রসিকতাবোধ আছে। তোমার মাথাতেও দেখছি কাঠ ভর্তি আছে। (দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রস্থান) ওহরি, এযে দেখছি সকাল হয়ে গেল। কাউন্ট প্যারিস বলেছে বাজনা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি

ঐ এসে গেছে। ধাই, গিন্নী, ধাই কোথা এদিকে এস।

যাও জুলিয়েতকে জাগাও গিয়ে এবং তাকে সাজিয়ে দাও। আমি প্যারিসের সঙ্গে কথা বলছি। তাড়াতাড়ি করো, বর এসে গেছে। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। জুলিয়েতের কক্ষ।

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। ওমা, ও মেয়ে ওঠ না গো। তাড়াতাড়ি করো। ও বাছা, ও মেয়ে, এখনো ঘুম! ওঠ মা লক্ষ্মী, আমার অন্তরের ধন, বিয়ের কনে! কী, একটা কথাও নেই? পরের রাতে প্যারিস তোমায় ঘুমোতে দেবে না বলে আগেই ঘুমিয়ে তার শোধ তুলে নিচ্ছ? বাবা, কী গভীরভাবেই না ঘুমোচ্ছ। দেখছি তোমাকে নিজের হাতে জাগাতে হবে। ওমা, মা, আচ্ছা, তাহলে কাউন্ট নিজে এসে তোমাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যাক, সেই ভালো। সে তোমাকে মজা দেখিয়ে দেবে। জানো না তাকে? (মশারি তুলে) এ যে দেখছি সাজ পোষাক পরে তৈরি হয়ে আবার শুয়ে পড়েছে। আর না, আমাকে তাকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। ও মেয়ে, ওমা, একি, হায়, হায়, তোমরা ছুটে এসো গো, মেয়ে আর নেই। কি কুক্ষণেই না আমার জন্ম হয়েছিল গো। কোন ওষুধ খেয়ে একাজ করেছে? ও গিন্নীমা, ও কর্তাবাবু। (ক্যাপুলেতপত্নীর প্রবেশ)

ক্যাপুলেতপত্নী। গোলমাল কিসের?

ধাত্রী। হায়, কী দুঃখের দিন এল আমাদের!

ক্যাপুলেতপত্নী। ব্যাপার কী?

ধাত্রী। দেখ, দেখ, নিজের চোখে চেয়ে দেখ কী হলো আমাদের!

ক্যাপুলেতপত্নী। হায়, কী হলো আমার! আমার একমাত্র সন্তান, জীবনের জীবন। উঠে চোখ মেলে তাকা। তা না হলে আমিও তোর সঙ্গে মরব। ওরে লোক ডাক। সবাইকে ডাক।

ক্যাপুলেতের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। লজ্জার কথা, জুলিয়েতকে নিয়ে এস। তার বর এসে গেছে।

ধাত্রী। সে আর নেই। সে ইহলোকে আর নেই।

ক্যাপুলেত। কই দেখি। সত্যিই ত, তার দেহটা ঠাণ্ডা হিম, রক্তস্রোত থেমে গেছে। হাড়গুলো শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গেছে। ফুলের মত সুন্দর মুখখানার উপর অকাল কুয়াশার মত মৃত্যু এসে চেপে বসেছে।

ধাত্রী। কী দুর্দিন!

ক্যাপুলেতপত্নী। এমন দুঃসময় আর কখনো আসেনি।

ক্যাপুলেত। মৃত্যু আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন শুধু কান্না ছাড়া আর বলার কিছু নেই।

বাদকদের সঙ্গে ফ্রায়ার লরেন্স ও প্যারিসের প্রবেশ

ফ্রায়ার ল। কই এস সব। কনে গীর্জায় যাবার জন্য তৈরি?

ক্যাপুলেত। হ্যাঁ গীর্জায় যাবার জন্য তৈরি, কিন্তু কোনদিন আর ফিরে আসবে না। বাবা প্যারিস, গতরাত্রে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়েছে তোমার স্ত্রীকে। তার ফুলের মত জীবনকে নির্জিব করে দিয়েছে। এখন মৃত্যুই আমার আসল জামাতা। মৃত্যুই আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে। মৃত্যুই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমিও মরে মৃত্যুকেই আমার জীবন ও যথাসর্বস্ব দান করে যাব।

প্যারিস। আজ সকালেই তার মুখ দেখব বলে কত আশা করেছিলাম আমি; কিন্তু শেষে এই মুখ দেখতে হলো?

ক্যাপুলেতপত্নী। এমন অভিশপ্ত পোড়া দিন আর সারা জীবনের মধ্যে কখনো আসেনি। আমার একটামাত্র সন্তান, কত আদরের ও আনন্দের ধন; সেটাকেও মৃত্যু এসে আমার চোখের সামনে থেকে টেনে নিয়ে গেল।

ধাত্রী। ওমা কী সর্বনাশের দিন এল গো। ঝাঁটা মারো কালা দিনের মুখে।

প্যারিস। আজ জঘন্য ঘৃণ্য নিষ্ঠুর মৃত্যুর দ্বারা আমি প্রতারিত হলাম। মৃত্যুই আমার প্রিয়তমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল। হে আমার প্রিয়তমা, আমার জীবন। না এখন আর জীবন না। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র কাম্য।

ক্যাপুলেত। আজ আমরা মৃত্যুসম যন্ত্রণা আর ঘৃণার পাত্র। মৃত্যু, কেন তুমি আমাদের এই উৎসবের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দিলে? হা আমার সন্তান! আমার সন্তান আজ নেই, সে এখন মৃত। আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার

সারা জীবনের আনন্দেরও অবসান ঘটল।

ফ্রায়ার ল। তোমরা সব চুপ করো। এইসব কান্নাকাটি ও চেঁচামেচির দ্বারা জীবনকে ফিরে পাওয়া যায় না। সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর আর তোমার অংশ ছিল এই সুন্দরী মেয়েটার মধ্যে। এখন গোটাটাই সে ঈশ্বরের হয়ে গেল। মৃত্যুর কবল থেকে তোমার অংশটা তুমি রাখতে পারলে না। কিন্তু ঈশ্বর তার নিজের অংশটা এক অনন্ত জীবনের মধ্যে সংরক্ষিত করে রাখল। আচ্ছা, তুমি ত তার উন্নতি চাইতে। এখন সবচেয়ে উন্নতির যে স্থান সেই স্বর্গে চলে গেছে সে, তবে কাঁদছ কেন? এখন সে সুদূর মেঘমালা পার হয়ে আকাশটাকে পিছু ফেলে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। সন্তানের চরম ও পরম উন্নতি দেখে পাগলের মত কান্নাকাটি করছ, এটা কি তোমাদের সন্তানস্নেহের পরাকাষ্ঠা? এটা মনে রেখো, বিয়ের পর দীর্ঘদিন বেঁচে না থেকে সে যে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল এটাতে তার ভালই হয়েছে। এখন চোখের জল মোছ। প্রথমত তার দেহের উপর ফুল ছড়াও। তাকে ভাল পোষাক পরিয়ে গীর্জায় নিয়ে চল। আমাদের দুর্বল প্রকৃতির জন্য আমরা মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি। কিন্তু জানবে প্রকৃতির রাজ্যে অশ্রুর একটা মূল্য আছে। অকারণে সে অশ্রুপাত করা উচিত নয়।

ক্যাপুলেত। সব ঘটনা কেমন আশ্চর্যভাবে পাল্টে গেল। আমরা যে উৎসবের আয়োজন করেছিলাম তা এখন পরিণত হলো শেষকৃত্যানুষ্ঠানে। বিয়ের জন্য আনা ফুল গেল মৃতদেহের উপরে। বিয়ের গান বাজনা পরিণত হলো শবযাত্রার বিষণ্ণ সঙ্গীতে।

ফ্রায়ার ল। আপনারা ভিতরে যান। লর্ড প্যারিস, আপনিও যান। এই মৃতদেহকে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। ঈশ্বর অবশ্য আপনাদের কিছু দুঃখ দিয়েছেন। কিন্তু তার বিধান লঙ্ঘন করে তাঁকে আরো বেশী করে চটাবেন না। (ধাত্রী ও বাদকদল ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

১ম বাদক। বাজনা করে চল চলে যাই আমরা।

ধাত্রী। থাম থাম।

১ম বাদক। তা বটে। আমাদের ত বাজাতেই হবে। তবে শুধু বাজনার সুরটা হবে আলাদা।

পিটারের প্রবেশ

পিটার। ও বাদকদল, বাবারা একবার প্রাণ খুলে বাজাও দেখি।

১ম বাদক। সেকি, প্রাণ খুলে?

পিটার। আমার অন্তর এখন দুঃখে ভরে গেছে। কিছু হালকা আনন্দের সুর বাজিয়ে অন্তরটাকে চাঙ্গা করে তোল ত বাবা।

১ম বাদক। আমরা মানুষ, এখন বাজনার সময় নয়।

পিটার। তাহলে তোমরা বাজাবে না?

১ম বাদক। তুমি কি দেবে আমাদের ?

পিটার। টাকা দেব না, তবে আমি দেব রসিকতার জন্য একজন ভাঁড়। আমি তোমাদের মাথায় রাখার জন্য একটা ছুরি দেব।

২য় বাদক। ছুরি নয়, তোমার রসিকতার ছুরি দিলেই হবে।

পিটার। আচ্ছা সঙ্গীতের সুর রূপালি কেন বলতে পার ?

১ম বাদক। বাজিয়ে গাইয়েরা রূপোর টাকার জন্যেই গান বাজনা করে তাই।

পিটার। না, তাদের সুরের মধ্যে সোনা নেই বলেই তাদের সুর রূপোর মত।

(প্রস্থান)

২য় বাদক। যাক ওসব কথা। জ্যাক, শবযাত্রার জন্য তৈরি হও। (প্রস্থান)

□ পঞ্চম অঙ্ক □

প্রথম দৃশ্য। মাঞ্চুয়ার একটি রাজপথ।

রোমিওর প্রবেশ

রোমিও। নিদ্রাকালের মধুর স্বপ্ন যদি সত্য হয় তাহলে আশাকরি কিছু সুখবর আসবেই। আজ আমার অন্তরাত্মা তার হৃদয়-সিংহাসনে খুব খুশি মনে বসে আছে এবং অকারণ একটা আনন্দ আমাকে যেন শূন্যে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার প্রিয়তমা এসে আমাকে মৃত দেখেছে। আশ্চর্য স্বপ্ন—মৃত লোক ভাবছে এবং বেঁচে উঠে প্রেমাস্পদের চুম্বনে অভিষিক্ত হয়ে প্রেমের সিংহাসনে সম্রাটের মত বসতে চাইছে। বিকম্পিত প্রেমের ছায়াতেই যখন এত আনন্দ তখন আসল প্রেম কতই না মধুর।

রোমিওর ভৃত্য বালথাসারের প্রবেশ

ভেরোনার কোন খবর আছে ? কি খবর বালথাসার! ফ্রায়ারের কোন চিঠি আননি ? আমার প্রিয়তমা কেমন আছে ? আমার বাবা কেমন আছেন ? আবার আমি শুধোচ্ছি আমার সুন্দরী জুলিয়েত কেমন আছে ? সে ভাল থাকলে আর কোন খারাপকে গ্রাহ্য করি না আমি।

বালথাসার। সে ভালই আছে। আর কিছু খারাপ হতে পারে না। তার দেহটা এখন সমাধির ভিতর ঘুমোচ্ছে আর তার আত্মাটা এখন স্বর্গে দেবদূতের কাছে চলে গেছে। দেখে এলাম তার মৃতদেহটাকে কবরের মধ্যে নামানো হচ্ছে। সেই খবরটা আপনাকে দেবার জন্য ছুটে এসেছি। অপরাধ নেবেন না হুজুর, আপনিই আমায় একাজের ভার দিয়ে এসেছিলেন।

রোমিও। সত্যিই কি তাই ? তাহলে হে আকাশের যত সব গ্রহ নক্ষত্র, আর আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না, তোমাদের আর ভয় করি না। আমার জন্য কিছু কাগজ কালি আর ডাকের ঘোড়া নিয়ে আয়। আমি আজ রাতেই মাঞ্চুয়া ছেড়ে চলে যাব।

বালথাসার। আমি বলি কি হুজুর, একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার চোখের দৃষ্টি

মলিন এবং ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কোন বিপদ ঘটতে পারে।

রোমিও। তোমার ধারণা ভুল। আমি যা বলছি কর। গুরুদেবের কোন চিঠি কি সত্যিই আননি?

বালথাসার। না হুজুর।

রোমিও। ঠিক আছে তুমি যাও, ঘোড়া যোগাড় করো। আমি তোমার সঙ্গেই যাব। (বালথাসারের প্রস্থান) জুলিয়েত, আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে মিলিত হব আমি। যেমন করে হোক উপায় একটা বার করতেই হবে। হে ক্ষাতকারক ধ্বংসাত্মক বুদ্ধি, হতাশ ও বিপন্ন লোকদের মাথার মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ কর। একজন বৈদ্যের কথা মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে তার কথা লিখে নিয়েছিলাম। তার ভ্রূদুটো আশ্চর্যরকমের মোটা আর ঘন। যতসব শুকনো গাছগাছড়া তার কাছে। সবসময় বিড়বিড় করে কী সব বলছে। চোখের দৃষ্টিটা কেমন ঘোলাটে। অভাবে অনটনে তার দেহটা হাড়কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। তার দোকানে কতসব অদ্ভুত অদ্ভুত মাছের হাঙরের আর কাছিমের শুকনো চামড়া ঝুলছে। কতকগুলো খালি বাক্স, মাটির সবুজ পাত্র, মরচেধরা ছুরি, শুকনো গোলাপের পাপড়ি আর সুতো ছড়ানো রয়েছে এখানে সেখানে। সেই লোকটার অভাব অনটন দেখে মনে হয়েছিল, যদি কারো মৃত্যুর জন্য বিষের দরকার হয় তাহলে এই লোকটাই তা দিতে পারে। এখন আমার প্রয়োজনের সময় তার কথাই মনে পড়ছে। সে নিশ্চয় আমায় বিষ বিক্রি করবে। আজ রবিবার বলে দোকানটা তার বন্ধ। কই বৈদ্য আছ নাকি?

বৈদ্যের প্রবেশ

বৈদ্য। কে এত জোরে আমায় ডাকছে?

রোমিও। এদিকে এসো বাপু। আমি জানি তুমি খুবই গরীব। চল্লিশটা ডুকেট (মুদ্রা) তোমায় দিচ্ছি। একপাত্র বিষ তোমায় দিতে হবে। এমন বিষ যেন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যায় আর মৃত্যু হয়। কামানের বুক থেকে যেমন দ্রুত গোলা বেরিয়ে আসে তেমনি দ্রুত যেন বিষপানকারীর বুক থেকে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বৈদ্য। তেমনি মারাত্মক বিষ আমার কাছে আছে। কিন্তু মান্তুয়ার আইন হচ্ছে এই যে সেই বিষের কথা যে একবার উচ্চারণ করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে, দেওয়া ত দূরের কথা।

রোমিও। তোমার মাথায় কি কিছু নেই? তুমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছ? দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া তোমার চোখে মুখে। অভাবের পীড়ন তোমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অবজ্ঞা আর বুভুক্ষার চাপে পিঠ তোমার কুঁজো হয়ে পড়েছে। পৃথিবীটা তোমার বন্ধু নয়। পৃথিবীর কোন আইন তোমার অনুকূলে যায়নি। তোমার দারিদ্র্য কেউ ঘোচায়নি। সুতরাং আমার কাছ

থেকে এটা নিয়ে তোমার দারিদ্র্য ঘোচাও।

বৈদ্য। আমার দারিদ্র্য আমায় এটা নিতে বলছে, কিন্তু আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না।

রোমিও। মনে করো, আমি তোমার দারিদ্র্যকেই এটা দিচ্ছি, মনকে নয়। বৈদ্য। এই নাও এইটা যেকোন তরল জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে খাবে। তোমার গায়ে যদি কুড়িটা মানুষের সমান ক্ষমতা থাকে তাহলেও এটা খাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় যমের বাড়ি যেতেই হবে।

রোমিও। জেনে রেখো, যে বিষ তুমি বিক্রি করতে চাইছিলে না, সে বিষের থেকে টাকা বা সোনা হচ্ছে অনেক খারাপ বিষ। তার তুলনায় তোমার বিষ অনেক ভাল। এই ঘৃণ্য জগতে সোনারূপ বিষ প্রলোভনের জাল বিস্তার করে মানুষের আত্মাকে তিলে তিলে কলুষিত করে হত্যা করে। সেই বিষ আমি তোমায় বিক্রি করেছি, তুমি আমায় কিছুই বিক্রি করনি। যাইহোক, আমি খাচ্ছি। আমি যা তোমায় দিচ্ছি তাই দিয়ে কিছু খাবার কিনে খাও, শরীরটাতে একটু মাংস গজাক। (বিষপাত্রের প্রতি) এসো, না না, তুমি ত বিষ নও, তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম। চল আমার সঙ্গে জুলিয়েতের সমাধির ভিতরে। সেখানে আমি তোমায় গ্রহণ করব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানা।

ফ্রায়ার জনের প্রবেশ

ফ্রায়ার জন। কই দাদা ফ্রায়ার লরেন্স আছ নাকি!

ফ্রায়ার লরেন্সের প্রবেশ

এসো এসো, মাঞ্চুয়া থেকে আসছ ত! কী বলল রোমিও? অথবা যদি সে কোন চিঠি লিখে দিয়ে থাকে তাহলে তা দাও।

জন। আমার সঙ্গে মাঞ্চুয়া যাবার জন্য একজন লোক খুঁজে পেলাম না আমি সারা শহরের মধ্যে। শহরে এখন দারুণ মহামারী চলছে। যেখানেই বা যে ঘরেই গেলাম আমাকে মহামারীগ্রস্থ অথবা রোগসংক্রামিত কোন লোক ভেবে সকলেই তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল আমাকে দেখে। সুতরাং মাঞ্চুয়া যাওয়া আর আমার হলো না।

ফ্রায়ার ল। কে তাহলে আমার চিঠি রোমিওর কাছে নিয়ে গিয়েছিল?

ফ্রায়ার জন। আমি তা পাঠাতে পারিনি দাদা। পাঠাবার কোন লোক পাইনি।

ফ্রায়ার ল। খুবই দুঃখের কথা। জরুরী কথা ছিল। পাঠাতে অবহেলা করে ভাল করনি। এতে ক্ষতি হতে পারে। জন, এখান থেকে গিয়ে তুমি আমায় একটা লোহার রড এনে দাও।

জন। আচ্ছি আমি আপনাকে এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

ফ্রায়ার ল। আমাকে এবার একাই সেই সমাধিক্ষেত্রে যেতে হবে। এখন

থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে সুন্দরী জুলিয়েত জেগে উঠবে। জেগে উঠে যদি সে জানতে পারে এইসব ঘটনার কথা রোমিও কিছুই জানে না তাহলে সে বকাবকি করবে। আমি মাঞ্চুয়াতে রোমিওর কাছে আবার চিঠি পাঠাচ্ছি। রোমিও না আসা পর্যন্ত জুলিয়েত জেগে উঠলে তাকে আমার গুহাতেই রেখে দেব। মৃত লোকের সমাধির মধ্যে একটি জীবিত মানুষের দেহ এখনো সমাহিত হয়ে আছে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেরোনা শহর। গীর্জা প্রাঙ্গণ।
ক্যাপুলেত পরিবারের সমাধিক্ষেত্র।

মশাল ও ফুলের তোড়াহাতে একজন বালকভৃত্যসহ প্যারিসের প্রবেশ

প্যারিস। আমাকে মশালটা দিয়ে তুমি সরে দাঁড়াও। মশালটা নিবিয়ে দাও, তা নাহলে আমায় লোকে দেখতে পাবে। ঐ ইউ গাছের তলায় তুমি মাটিতে কান পেতে শুয়ে থাক। কবরখানার ফাঁপা মাটিতে কারো পায়ের শব্দ পেলেই শীষ দিয়ে আমায় সংকেত দেবে। দাও, ফুলগুলো আমায় দাও, এবার যাও, যা বললাম করগে।

বালকভৃত্য। (স্বগত) এই কবরখানায় একা থাকতে আমার ভয় করছে। তবু সাহস করে দেখব। (প্রস্থান)

প্যারিস। হে ফুলকুমারী! ফুল দিয়ে কত যত্নে আমি তোমার বাসরশয্যা রচনা করেছিলাম। কিন্তু তা সব ব্যর্থ হলো। আজ তুমি বেছে নিয়েছ ধূলিধূসরিত এক প্রস্তরশয্যা। অবশ্য এই রাত্রির মধ্যে সে পাথর আমি জল দিয়ে ভিজিয়ে দেব। জল না পেলে বেদনাসিক্ত অশ্রু দিয়ে তা সিক্ত করে দেব। সারারাত ধরে তোমার এই সমাধির উপর চোখের জল ছড়িয়ে যাব আমি। (বালকভৃত্য শীষ দিয়ে সংকেত জানাল)

ছেলেটা সতর্কতামূলক সংকেত জানাল। নিশ্চয়ই কেউ আসছে। কিন্তু এই রাত্রিতে কোন শয়তান একজন বিশ্বস্ত প্রেমিক হিসাবে আমার কর্তব্য-কর্ম ও শেষকৃত্য সম্পাদনে বাধা দেবার জন্য এইদিকেই আসছে। একি আবার সঙ্গে মশাল! হা ভগবান। যাই সরে পড়ি। (প্রস্থান)

মশাল ও লোহার যন্ত্রপাতি হাতে রোমিও ও বালথাসারের প্রবেশ

রোমিও। আমাকে সাবলটা আর ঐ যন্ত্রটা দাও। এই চিঠিটা ধর। সকালে এই চিঠিটা তুমি আমার বাবা আর রাজাকে দেখাবে। আমাকে মশালটা দাও। খুব সাবধান। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখে যাবে ও শুনে যাবে কিন্তু আমার কাজে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করবে না। আমি কবরের ভিতর নামছি প্রথমতঃ আমার প্রিয়তমার মুখটা দেখার জন্য, কিন্তু তার আর একটা প্রধান কারণ হলো তার আঙুল থেকে সেই মূল্যবান আংটিটা নিয়ে আমার এই দুষ্কর কাজের সাহায্যকারীকে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু এরপরেও তুমি যদি আমি কি করছি

তা দেখার জন্য ফিরে আস তাহলে আমি তোমার দেহটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। তারপর তা সারা কবরখানায় ছড়িয়ে দেব। সময় এবং অবস্থা বিশেষে আমি হয়ে উঠেছি এখন ক্রুদ্ধ সমুদ্র ও ক্ষুধিত বাঘের থেকেও ভয়ঙ্কর এবং নির্মম।

বালথাসার। আমি যাচ্ছি স্যার এবং আপনার কোন অসুবিধা আমি করব না।

রোমিও। তাহলেই সেটা হবে আমার প্রতি বন্ধুত্বের পরিচায়ক। এটা নাও। এটা নিয়ে ভাল করে খেয়ে পরে বাঁচ। বিদায়।

বালথাসার। (স্বগত) ও যাই বলুক, আমি কিন্তু লুকিয়ে সব দেখব। ওর চোখের দৃষ্টিটা দেখে ভয় লাগছে। ওর উদ্দেশ্যটাতেও সন্দেহ হচ্ছে। (প্রস্থান)

রোমিও। হে ঘৃণ্য গহ্বর। পৃথিবীর কত সুন্দরতম ও প্রিয়তম পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ তোমার জঠর। আমি জোর করে তোমার সে জঠরকে খুলবই। (কবরটা খুঁড়ে) আমি তোমার সে জঠরে আরও এক ক্ষুধার খাদ্য ঢুকিয়ে দেব।

প্যারিস। এ সেই নির্বাসিত উদ্ধত মন্তেগুযুবক যে আমার প্রিয়তমার এক জ্ঞাতিভাইকে খুন করেছিল আর যার মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে আমার এই সুন্দরী প্রিয়তমা প্রাণত্যাগ করেছে। আজ ও নিশ্চয়ই এখানে নির্লজ্জ-ভাবে মৃতদেহগুলোর প্রতি কোন অশালীন আচরণ করতে এসেছে; আমি ওকে বাধা দেব। ওহে দুর্বৃত্ত মন্তেগু, থামাও তোমার এই কুৎসিত কাজ। মৃত্যুর পর কি কারো উপর কোন প্রতিশোধ নিতে আছে? ঘৃণ্য শয়তান, আমি তোমায় বাধা দেবই, আমার কথা শোন, আমার সঙ্গে চল, তোমাকে মরতেই হবে।

রোমিও। মরব বলেই এখানে আমি এসেছি। ওহে শান্তশিষ্ট ছোকরা! কেন আমার মত একজন মরিয়া লোককে উত্তেজিত করে তুলছ? যাও, সরে যাও। আমি তোমায় অনুরোধ করছি, আর একটা পাপ আমার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিও না। আমাকে রাগিয়ে দিও না। চলে যাও। আমি তোমায় আমার থেকেও ভালবাসি, কারণ এখানে আমি নিজেকে হত্যা করার জন্যই এসেছি। এখানে আর থেকো না, চলে যাও। পরে বলবে, একটা পাগলা লোকের দয়ায় তুমি প্রাণ নিয়ে এখান থেকে পালাতে পেরেছ।

প্যারিস। আমি তোমার ওসব কথায় ভয় করি না। আমি তোমায় একটা দাঁড়কাকের বেশী কিছু বলে গণ্য করি না।

রোমিও। তুমি আমায় এইভাবে উত্তেজিত করছ। অপরিণামদর্শী ছোকরা, তবে তার প্রতিফল গ্রহণ করো। (প্যারিসের সঙ্গে লড়াই)

বালকভৃত্য। হা ভগবান, ওরা দুজনে লড়াই করছে। দেখি, পাহারাওয়ালাকে

গিয়ে ডেকে আনি। (প্রস্থান, প্যারিসের পতন)

প্যারিস। আমি শেষ হয়ে গেলাম। দয়া করে আমাকে জুলিয়েতের সঙ্গে একই কবরে সমাহিত করো।

রোমিও। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই আমি তা করব। তার আগে তোমার মুখটা ভাল করে দেখি। এ হচ্ছে মার্কিউশিওর আত্মীয় সামন্তপরিবারজাত কাউন্ট প্যারিস। এর আগে পথে যেতে যেতে আমার লোক এর কথাই বলেছিল না? কিন্তু আমার বেদনার্ত অন্তর সেদিকে কান দেয়নি। সে বলেছিল প্যারিসের জুলিয়েতকে বিয়ে করা উচিত ছিল। সেকি সত্যি সত্যিই তা বলেছিল, না আমি স্বপ্নে তা শুনেছিলাম? অথবা জুলিয়েতের কথা শুনে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? দাও, তোমার হাত দাও। তুমিও আমার মত দুর্ভাগ্যের কবলে কবলিত। তোমাকে আমি বীরের মর্যাদা সহকারে সমাধি দেব। কিন্তু এটা ত একটা সামান্য কবর নয়; এক নিহত যৌবনের সৌন্দর্যে আলোকিত এক পবিত্র গহ্বর। এখানে জুলিয়েত শুয়ে আছে। হে মৃত্যু, তুমি তার মৃত যৌবনের সৌন্দর্যালোকের কাছে পরাভূত। তুমি সরে যাও। (প্যারিসকে সমাহিত করে) অনেক মানুষ মরতে ভয় পায় না, বরং মৃত্যুকালে কেমন যেন এক অকারণ আনন্দের বিদ্যুৎছটায় আলোকিত হয়ে ওঠে তাদের মুখ। লোকে তাই বলে। কিন্তু আমি ত তা বলতে পারি না। হে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, মৃত্যু তোমার প্রাণের সব মধুটুকুকে নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছে, কিন্তু তোমার দেহসৌন্দর্যকে হরণ করতে পারেনি। অপরাজেয় রয়ে গেছ তুমি মৃত্যুর কাছে। তোমার দেহসৌন্দর্যের দূত আজও বিদ্যমান তোমার ওষ্ঠ ও গণ্ডদ্বয়ের রক্তিমাভায়। মৃত্যুর কালো পতাকা এখনো সেখানে এগিয়ে যেতে পারেনি। টাইবল্‌ট, তুমি কি ওখানে রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে আছ? তোমার শত্রুর দেহটাকে কেটে দ্বিধাবিভক্ত করা ছাড়া আর কী উপকার তোমার করতে পারি? আমায় ক্ষমা করো ভাই! প্রিয়তমা জুলিয়েত, কেন তোমায় এখনো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে? তবে কি অলীক মৃত্যুও তোমার প্রেমে পড়ে গেছে? এটাও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে, সেই ঘৃণ্য দানবিক করাল মৃত্যু তোমাকে তার উপপত্নী করার জন্য তোমার দেহসৌন্দর্যকে অম্লান ও অবিকৃত রেখে দিয়েছে? না, আমি কিছুতেই তা ওকে করতে দেব না, ও যাতে তা না করতে পারে তারজন্য আমি তোমার কাছে চিরদিন থাকব। চির অন্ধকারে আবৃত মৃত্যুর এই নৈশ প্রাসাদ থেকে আমি কোন দিন যাব না। তোমার দেহমাংসভোজী নিত্য সহচরী কীটদের সঙ্গে আমিও এখানে থেকে যাব, চিরবিশ্রাম লাভ করব। মর্ত্যজীবনে ক্লান্ত বীতশ্রদ্ধ আমি আর পৃথিবীতে ফিরে যাব না। আমি এখান থেকেই ভাগ্যের পরিহাসকে ব্যর্থ করে দেব। হে আমার চোখ, তুমি শেষবারের মত দেখার সাধ মিটিয়ে নাও, হে আমার বাহু, তোমরা

শেষবারের মত আলিঙ্গন করে নাও, হে আমার ওষ্ঠাধর, মৃত্যুর আগে শেষবারের মত একবার চুম্বন করে নাও। এইবার এস আমার বন্ধু। আমাকে নিয়ে চল পথ দেখিয়ে। শৈলশিখর দ্বারা প্রতিহত বিচূর্ণিত ভগ্নপোতের মত ধ্বংস করে দাও আমার দেহকে। (বিষপান করে) তুমিই হচ্ছ আরোগ্যকারী প্রকৃত বৈদ্য, আমাকে নব জীবন দান করবে; আমাকে আমার প্রিয়তমার কাছে নিয়ে যাবে। আমার প্রিয়তমাকে শেষবারের মত চুম্বন করে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি। (পতন)

ফ্রায়ার লরেন্সের লণ্ঠন, কোদাল প্রভৃতিসহ প্রবেশ

ফ্রায়ার লরেন্স। আরও তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আজ রাত্রিতে কতবারই না পথে হোঁচট খেলাম আমি। কে ওখানে?

বালথাসার। আপনারই একজন বন্ধু যে আপনাকে ভালভাবেই জানে।

ফ্রায়ার ল। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বল বন্ধু, ঐ যে কবরখানায় মশাল জ্বলছে দেখছি, ওটা কার মশাল আর কেনই বা জ্বলছে?

বালথাসার। ওটা আমার মনিবের যাকে আপনি ভালবাসেন।

ফ্রায়ার ল। কে সে?

বালথাসার। রোমিও।

ফ্রায়ার ল। কতক্ষণ ওখানে আছে ও?

বালথাসার। পুরো আধঘণ্টা।

ফ্রায়ার ল। চল আমার সঙ্গে ঐ কবরখানায়।

বালথাসার। না মশাই আমার সাহস হচ্ছে না। আমার মনিব জানে না আমি এখানে আছি। এখান থেকে চলে না গিয়ে তার কার্যকলাপ দেখলে আমাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল।

ফ্রায়ার ল। তাহলে তুমি থাক। আমি একাই যাই। আমার ভয় হচ্ছে। কিছু একটা অঘটনের আশঙ্কা করছি আমি।

বালথাসার। ঐ ইউ গাছের তলায় ঘুমোবার সময় আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার মনিব অন্য একটা লোকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাকে মেরে ফেলেছে।

ফ্রায়ার ল। রোমিও! হায় হায়! এই পাথুরে প্রবেশপথে রক্ত কিসের? জনমানবহীন এই শান্তির রাজ্যে দুটো রক্তাক্ত তরবারিই বা কোথা থেকে এল? (সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ) রোমিও, তুমি এত মলিন কেন, একি প্যারিস, তুমিও এখানে? একি তোমার দেহ রক্তাক্ত? হায়, কী কুক্ষণেই না এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলো ঘটে গেল। মেয়েটা নড়ছে। (জুলিয়েতের জাগরণ) জুলিয়েত। ও ফ্রায়ার, আমার স্বামী কোথায়? আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি কোথায় আছি। আমার রোমিও কোথায়?

(ভিতরে গোলমালের শব্দ)

ফ্রায়ার ল। আমি কিসের শব্দ শুনছি। মা, ওই ছোঁয়াচে মৃত্যুর গহ্বর থেকে অস্বাভাবিক নিদ্রার কবল থেকে বেরিয়ে এস। অমোঘ অনমনীয় এক বৃহত্তর শক্তি আমাদের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে। এস, চলে এস। তোমার স্বামী তোমার বুকের উপর মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, প্যারিসও। পবিত্র ধর্মযাজকের পদে নিযুক্ত করব তোমায়। এখানে আর থেকো না, কোন প্রশ্ন করো না। পাহারাওয়ালা আসছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।

জুলিয়েত। আপনি চলে যান এখান থেকে। আমি যাব না। (ফ্রায়ার লরেন্সের প্রস্থান) এখানে এটা কি? আমার প্রিয়তমের হাতে একটা কাপ? দেখছি বিষই তার মৃত্যু ঘটিয়েছে, কিন্তু এক ফোঁটাও কি আমার জন্য ফেলে রাখতে নেই, তাহোক, এখনো তোমার ওষ্ঠাধরে কিছু বিষ লেগে আছে, আমি তোমার অধরোষ্ঠ পান করে আমার জ্বালার অবসান ঘটাব। এখনো উত্তপ্ত তোমার ওষ্ঠ। (চুম্বন)

১ম পাহারাওয়ালা। ওহে ছোকরা, কোন দিকে পথটা একটু দেখিয়ে দাও না।

জুলিয়েত। গোলমাল শুনছি। তাহলে আমায় তাড়াতাড়ি করতে হবে। এই যে ছুরি রয়েছে। (রোমিওর ছুরি নিয়ে) এটা তোমার ছুরির খাপ, মরচে ধরে গেছে। যাইহোক, আমাকে মরতে হবেই।

(ছুরি দিয়ে নিজ দেহে আঘাত ও রোমিওর দেহের উপর পতন)

প্যারিসের বালকভৃত্যসহ পাহারাওয়ালার প্রবেশ

বালকভৃত্য। এই সেই জায়গা; ওইখানে মশালও জ্বলছে।

১ম পাহারাওয়ালা। মাটিটা রক্তে ভিজে গেছে! গোটা উঠোনটা ভাল করে খুঁজে দেখ। তোমাদের জনকতক যাও। কাউকে পেলেই আটকে রাখবে। (কয়েকজন পাহারাদারের প্রস্থান)

সত্যিই করুণ দৃশ্য। কাউণ্ট প্যারিস মরে পড়ে রয়েছে। জুলিয়েতের গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র মারা গেছে। এই জুলিয়েতকে ত দুদিন আগে কবর দেওয়া হয়েছে। যাও, রাজাকে খবর দাও। ক্যাপুলেটদের খবর দাও। মন্তেগুদের জাগাও আর জনকতক অনুসন্ধানকার্য চালাও। (অন্যান্য পাহারাদারদের প্রস্থান)

এই দুঃখজনক ঘটনার স্থানটাই আমরা শুধু দেখছি, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ কোথায় তা এখনো জানতে পারিনি।

বালথাসারের সঙ্গে কয়েকজন পাহারাওয়ালার পুনঃপ্রবেশ

২য় পাহারাওয়ালা। এ হচ্ছে রোমিওর লোক, আমরা তাকে কবরখানার উঠোনে দেখতে পেয়েছি।

১ম পাহারাওয়ালা। রাজা না আসা পর্যন্ত ওকে ধরে রাখ।

ফ্রায়ার লরেন্সের অন্য একজন পাহারাওয়ালার পুনঃপ্রবেশ

৩য় পাহারাওয়ালা। এ হচ্ছে ফ্রায়ার, কাঁপছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর কাঁদছে। কোদাল সাবল নিয়ে কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওকে ধরেছি।

১ম পাহারাওয়ালা। বিশেষ সন্দেহের কথা। ওকেও ধরে রাখ।

অনুচরবৃন্দের সঙ্গে রাজার প্রবেশ

রাজা। কী এমন দুর্ঘটনা ঘটল যার জন্য সকাল না হতেই উঠে আসতে হলো?

ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতপত্নী ও অন্যান্যদের প্রবেশ

ক্যাপুলেত। বাইরে চীৎকার কিসের?

ক্যাপুলেতপত্নী। রাস্তার লোকগুলো, 'রোমিও' 'রোমিও' বলে চেঁচাচ্ছে। কেউ বলছে জুলিয়েত, কেউ আবার বলছে প্যারিস। এইসব বলে চীৎকার করতে করতে আমাদের কবরখানার দিকে ছুটে আসছে।

রাজা। আশঙ্কটা কিসের?

১ম পাহারাওয়ালা। হুজুর, এখানে কাউণ্ট প্যারিস নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রোমিও মৃত। জুলিয়েত এইমাত্র মারা গেছে।

রাজা। কি করে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটল তার কারণ অনুসন্ধান করো।

১ম পাহারাওয়ালা। এখানে ফ্রায়ার আর রোমিও নামে একজন মৃত লোককে পাওয়া গেছে। তাদের সঙ্গে সাবল কোদাল প্রভৃতি কবর খোঁড়ার কতকগুলো যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে।

ক্যাপুলেত। হা ভগবান! দেখ দেখ, আমাদের মেয়ের গা থেকে কেমন রক্ত ঝরছে। ছুরির খাপটা রয়েছে মন্তেগুর পিঠের উপর। নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে। ভুল করে ও ছুরিটা আমার মেয়ের বুকের ভিতর চালিয়ে দিয়েছে।

ক্যাপুলেতপত্নী। বুড়ো বয়সে এই দৃশ্য দেখে আর আমি বাঁচব না। মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।

মন্তেগু ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা। এস মন্তেগু, তোমার সন্তান এবং একমাত্র উত্তরাধিকারীকে পৃথিবী থেকে খুব সকাল সকাল চলে যেতে দেখার জন্যই কি তুমি এত তাড়াতাড়ি উঠে এসেছ?

মন্তেগু। হায় প্রভু, আমার স্ত্রী আজ রাত্রেই মারা গেছে। আমার পুত্রের নির্বাসনদুঃখ সে সইতে পারেনি। দুঃখে প্রাণত্যাগ করেছে সে। এই বয়সে আর কত দুঃখ ভোগ করতে হবে আমায়?

রাজা। কিছুক্ষণের জন্য চুপ করুন ত। জটিলতার জট খুলে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করতে দিন। এই ঘটনার প্রকৃত কারণ আমায় জানতে দিন। পরে হয়ত আপনাকেও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। ইতিমধ্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিচার করতে দিন।

ফ্রায়ার ল। আমিই হচ্ছি সবচেয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি, কারণ এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার স্থান ও কাল আমার প্রতিকূল। তবু এখানে আমি দাঁড়িয়ে সব বলছি। আমি যা করেছি তারজন্য একই সঙ্গে আমি নিজেকে অভিযুক্ত ও ধিকৃত করছি, আবার অনুতাপ বোধও করছি।

রাজা। তাহলে এ ব্যাপারে তুমি যা জান বল।

ফ্রায়ার ল। যদিও এ কাহিনী দীর্ঘ এবং সকরুণ, তবু আমি খুবই সংক্ষেপে বলব সেকথা। রোমিও মরে পড়ে রয়েছে, সে ছিল জুলিয়েতের স্বামী এবং মৃত জুলিয়েতও ছিল রোমিওর বিশ্বস্ত স্ত্রী। যেদিন টাইবল্‌টের মৃত্যু হয় সেইদিনই আমি ওদের বিয়ে দিয়ে দিই। টাইবল্‌টের অকালমৃত্যুর জন্যই রোমিও নির্বাসিত হয় এই শহর থেকে। আর রোমিওর জন্য দুঃখ করত জুলিয়েত, টাইবল্‌টের জন্য নয়। তার সে দুঃখ দূর করার জন্য তাকে জোর করে প্যারিসের সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন তার বাবা। তখন সে আমার কাছে এসে এই দ্বিতীয় বিবাহের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপায় খোঁজে। তা না হলে আমার আস্তানাতেই সে মরবে বলে ভয় দেখায় আমায়। বাধ্য হয়ে আমি তাকে এক ঘুমের ওষুধ দিই। সেই ঘুমের ফলে তাকে মৃত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু যথাসময়েই সে ঘুম ভেঙ্গে যায় সে ওষুধের কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ায়। এর মধ্যে আমি চিঠি লিখে রোমিওর কাছে লোক পাঠাই, সে যাতে কবরখানা থেকে জুলিয়েতকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ফ্রায়ার জন যাকে আমি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সে গতরাতে রোমিওর কাছে না গিয়ে চিঠিখানা ফেরৎ দেয়। তখন আমি একাই কবর থেকে জুলিয়েতকে মুক্ত করে আমার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে যাবার জন্য এখানে আসি, কিন্তু তার জেগে ওঠার কয়েকমুহূর্ত আগে এসে দেখি, প্যারিস আর রোমিও সত্যি সত্যিই মরে পড়ে রয়েছে। জুলিয়েত জেগে উঠলে আমি তাকে কবর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি। ঈশ্বরের বিধানকে নীরবে সহ্য করতে বলি। কিন্তু হঠাৎ গোলমাল শুনে আমি কবরখানা থেকে চলে যাই, তাছাড়া জুলিয়েতও মরিয়া হয়ে বলল, সে কিছুতেই যাবে না। পরে সে আত্মহত্যা করে। এই সব কিছুই আমি জানি। জুলিয়েতের ধাত্রীও ওদের বিয়ের একজন গোপন সাক্ষী। যাইহোক, যদি আমি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে আমার বৃদ্ধ জীবনকে স্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু আগেই বলি দেওয়া হোক আইনের বিধান অনুসারে।

রাজা। আমরা এখনো পর্যন্ত আপনাকে ধার্মিক লোক বলেই জানি। রোমিওর লোক কোথা? সে কি বলতে পারে এ বিষয়ে?

বালথাসার। আমি আমার মনিবকে জুলিয়েতের মৃত্যুর কথা জানাই। তখন সে মাঞ্চুয়া থেকে এইখানে এই কবরখানাতেই চলে আসে। তার বাবাকে দেবার জন্য এই চিঠিটা সে আমাদের দেয়। এখানে এসে ওই কবরখানায়

ঢোকার সময় আমায় চলে যেতে বলে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওর কার্যকলাপ দেখলে ও আমায় খুন করবে বলে শাসায়।

রাজা। কই, আমাকে চিঠিটা দাও। আমি সেটা ভাল করে দেখব। কাউণ্টের লোক কোথায় যে পাহারাওয়ালাদের ডেকেছিল? আচ্ছা বাপু বলত, তোমার মনিব কেন এখানে এসেছিল?

বালকভৃত্য। আমার মনিব তার প্রিয়তমার সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য এখানে এসেছিল। এখানে এসে আমায় সরে দাঁড়াতে বলে। আমি তাই করেছিলাম। এমন সময় একজন মশাল হাতে এসে কবর খোলার চেষ্টা করে। তখন আমার মনিব তার উপর মুক্ত তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই দেখে আমি প্রহরীকে ডাকতে যাই।

রাজা। চিঠিতে যা লেখা আছে তা ফ্রায়ারের কথাকেই সমর্থন করে। তাদের প্রেমের গতিপ্রকৃতি, জুলিয়েতের মৃত্যু সংবাদ সব চিঠিতে লেখা আছে। চিঠিতে আরও লেখা আছে রোমিও একজন গরীব বৈদ্যের কাছ থেকে এক পাত্র বিষ কিনেছে। পরে সে এখানে তার প্রিয়তমার কাছে মৃত্যুবরণ করার জন্য আসে। কই ক্যাপুলেত, মন্তেগুরা কোথায়, কোথায় তাদের শত্রুতা? দেখ দেখ, তোমাদের পারস্পরিক ঘৃণার পরিণাম তোমরা দেখ। আর তার শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর তোমাদের আনন্দের বস্তুকে হত্যা করেছেন। আমিও আমার একজন আত্মীয়কে হারিয়েছি। আমরা সকলেই শাস্তি পেয়েছি তোমাদের পাপের জন্য।

ক্যাপুলেত। ও ভাই মন্তেগু, তোমার হাত দাও। আমার কন্যাদানের প্রতিদানস্বরূপ এর থেকে বেশী আর কিছু আমি চাইতে পারি না।

মন্তেগু। আমি কিন্তু এর থেকে অনেক বেশী তোমায় দিতে পারি। জুলিয়েতের প্রেমের সততা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপ খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি তার এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করব আমি। সারা ভেরোনা শহরে এমন প্রতিমূর্তি এত মর্যাদার সঙ্গে আর কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ক্যাপুলেত। আমাদের পারিবারিক শত্রুতার জন্য প্রাণবলি দিতে হয়েছে যে রোমিওকে সেই রোমিওর প্রতিমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে জুলিয়েতের পাশে।

রাজা। দীর্ঘ বিবাদ আর অশান্তির পর আজকের সকাল নিয়ে এল এক বিষণ্ণ শান্তি; দুঃখের সূর্য আজ আর মাথা তুলে উঠবে না। যাও সব এখান থেকে। এ ব্যাপারে আরো অনেক কথা বার করতে হবে। এ ব্যাপারে জড়িত কেউ কেউ শাস্তি পাবে আর কেউ ক্ষমা পাবে। রোমিও ও জুলিয়েতের কাহিনীর মত এত সকরুণ দুঃখের কাহিনী কখনো শোনা যায়নি।

(সকলের প্রস্থান)

8
boirboi.net
Scanned By:-
Arka-The "JOKER"